উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রংদার রোববার

দিনকয়েক আগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতে এসেছিলেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সুবাদে বন্ধুত্ব আরও একবার চর্চায় এল। বন্ধুত্বের সম্পর্ক বরাবরের। রোজকার জীবনের পাশাপাশি সাহিত্য থেকে সিনেমা এর সাক্ষী থেকেছে।

বন্ধুত্ব

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

দাদ হাজা চুলকানি মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান মনমোহন জাদু মলম Ph : 9830303398 Since 90 Years

তালিকায় ঠাঁই 'অযোগ্য'দের

নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকা নিয়েও একাধিক গরমিলের অভিযোগ তুলছেন আইনজীবীরা। বহু 'অযোগ্য' চাকরিপ্রার্থী ঠাঁই পেয়েছেন বলেই দাবি তাঁদের। ৯

শশীর গড়ে পদ্ম-ঝড়

দেশে একমাত্র বামশাসিত রাজ্যের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমের শহুরে এলাকা এখন শুধুই গেরুয়াময়। এলডিএফের হাত থেকে তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশন ছিনিয়ে নিল এনডিএ। ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৭°	২৭°	২৫°
সর্বনিম্ন	১১°	১২°	১১°	১২°

বিশ্বমঞ্চে কলঙ্কিত কলকাতা ১৮

শিলিগুড়ি ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 14 December 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 205

বিশ্বজয়ীর দিনলিপি

শুক্রবার

রাত ২.২৫ : দমদম বিমানবন্দরে নামলেন লিওনেল মেসি। সঙ্গে ইন্টার মিয়ামির দুই সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ ও রডরিগো ডি পল

শনিবার

সকাল ১০টা : হোটেলের রুম থেকে ভার্চুয়ালি নিজের ৭০ ফুট মূর্তির আবরণ উন্মোচন

১১.৩১ : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঢুকলেন মেসি। 'রাজপুত্র' স্টেডিয়ামে পা রাখতেই দর্শকদের উন্মাদনা

১১.৫২ : স্টেডিয়াম থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় আর্জেন্টাইন তারকাকে

DESUN HOSPITAL SILIGURI যেকোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে অ্যাক্সিডেন্ট হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক বার্ন 24x7 Emergency 90 5171 5171

দুপুর ১২টা : গ্যালারির অধিকাংশ জায়গা থেকে তাঁকে স্পষ্ট দেখা যায়নি বলে ক্ষোভে দর্শকরা জলের বোতল, চেয়ার ভেঙে ছুড়তে শুরু করেন

১২.৪০ : দর্শকদের ক্ষোভ আরও বাড়তে শুরু করে। ফেন্সিং ভেঙে ভেতরে ঢোকেন শয়ে-শয়ে লোক

১.০৫ : টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি ওঠে

১.১৭ : ক্ষিপ্ত মেসিভক্তরা স্টেডিয়ামের দর্শকাসনে ভাঙচুর চালান। বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং ভাঙা হয়

১.২৭ : দর্শকদের সামলাতে মৃদু লাঠিচার্জ পুলিশের

১.৩৯ : মেসি ও দর্শকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে পোস্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুপুর ২টো : দমদম বিমানবন্দরে আটক মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার। হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা মেসির

কথায় বলে, দিনের শুরু দেখে নাকি বোঝা যায়, বাকিটা কেমন যাবে। 'গোট'-এর ভারত সফরে অবশ্য উলটো ছবি দেখা গেল। কলকাতায় আয়োজকরা চূড়ান্ত ব্যর্থ হলেও, হায়দরাবাদ দেখল মেসি-ম্যাজিক। পেনাল্টি শুটআউটে দর্শকদের মন ভরালেন বিশ্বকাপজয়ী।

বঙ্গের রঙ্গে মেসি

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসি (উপরে)। বিক্ষুব্ধ দর্শকদের রোখার চেষ্টা। শনিবার কলকাতায়।

চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, ছোড়া হল বোতল-চেয়ার

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : তিনি এলেন। দেখলেন এবং দেখা দিলেন। কিন্তু জয় করলেন কি?

দুঃখিত। প্রশ্নটা হয়তো অন্য। এক যুগেরও বেশি সময় পর 'ঘরের' মাঠে হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমীর হৃদয় আরও একবার জয় করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হল কি তাঁকে!

এমন চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থাপনায় মাথা হেঁট হল পশ্চিমবঙ্গের। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মহলের কাছে গেল ভুল বার্তা। ক্ষমা চাইতে হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে।

শনিবার সকালে হোটেলে 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' পর্বের পর যুবভারতীর উদ্দেশে রওনা হন মেসি। প্রায়ে সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা খরচ করে লিও-র সঙ্গে ছবি তোলার বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা ছিল। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পা রাখতেই গগনভেদী চিৎকার।

মেসি... মেসি...। স্লোগানে মুখরিত গ্যালারি। পাশেই সতীর্থ লুইস সুয়ারেজ, রডরিগো ডি পল। তাঁরা যুবভারতীতে রইলেন মাত্র ২১ মিনিট। সেই অল্প সময়েও রাজপুত্রকে ঘিরে যেন বলয় তৈরি করলেন নেতা, মন্ত্রী ও তাঁদের পারিষদরা। ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ। ফোটো তুলতে গিয়ে বারবার মেসির পথ আটকে দেওয়া হচ্ছিল। সেলফি তোলার হিড়িকে অস্বস্তি বোধ করছিলেন খোদ আর্জেন্টাইন তারকা।

সময় এগিয়েছে, ভিড় আরও বেড়েছে। স্টেডিয়ামে বসে মেসিকে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। সুয়ারেজ, ডি পলদের অবস্থাও এক। অভিযোগ, রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয় কয়েকজন প্রাক্তন ফুটবলারকে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

Skin Fair glow Cream Any Queries Contact : 9051609211 / 8240430595

ভিড় বাড়াতে ব্যবহার করা হল আমাদের

সৌরভ চৌধুরী

বাংলার ফুটবলের এই কালো দিনটার জন্য পুলিশ, মন্ত্রী, অর্গানাইজার- সকলেরই সমান দোষ। ক্রীড়ামন্ত্রী তো এক মিনিটের জন্য মেসির থেকে দূরে যাননি। উলটে মাঠের মধ্যেই চলেছে মেসিকে কাছে পাওয়ার লড়াই। মেসি ঢুকতেই নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে ব্যস্ত খেলোয়াড়রাও তাঁকে ঘিরে ধরেন। পুলিশ পর্যন্ত মেসিকে দেখতে ব্যস্ত হয়ে যায়। মাঠের ভেতরেই যখন এধরনের অরাজক পরিস্থিতি, তখন তিন মাস আগে টিকিট কেটেও মেসিকে দেখতে না পেয়ে দর্শকরা তো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেনই।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সোনা, রুপা না গলিয়ে মেশিনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। নগদ অর্থের বিনিময়ে পুরাতন সোনা ও রুপা কেনা হয়! ADYAMA GOLD JEWELLERY Sevoke Road, Siliguri 9830330111

নেতা-মন্ত্রীরা ডিফেন্ডার, ড্যামেজ কন্ট্রোলে মমতা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : কথা ছিল বাঁ-পায়ের জাদু দেখাবেন 'ফুটবলের রাজপুত্র' লিওনেল মেসি। বদলে একসময়ের ফুটবল তীর্থ বলে পরিচিত কলকাতায় তিনি সাক্ষী হলেন এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার। জনতার চোখে ভিলেন হয়ে উঠলেন কয়েকজন মন্ত্রী ও তৃণমূল নেতা। কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে 'লজ্জাজনক' অধ্যায় রচিত হওয়ায় পরিস্থিতি সামাল দিতে ক্ষমা চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঠন করলেন তদন্ত কমিটি।

তড়িঘড়ি আয়োজক সংস্থার কর্ণধার শতদ্রু দত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও প্রশ্ন উঠেছে, মেসির সামনে যে লজ্জার চিত্র তৈরি হল, আয়োজকের গ্রেপ্তারিতেই কি তার শেষ? এই ইভেন্ট করতে দেওয়া থেকে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরির দায় নেবে কি নেবে না রাজ্য সরকার ও পুলিশ? নাকি 'টিকিটের টাকা ফেরত দিতে বলা হবে' মন্তব্য করেই দায় নামিয়ে দেওয়ার রাস্তা তৈরি করা হল?

মেসিকে ঘিরে যে বৃত্ত তৈরি হয়েছিল, তাতে উপস্থিত দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন দর্শকরা। কিন্তু রাজ্য সরকার বা তৃণমূল- কেউই তাঁদের উল্লেখমাত্র না করায় এবং সব দায় বেসরকারি আয়োজক সংস্থার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ায় মনে করা হচ্ছে মেসি-পাগল জনতার রোষ থেকে বাঁচতে প্রশাসন ও তৃণমূল দ্বিমুখী কৌশল নিয়েছে।

প্রশ্ন কিন্তু অনেক। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস কেন শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা না করে পুরো সময়টা মেসির গায়ে আঠার মতো লেগে রইলেন? কেন বিশাল সংখ্যায় পুলিশ এবং র‍্যাফ ক্রমশ গ্যালারির দিক ছেড়ে মাঠে চলে এল?

এরপর চোদ্দোর পাতায়

RAMKRISHNA IVF CENTRE Delivering A Miracle আপনার শূন্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে IVF TEST TUBE BABY IUI • ICSI ISAR আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি M: 9800711112

সংঘর্ষের মাঝে পড়ে মৃত্যু ছাত্রীর

তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ। বোমা, গুলির লড়াইয়ে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝলঝলি। ছররার আঘাতে প্রাণ গেল কিশোরীর।

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৩ ডিসেম্বর : শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে প্রাণ গেল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রীর। দুষ্কৃতীদের ছররার আঘাতে কৌশেরা খাতুন নামে ১২ বছরের ওই পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে বোমা, গুলির লড়াইয়ে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে ইসলামপুর থানার মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝলঝলি এলাকা। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। তবে ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ুয়ার মৃত্যুর কথা স্বীকার করলেও গোষ্ঠী কাজিয়ার কথা মানতে চায়নি। তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল পড়ুয়ার মৃত্যুকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া দুই পক্ষই তৃণমূল কর্মী-সমর্থক বলে স্বীকার করে নিলেও কানাইয়ালাল বলেন, 'রাজনৈতিক নয়, পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই ঘটনা।' তবে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে পুলিশকর্তাদের ফোন করা হলেও তাঁরা সাড়া দেননি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে রফিক আলম ও নুর আলমের মধ্যে এলাকা দখলের লড়াই চলছিল। রফিকের স্ত্রী গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। অভিযোগ, শনিবার রাতে রফিকের অনুগামী জাহিদ আলমের বাড়িতে বোমাবাজি করা হয়। গুলিও চালায় নুর আলমের লোকজন। এরপরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বোমা, গুলি বিনিময়ের জেরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেসময় ওই এলাকায় থাকা কৌশেরা ছররা গুলিতে গুরুতর জখম হয়। তাকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। হাসপাতাল চত্বর ঘিরে ফেলে পুলিশ।

এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে বিশ্বাসই হচ্ছে না কৌশেরার মা গুলেনুর বেগমের।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কৃষিচুন মানেই বায়োটিন কৃষিচুন যা ব্যবহারে জমি চাষের পুরোপুরি উপযুক্ত হয়ে ওঠে বায়োটিন কৃষিচুন-ই একমাত্র কৃষিচুন Trasco Super Agro India Pvt. Ltd

ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পরিজনের ভিড়।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপরিচিত ব্যক্তি থেকে সতর্ক থাকুন। সামান্য কারণে পারিবারিক সমস্যা হতে পারে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তিলাভ। অতি সাহসী হওয়ার কারণে আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। প্রেমের বিষয়ে আপনার অকারণ জেদ ক্ষতি করবে।

বৃষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। মায়ের শরীর নিয়ে সমস্যা থাকবে। দূরের কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে ব্যবসার জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। দাঁতের ব্যথার কারণে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত।

মিথুন : ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে পারেন। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পথে চলতে খুবই সতর্ক থাকুন। বিদেশ যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

কর্কট : রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও পরিকল্পনায় আপনার ভূমিকা প্রধান হয়ে উঠতে পারে। বিদেশে পাঠরত প্রিয়জনের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। পরিবার নিয়ে সপ্তাহের শেষে ভ্রমণে আনন্দলাভ।

সিংহ : যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ প্রিয়জনের মতামত নিলে ভালো হবে। এ সপ্তাহে ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। অন্যদিকে বেশকিছু ঋণ পরিশোধও করতে হতে পারে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ।

কন্যা : দূরের কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে মূল্যবান উপহার পেতে পারেন। পথে চলতে খুবই সাবধান থাকুন। ভ্রমণে বের হয়ে সামান্য সমস্যা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদ পেয়ে আনন্দলাভ। কোনও ঘটনায় ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে।

তুলা : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে কোনও কাজ ভন্ডুল হতে পারে। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। সন্তানের কৃতিত্ব আপনাকে গর্বিত করবে। অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য সমস্যার উদয় হলেও আপস আলোচনায় তা মিটেও যাবে।

বৃশ্চিক : অন্যায় কাজ নিজের ভুলে সমর্থন করে ফেলতে পারেন। বাবার পরামর্শে দীর্ঘদিনের দাম্পত্য সমস্যার অবসান ঘটায় স্বস্তিলাভ। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। এ সপ্তাহে প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন।

ধনু : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও সপ্তাহের শেষদিকে অবশ্য চিকিৎসায় সুফল মিলবে। অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা ক্ষতি করবে। কোনও পরিকল্পনা সফল হবে কি না জানতে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তিলাভ।

মকর : সামান্য কারণে দাম্পত্যে সমস্যা নিজেই তা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। দূরের কোনও প্রিয়জনের সহায়তায় ব্যবসায় অগ্রগতি। বিপন্ন প্রাণীকে বাঁচাতে পেরে আনন্দলাভ।

কুম্ভ : সপ্তাহটি ভালোমন্দে যাবে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কোনও ব্যক্তি ক্ষতি করতে পারে। চোখের রোগে ভোগান্তি বাড়বে।

মীন : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে দীর্ঘদিনের কোনও পরিকল্পনাকে জটিল করে তুলতে পারেন। কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় সামাজিক ক্ষতি হতে পারে। দাম্পত্যের সমস্যা মেটাতে সংসারের বাইরের কাউকে বললে ক্ষতি হতে পারে। মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫, ২৭ অঘোন, সংবৎ ১০ পৌষ বদি, ২২ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৪, অঃ ৪।৫০। রবিবার, দশমী রাত্রি ৮।৫৩। হস্তানক্ষত্র দিবা ১১।১৮ সৌভাগ্যযোগ দিবা ৩।৪। বণিজকরণ দিবা ৮।১৮ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৮।৫৩ গতে ববকরণ জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১১।১৮ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১২।১৬ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।৫৩ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ১০।১৩ গতে ১২।৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ১।১৩ গতে ২।৫৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৮।৫৩ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ৮।৫৩ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।১৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

নিজের বিয়ে রুখতে সোজা থানায় নাবালিকা

পরাগ মজুমদার

কান্দি, ১৩ ডিসেম্বর : সাহসিকতার অনন্য নজির! নাবালিকা স্কুল পড়ুয়া নিজের বিয়ে রুখতে সরাসরি হাজির হল আইসির কাছে। শুধু তাই নয়, বিয়ে বন্ধ করিয়ে স্বপ্ন পূরণে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার সাহায্যে এগিয়ে এলেন খোদ আইসি নিজেও। এমন ঘটনায় শনিবার শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে মুর্শিদাবাদের কান্দি এলাকায়। তবে কাজটা মোটেও এত সহজ ছিল না বলেই এদিন জানায় ওই নাবালিকা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার বড়ঞা এলাকার পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের দশম শ্রেণির ছাত্রীর অমতেই বিয়ে ঠিক করে তার পরিবার। কিন্তু বিয়ে নয়, পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন মনের মধ্যে পুষে রেখেছিল সে। আর সেই ইচ্ছে পূরণে সকল বাধাকে অতিক্রম করে চরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সটান বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস ধরে হাজির কান্দি বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে স্থানীয়দের কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে একেবারে কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহার ঘরে এসে উপস্থিত হয় নাবালিকা। চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ দেখে খানিকটা হতবাক হয়ে যান আইসি নিজেও।

সাহস করে গ্রামের ওই নাবালিকা তার সমস্যার কথা আর সঙ্গে ভবিষ্যতের স্বপ্ন পূরণের ইচ্ছে তুলে ধরে আইসির কাছে। নাবালিকার সাহসিকতা দেখে কার্যত তার পিঠ চাপড়ে স্বপ্ন পূরণে আশ্বস্ত করেন আইসি। তিনি ছাত্রীকে রীতিমতো মনোবল জুগিয়ে আশ্বস্ত করেন। এরপরই নাবালিকার পরিবারের লোকদের সরাসরি তলব করা হয় তৎক্ষণাৎ।

খবর পেয়ে নাবালিকার বাবা থানায় না এলেও মামা এসে হাজির হন এবং ভাগ্নিকে বুঝিয়ে পুলিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান। এদিন কান্দি থানার আইসি ওই নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর লেখাপড়ার সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। স্থানীয়রা জানান, নাবালিকা ওই ছাত্রীর মা এক বছর আগে তার বাবার অত্যাচারে আত্মঘাতী হয়েছেন। ওরা বর্তমানে দুই বোন। এই ছাত্রীটি বড় বোন। নাবালিকা বলে, 'আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে একেবারে জোর করে আমার বাবা এই বিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল। কোনওরকমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুলিশ স্যারের সঙ্গে এসে যোগাযোগ করি। আমি কোনওমতেই এখন বিয়ে করতে রাজি নই। আরও পড়াশোনা করতে চাই। ভবিষ্যতে স্কুলের শিক্ষিকা হওয়ার ইচ্ছে আছে।'

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 26/5'-3", সরকারি চাকরিজীবী পাত্রীর জন্য ভালো কর্মস্থ, ছোট পরিবারযুক্ত শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র কাম্য। M.No. 9242875439, সময় : বিকেল ৭টা হইতে ১০টা। (C/119633)

■ কায়স্থ, 32/5'-2", B.A. (Back), ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 7679636313. (C/113643)

■ নমশূদ্র, 35, মাধ্যমিক পাশ, পাত্রীর জন্য 45 বছরের মধ্যে পাত্র চাই। সন্ধে 6-9. (M) 9434307829. (C/113624)

■ ব্রাহ্মণ, 30/5'-7", সুশ্রী, B.Sc., B.Ed., ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী, কলকাতা/শিলিগুড়ির পাত্র কাম্য। Ph : 8250024039. (C/119624)

■ কায়স্থ, 28/5'-5", ফর্সা, সুশ্রী, একমাত্র সন্তান। M.A., B.Ed., CTET, NET, অনূর্ধ্ব 34, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 8167863854, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (C/119614)

■ পূঃ বঃ, কায়স্থ বোস, বয়স ৩৪, শ্যামবর্ণ, সঃ প্রাথমিক শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, সঃ চাকরিরত পাত্র চাই। ফোঃ 9475089762. (C/119605)

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/118378)

■ পাত্রী কায়স্থ, বয়স 30/5'-4", সরকারি কর্মচারী। শিলিগুড়ি, মালঃ সংলগ্ন উপযুক্ত পাত্র চাই। 9733091878. (C/119632)

■ বারুজীবী, M.A., B.Ed., 33/5'-3", প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য আলিপুরদুয়ারের মধ্যে সুযোগ্য পাত্র চাই। (M) 8759473826. (C/118764)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য গোত্র, ৩২+/৫'-২", এমএ, জলপাইগুড়ি নিবাসী, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত (WFH), সুপাত্র চাই। (M) 9434706990. (C/119637)

■ M.A. Eng. (1st Class), B.Ed., 26+/5'-2", বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা, প্রতিষ্ঠিত, উচ্চশিক্ষিত, রায়গঞ্জ নিবাসী, কায়স্থ পাত্র চাই। (M) 9775435414, 9733052076. (C/119649)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৪/৫', ফর্সা, ইংরেজি অনার্স, বিএড, সরকারি চাকরিরত উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 7029430704. (C/119226)

■ কায়স্থ, 36/5'-3", M.A., D.El. Ed. পাশ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 6294411077. (C/119225)

■ সাহা, 45/5', ফর্সা, সুশ্রী, B.A. অসম্পূর্ণ। পিতা গত হয়েছে, মাতা Retd. সঃ কর্মী, পাত্রীর নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে। উপযুক্ত পাত্র চাই। উপযুক্তরাই ফোন করবেন। (M) 8906507232 (6 P.M. - 9 P.M.). (C/119228)

■ ব্রাহ্মণ, 32, M.A., 5'-3", পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 37, চাকুরে/ব্যবসায়ী সুপাত্র কাম্য। জেনারেল চলবে। 7001955898. (C/119657)

■ বারুজীবী, 28/5', দেবারিগণ, তুলা রাশি, M.A. পাশ, বেসরকারি অফিসে কর্মরত। এরূপ পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী, মাঙ্গলিক পাত্র চাই। অন্য কাস্ট চলিবে। Phone : 7427986228. (C/113645)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 29+/5'-5", M.Sc. (Zoology) পাশ, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য 33 অনূর্ধ্ব, সরকারি/বেসরকারি চাকরিরত পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 8918157729, 9064943538. (C/119660)

■ ডিভোর্সি, স্বল্প সুন্দরী, ৫'-8", H.S., ২৮ বছর। ৮ বছরের কন্যা আছে, ডিভোর্সি, সুচাকুরে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। Ph.No. 8617686705, রায়গঞ্জ। (C/119661)

■ পাত্রী সাহা, ২৭ বঃ, ৫ ফুঃ, M.A., B.Ed., সুশ্রী, ভালো পরিবারের অনূর্ধ্ব ৩২, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। যোগাযোগ-বালুরঘাট : 9932923531. (C/119663)

■ কায়স্থ, শিক্ষিত, সুন্দরী, 33/5'-5", (স্বল্পকালীন ডিভোর্সি) পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। Ph : 7431807030. (C/119664)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 26/5'-4", M.Sc., B.Ed., Railway School Teacher, পিতা-মাতা সরকারি চাকরিজীবী, সুপাত্র চাই। 7001761066. (C/119666)

■ কায়স্থ, 29/5'-2", M.A., B.Ed., নামমাত্র ডিভোর্সি। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Mobile No. 7679093905. (C/119667)

■ কায়স্থ (চট্টগ্রাম), 31/5'-6", B.A., গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ফর্সা, সুশ্রী, কর্মরতা পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। (M) 7908680655. (C/119702)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩১/৫'-১", M.Sc., B.Ed., বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 8538810270. (C/119674)

■ বাগডোগরার Govt. Contractor-এর দ্বিতীয় কন্যা, বয়স-৩০, উচ্চতা ৫ ফিট, কায়স্থ, ফর্সা, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। Mob : 9832047492, 8927742403. (C/119675)

■ পাল, 30/5'-3", M.A., B.Ed., শ্যামবর্ণা পাত্রীর উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। 8509914223. (C/119676)

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি রায়, 34/5'-4", মাধ্যমিক, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী (38-42) মধ্যে পাত্র চাই। (M) 8768143535. (C/119703)

■ পাত্রী কর্মকার, 28, M.Sc. (Che.), B.Ed., 5'-4", ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী, Eng. Med. স্কুলের শিক্ষিকা। স্বঃ/উচ্চঅসবর্ণ, সরকারি/বেসরকারি উচ্চপদস্থ পাত্র চাই। 9474628728. (C/119703)

■ মালবাজার নিবাসী, ২৯/৫'-২", দত্ত, M.Sc. (Math), ব্যাংকে Asst. Manager পদে কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। ফোন-৯৩৮২২৫৬১০৩. (C/119703)

■ Divorce, 31/5'-5", M.A. পাশ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিত পাত্র কাম্য। 8116521874. (C/119701)

■ ব্রাহ্মণ, 24/5'-3", M.A., B.Ed., সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি কর্মরত পাত্র চাই। 8653224276. (C/119701)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.A. পাশ, পরমাসুন্দরী পাত্রীর জন্য Govt./প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ভদ্র পাত্র কাম্য। 8016232769. (C/119701)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৬, M.Tech. পাশ, MNC-তে কর্মরতা। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119701)

পাত্র চাই

■ পাল, ২৮/৫'-8", B.Sc. Nursing (CMC), বেঃ সঃ নার্সিং টিচার, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ নিবাসী পাত্রীর চাকুরিয়া/সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। Mob : 9679425577. (C/119662)

■ বয়স 52, বিধবা, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা, নিঃসন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6297679754. (K)

■ Age 42, ডিভোর্সি, প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা, পিতা মৃত। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-6296009923. (K)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৫, প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/119701)

■ মধ্যবিত্ত, 22, B.A. Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। 9593855508. (C/119701)

■ স্বর্ণবণিক, 28/5'-3", B.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য কোচবিহার জেলার মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। কৃষ্ণভক্ত পরিবার কাম্য। (M) 8927497166. (D/S)

■ কায়স্থ, 29/5'-5", M.Sc., B.Ed., Pvt. School শিক্ষিকা পাত্রীর শিলিগুড়িস্থ উপযুক্ত পাত্র চাই। 7001373445. (C/119907)

পাত্র চাই

■ সুন্দরী, 29/5'-3", B.A. পাশ, ঘরোয়া, সুন্দরী, মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। 9734488572. (C/119706)

■ ২৪ বছর বয়সি, সাহা, ফর্সা ও সুন্দরী, উচ্চতা ৫'-৩", M.A., B.Ed., বেসরকারি স্কুল শিক্ষিকা। পিতা ব্যবসায়ী। পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-080-69141340. (C/119706)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৫, MBBS, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার। এইরূপ পাত্রীর জন্য ডাক্তার, চাকরিজীবী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/119701)

■ নমশূদ্র, 35/5'-4", M.A. English, বাবা ব্যবসায়ী, মা Rtd. রাঃ সঃ Officer, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য ন্যূনতম 5'-7", স্নাতক, চাকরিরত বা ব্যবসায়ী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8609955270. (C/119701)

পাত্রী চাই

■ বারুজীবী, 37+, M.A., B.Ed., 5'-7", গৃহশিক্ষকতা ও ব্যবসা, একমাত্র পুত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8927704655. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-7", LIC, GIC প্রতিষ্ঠিত Agent, বাড়ি শিলিগুড়ি, দেবগণ, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9434495769. (C/119656)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 45/5'-2", M.A. পাশ, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 6290909271. (C/119229)

■ বারুজীবী, 28/5'-2", M.A., Geography-Ho., B.Ed., পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9434412823. (B/S)

■ পাত্রী কায়স্থ, 35, চাকরিজীবী, 5'-3", 39-এর মধ্যে 5'-7"-5'-10", উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। (M) 8250052737 (8 P.M. - 10 P.M.). (C/119234)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, 31/5'-4", B.Sc., B.Ed., বেসরকারি স্কুলে শিক্ষিকা, শিলিগুড়ি। ফর্সা, সুশ্রী, মাঙ্গলিক পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 8240788818. (C/119702)

■ ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী, M.A., B.Ed., 28+/5'-4", কুণ্ডু (তিলিবৈশ্য), আলিপুরদুয়ার নিবাসী, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর কন্যার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। 9775665072, 8900748890. (C/119703)

■ নিঃসন্তান ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৯৩, শিক্ষিতা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119701)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, হিন্দু বাঙালি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, ৩৯, সরকারি চাকরিরতা। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/119701)

■ ময়নাগুড়ি নিবাসী, ২৮, রাজবংশী, M.Sc. পাশ ও সরকারি ব্যাংক-এ কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/119701)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Sc. ইন Math & B.Ed. করে বর্তমানে সেন্ট্রাল গভঃ স্কুল টিচার। পিতা গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/119701)

■ বৈদ্য, 38/5'-3", হাইস্কুল শিক্ষিকা, ডিভোর্সি, ১ পুত্র বর্তমান। পাত্রীর উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র চাই। (M) 9749797853. (S/C)

■ পাত্রী শিলিগুড়ি নিবাসী, 26/5'-2", B.A., MBA, গন্ধবণিক (দত্ত), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। ঘটক/বিবাহ প্রতিষ্ঠান বাদে। (M) 7384959943. (C/119706)

■ ব্রাহ্মণ, 36/5'-1", M.A., সুশ্রী, সঃ চাঃ পাত্রীর জন্য সঃ/অসঃ/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, জলপাইগুড়ি নিবাসী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। 9679920313. (C/119235)

■ কায়স্থ, 25/5'-3", M.Sc., B.Ed., Pvt. স্কুল টিচার, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ভালো, ভদ্র পাত্র চাই। 9593704442. (C/119706)

■ জন্ম সাল ১৯৯৭, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কন্যা সুশ্রী, শিক্ষিতা, ICDS কর্মরতা, হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/119701)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 41/5'-6", ডিভোর্সি, সার্জিক্যাল কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। মোঃ 6297017568. (C/119331)

■ ব্রাহ্মণ, শিলিগুড়ি নিবাসী, নিজস্ব বাড়ি, ৩৪/৫'-৬", বেসরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩০-এর, শিক্ষিতা, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই (উত্তরবঙ্গের মধ্যে)। যোগাযোগ : ৭৩৮৪৪৮৩৭২১. (C/119627)

■ ব্রাহ্মণ, 34/5'-6", B.Tech., ম্যানেজার-প্রোজেক্ট অ্যান্ড অ্যাডমিন পদে মালদাতে কর্মরত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ/কায়স্থ/বৈদ্য, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর অগ্রগণ্য। (M) 8001575691/www.bakshi.in.net (C/119641)

■ জন্ম ১৯৮৮, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.Tech. পাশ, সরকারি চাকরিজীবী, পিতা ব্যবসায়ী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/119701)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-11", B.Tech., IT, MNC-তে কর্মরত Engineer, বর্তমানে নিজগৃহ শিলিগুড়িতে ওয়ার্ক ফ্রম হোম-এ আছে। বাৎসব গোত্র, নরগণ পাত্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9593672658. (C/119646)

■ ব্রাহ্মণ, ৩৪/৫'-৭", ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল শিক্ষক ও বাড়িতে প্রাইভেট টিউশন, পাত্রের জন্য ২৫-৩০, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 6295471861. (C/119635)

■ ব্রাহ্মণ, 32, M.A., 5'-6", বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত পাত্রের ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী, ফর্সা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। (M) 9749105207. (S/C)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, ৩৫/৫'-৯", কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। ২৭-৩০ বয়সের মধ্যে অনার্স গ্র্যাজুয়েট (শিলিগুড়ি বা সংলগ্ন অগ্রগণ্য), সুশ্রী ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। সন্ধে ৬টা - রাত্রি ৯টা। মোঃ 7318738778. (C/119636)

■ কায়স্থ, মাঙ্গলিক, দেবগণ, 32+/5'-6", MBA, MNC-তে কর্মরত, উপযুক্ত, সুশ্রী, কায়স্থ সুপাত্রী চাই। 8944986508. (P/S)

■ কর্মকার, 36+, M.A. (Hist.), 5'-6", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন, নেশাহীন, ছোট পরিবার, একমাত্র পুত্রের ন্যূনতম H.S., স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 9749379189. (S/C)

■ কোচবিহার নিবাসী, 38, উচ্চতা 5'-7", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ও Auction-এর ব্যবসা। ছোট পরিবার, মা ও ছেলে। মা পেনশনার (Govt.), একমাত্র পুত্র। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9832297149. (C/118937)

■ পাত্র-ক্ষত্রিয়, 31/6', সুদর্শন, MBBS (Hons, Cal), MD (Medicine, PG), DM (Endocrinology, Cal), 24-29, সুশ্রী, ডাক্তার পাত্রী চাই। No Caste bar. রায়গঞ্জ শহর, উত্তর দিনাজপুর. 7001092913. (C/119652)

■ পোদ্রা (SC), সুদর্শন, মাঙ্গলিক, নরগণ, কেন্দ্রীয় সরকারের সিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য সুন্দরী, সরকারি চাকুরে/বনেদি ব্যবসাদার পরিবারের পাত্রী চাই। (M) 9433378972. (C/119653)

■ রাজবংশী, 36/5'-7", B.A.(H), একমাত্র পুত্র, দোতলা বাড়ি। পিতা-মাতা রাজ্য সরকারের পেনশনভোগী। আয়-নিজ ব্যবসা, বাড়ি ভাড়া, Caste no bar. H.S., B.A., ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9800851434, 9434554723. যোগাযোগ : 6 P.M. - 9 P.M. (C/119653)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী ব্রাহ্মণ, 35, BBA, Private Company-তে কর্মরত পাত্রের জন্য কর্মরতা পাত্রী কাম্য। (M) 8910326056. (C/119227)

■ Gen., 35/5'-7", MBA, পৌরসভায় (কন্ট্রাঃ) চাকরি পাত্রের জন্য গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা, সুশ্রী, ৩০-এর মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 9593847566. (C/119224)

■ কায়স্থ, গুহরায়, M.Sc., 40/5'-7", সরকারি চাকরি, বাবা সেঃ গভঃ পেনশন, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্র, নামমাত্র ডিভোর্সি, দাবিহীন পাত্রী কাম্য, শিলিগুড়ি। (M) 9832332302. (C/119658)

■ ব্রাহ্মণ, H.S., 45/5'-6", প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 36-এর সুপাত্রী কাম্য। দাবি নেই। (M) 9434591957. (B/B)

■ পাত্র Gen., ডিভোর্সি, ৩৮/৫'-১০", একমাত্র সন্তান, শিলিগুড়ি নিবাসী, কোলকাতাতে প্রাইভেট কোম্পানীতে কর্মরত, ৮ LPA, ২৮-৩৪'এর মধ্যে সুন্দরী, অবিবাহিত/ডিভোর্সি/বিধবা পাত্রী কাম্য। ম্যাট্রিমনি যোগাযোগ করবেন না। ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপ-8101338345. (C/119702)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 29+, বিএ, জিওগ্রাফী অনার্স, প্রাইভেট ব্যাংকে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 6296408936. (C/119670)

■ কায়স্থ, বয়স ৩১, উচ্চতা ৫'-২", যোগ্যতা B.Sc. (Pass), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, অনূর্ধ্ব ২৭, সুপাত্রী কাম্য। মোঃ 9932131064. (C/119665)

পাত্রী চাই

■ পাত্র সাহা, 43+/5'-8", ডিভোর্সি, সুদর্শন, ব্যবসায়ী, নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9126689736. (A/B)

■ জেনারেল কাস্ট, পাল, মাধ্যমিক পাশ, নিজ সাইকেল দোকান ও বাড়ি, ৫২ বঃ ৫'-৪", ডিভোর্সি, ৪২ বঃ মধ্যে পাত্রী চাই। (M) 7047047232. (M/M)

■ ব্রাহ্মণ, 38+/5'-6", MNC-তে কর্মরত। কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন, শিলিগুড়ি। ঘরোয়া, অবিবাহিত পাত্রী কাম্য। (M) 6295303075. (C/119668)

■ নমশূদ্র, 29/5'-6", একমাত্র পুত্র, গালামাল ব্যবসায়ী, ঘরোয়া, সুশ্রী, বাঙালি যে কোনও কাস্টের পাত্রী চাই। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। 7866970799. (C/119669)

■ স্বল্পকালীন ডিভোর্সি (ইস্যুলেস), 48+/5'-6", সরকারি উচ্চপদে কর্মরত। ফর্সা, সুশ্রী, স্নাতক, 37-42'এ অবিবাহিতা/অল্পদিনে ডিভোর্সি পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/119196)

■ পাত্র পূর্ববঙ্গ কায়স্থ, কোচবিহার নিবাসী, ৪৫+, M.A., B.Ed., প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে Manager Post-এ কর্মরত পাত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, সুশ্রী সুপাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য এবং চাকরিরতা হলেও চলবে। যোগাযোগ : 9832050972 (মা), 9434119961, 9434084284. (C/119197)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালের ম্যানেজার পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ৩৪, শিক্ষিত, ঘরোয়া সুপাত্রী চাই। 8170028064. (C/119039)

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-7", B.Com., দেবারি, বেসরকারি চাকরি, দাবিহীন। শিক্ষিত, ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী চাই। 9749570822. (C/119490)

■ শিলিগুড়ি, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, M.Tech. (Civil), ৩৩+/৫'-৯", একমাত্র পুত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা, ২৫-২৮, মীন/বৃশ্চিক, দেব/দেবারি পাত্রী চাই। ৯৪৩৪৪২৬৭১৬. (C/119628)

■ কায়স্থ, 45/5'-7", শিক্ষিত, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্বঃ/অসঃ, অনূর্ধ্ব 34, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। ফোন-8348907295. (C/118763)

■ পূঃ বঃ ঘোষ, জন্ম ১৯৮৪, উচ্চতা ৫'-৭", Accountant Asst. Manager, কলিকাতায় চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য স্নাতক, চাকরিরতা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। Ph : 8584086860, সময় 5 to 10 P.M. (C/119233)

■ একমাত্র পুত্র, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, মাধ্যমিক পাশ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। অভিভাবক ছাড়া যোগাযোগ করবেন না। (M) 8536934338. (C/118768)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজস্ব গাড়ি, বাড়ি, 42/5'-4", B.Com. পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 8597282066. (C/119702)

■ 31/5'-7", B.Tech., কোচবিহার নিবাসী, Govt. Bank-এ কর্মরত, কোচবিহারেই পোঃ, একমাত্র ভদ্র পরিবারের পুত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 9635924555. (C/119701)

■ 33/5'-8", Railway-তে কর্মরত, আলিপুরদুয়ার বাড়ি পোঃ আলিপুরদুয়ার, একমাত্র পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9635026555. (C/119701)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৫, M.Tech. পাশ এবং নামী MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/119701)

■ নিঃসন্তান ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৮২, স্টেট গভঃ চাকরিরত। পিতা ও মাতা মৃত। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/119701)

■ জন্ম ১৯৮৯, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া), পাত্রের জন্য পাত্রী খোঁজা হচ্ছে। (M) 7596994108. (C/119701)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ২৯, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7679478988. (C/119701)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ-এর অধীন ওয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-তে কর্মরত। বয়স ৩১ বছর। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পুত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/119701)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, MD, গভঃ ডাক্তার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সত্বর বিবাহে আগ্রহী। (M) 9874206159. (C/119701)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/119701)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী গন্ধবণিক, ২৮/৫'-৮", MNC কর্মরত, ২৫-এর মধ্যে সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9434490654, অভিভাবক যোগাযোগ। (C/119701)

■ পাত্র রাজবংশী (SC), 33/5'-8", সুদর্শন, একমাত্র পুত্র, শিলিগুড়িতে কর্মরত। সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। পিতা-মাতা Govt. পেনশনার। উচ্চশিক্ষিতা, উপযুক্ত পাত্রী চাই। ডাক্তার অগ্রগণ্য। No caste bar. Mob.+What'sApp : 7319297389. (D/S)

■ রাজবংশী, 32/5'-6", M.Sc., B.Ed., Railway Employee, Level-5, Posted near Dinhata, পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। দিনহাটা। (M) 8167890996. (D/S)

■ EB কায়স্থ, দিল্লী, 40/5'-8", Mass Com. Asst. Editor Hindustan Times. 35 মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী কর্মরতা/ঘরোয়া দিল্লী থাকতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। Mob : 8860159644, শিলিঃ/জলপাইঃ অগ্রগণ্য। (K)

■ জেনারেল, 32, B.Tech. from Jadavpur University, WB Govt. ইঞ্জিনিয়ার, উত্তরবঙ্গে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ভালো পাত্রী চাই। 9733066658. (C/119706)

■ ব্রাহ্মণ, 30, M.Tech., Convenr Schooling, ধার্মিক, ভদ্র পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। 9593965652. (C/119706)

■ ৩২ বছর, ৫'-১০", রাজবংশী, MBBS, MD, সম্পন্ন, বর্তমানে DM করছেন। পিতা বিশিষ্ট চিকিৎসক, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। শিক্ষিত এবং সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 7099017635. (C/119706)

■ পাত্র ৩০/৫'-৮", গ্রুপ-এ অফিসার, B.Tech. (ইলেক্ট্রিক্যাল) আইআইটি গুয়াহাটি। পিতা-মাতা উভয়েই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী। শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 080-69072047. (C/119706)

■ ৩৩ বছর বয়সি, কায়স্থ, উচ্চতা 5'-9", সুদর্শন, MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। পিতাও ব্যবসায়ী, বাড়ি শিলিগুড়িতে। পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ করুন-080-69072051. (C/119706)

■ ৩২ বছর, কায়স্থ, MBBS, MD, স্বনামধন্য হাসপাতালের সার্জন হিসেবে কর্মরত। ভদ্র, শিক্ষিত ও পরিপাটির স্বভাবের। শিক্ষিত ও ভালো পরিবারের পাত্রী কাম্য। 080-69072089. (C/119706)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ, 32+/5'-8", LLM (Advocate) কলকাতায় Law Farm-এ কর্মরত (6 LPA), পিতা কেঃ সঃ অফিসার (অবসরপ্রাপ্ত), মাতা গৃহী, একমাত্র পুত্রের জন্য স্নাতকোত্তর/সমতুল্য, সুশ্রী উপযুক্ত পাত্রী (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ), চাই। স্বনিযুক্তি/চাকরিরতা অগ্রগণ্য। ম্যাট্রিমনি/ঘটক নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ-6296941507 (3 P.M. - 5 P.M.). (C/119625)

■ কায়স্থ, 36, একমাত্র ছেলে (মাথায় চুল কম আছে), B.A.(H), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী (Press Digital), 26-30 মধ্যে মধ্যবিত্ত, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9475910385, 9434891526. (M/G)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/119701)

ALLEN SILIGURI

Every Talent Deserves a Platform

Start your NEET, JEE and Foundation journey towards success.

Champions of NEET (UG) 2025

AIR 785
Maahir Hasan
Classroom Course
AIIMS, Bhubaneswar

AIR 2802
Sankalan Roy
Classroom Course
AIIMS, Guwahati

AIR 5287
Deboleena Hazarika
Classroom Course
GMCH, Guwahati

AIR 9739
Prathama Banerjee
Classroom Course
NRSMC&H, Kolkata

Champions of JEE (ADV.) 2025

AIR 892
Pranshu Goyal
Classroom Course
IIT, BHU

AIR 965
Vatsal Varenya
Classroom Course
IIT, BHU

AIR 1584
Pritish Nandy
Classroom Course
IIT, Bombay

AIR 1688
Mayank Khoria
Classroom Course
IIT, Indore

ADMISSIONS OPEN

NEET | JEE | Olympiads
Class 7th to 12th & 12th pass

Appear for **Scholarship Test (ASAT)** & Get Up to **90% Scholarship***

21 Dec. '25

SCAN TO REGISTER

Don't Miss Your Special Fee Benefit!

TALLENTEX or ASAT
Winner Receive a Dual Advantage:
Scholarship* + SFB*

*Subject to T&C of scholarship, rewards and other fee benefits.

ALLEN SILIGURI
95137-84242
allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA
0744-3556677
allen.ac.in

WEEKEND BATCHES Commencing from

PNCF (Class 7th to 10th) : **16 DEC 2025**
NURTURE (NEET/IIT-JEE) : **16 DEC 2025**
ENTHUSIAST (NEET/IIT-JEE) : **6 JAN 2026**

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment for the students to prepare for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examinations. Selection also depends on other factors like preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid and full time classroom course.

আজ টিভিতে

ছোড়ি-টু রাত ১০.৫০ সোনি ম্যাক্স ওয়ান

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ প্রেমী নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.৩০ পাগলু-টু, বিকেল ৪.৩০ কেলোর কীর্তি, সন্ধে ৭.৪৫ দেবী, রাত ১১.০০ ম্যাডাম গীতারানি (বাংলা ভার্সন)
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ ঘরজামাই, দুপুর ১২.৩০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৩.১৫ ভালোবাসা ভালোবাসা, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ খোকাবাবু
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ রূপবান, দুপুর ১.৩০ চৌধুরী পরিবার, সন্ধে ৭.০০ আক্রোশ, রাত ৯.০০ গীত সংগীত
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, সন্ধে ৭.৩০ বিদ্রোহী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতিকার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রথম ভালোবাসা
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ ডর, বিকেল ৩.৫০ বিশ্বাত্মা, সন্ধে ৬.৫০ স্ত্রী-টু, রাত ১০.০০ জুলমি
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.৫৫ রেখাহিথ্রম, বিকেল ৩.৩৪ মারী, সন্ধে ৬.২৫ অ্যানাকোন্ডা, রাত ৮.০৫ লেজেন্ড-দ্য টেরর, ১০.৫০ ছোড়ি-টু
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.১৯ ফির হেরা ফেরি, দুপুর ১.২৫ ভুল ভুলাইয়া, বিকেল ৪.৫৭ দ্য ওয়ারিয়র, সন্ধে ৭.৫০ হাউসফুল ফোর, রাত ১০.৩৮ জলি এলএলবি-টু
মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৪১ ট্রান্সফর্মার্স : দ্য লাস্ট নাইট, বিকেল ৫.১৯ ডোরা অ্যান্ড দ্য লস্ট সিটি অফ গোল্ড, সন্ধে ৭.০১ থ্রি হান্ড্রেড, রাত ১১.১৯ মর্টাল কমব্যাট

পাগলু-টু দুপুর ১.৩০
জলসা মুভিজ

প্যারেন্টহুড রাত ৮.৫২
অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

স্ত্রী-টু সন্ধে ৬.৫০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

ডুয়ার্স হয়ে ভুটানের পথে রেলযাত্রার প্রস্তুতি

জমি অধিগ্রহণে জোর

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৩ ডিসেম্বর : পুজোর সময় আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। বানারহাট ও প্রতিবেশী দেশ ভুটানের সামচিকে রেলপথে জোড়ার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে এবার জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। যেখান দিয়ে রেললাইন যাবে তার অন্যতম চামুর্চি চা বাগানের ডিপা লাইনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পিলার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে এই রেলপথের জন্য ৮৮.৭৪ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই উদ্যোগে খুশির হাওয়া গোটা ডুয়ার্সে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'জমি অধিগ্রহণের কাজ হচ্ছে। আগামী জুন-জুলাই মাসের মধ্যে বিষয়টি সেরে ফেলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগত নানা রকমের জমি থাকতে পারে। অধিগৃহীত জমির দাম রাজ্য সরকারকে দিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্য তা সংশ্লিষ্ট মহলকে দেবে।'

পুজোর সময় সপ্তমীর দিন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো ও বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি ভারত-ভুটান দুটি রেলপথের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ভুটানের সঙ্গে যা ভারতের প্রথম ক্রস বর্ডার রেলপথ। বানারহাট-সামচির পাশাপাশি অসমের কোকরাঝাড় থেকেও ভুটানের গেলেফু পর্যন্ত আরও একটি রেলপথ নির্মাণেরও প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে দুটি প্রকল্পের জন্য ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৪০৩৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে বানারহাট-সামচির ৫৭৭ কোটি ও কোকরাঝাড়-গেলেফুর জন্য রয়েছে ৩৪৫৬ কোটি টাকা। দ্বিতীয় রেলপথটি অসমের কোকরাঝাড় ও চিরাং জেলাকে ভুটানের সারপাং এলাকার সঙ্গে যুক্ত করবে। ২০২৯ সালের মধ্যে দুই রেলপথেরই কাজ শেষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

বানারহাট-সামচির প্রস্তাবিত রেলপথটির দৈর্ঘ্য ২০ কিলোমিটার। থাকবে দুটি স্টেশন সহ ১টি বড় সেতু, ২৪টি ছোট সেতু ও ৩৭টি রোড আন্ডারব্রিজ (আরইউবি)। একটি স্টেশন আমবাড়িতে হবে। অপরটি সামচিতে।

চামুর্চি চা বাগানের ডিপা লাইনে বানারহাট- সামচির নয়া রেলপথের কাজ চলছে। শনিবার। -সংবাদচিত্র

বৃত্তি পরীক্ষা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৩ ডিসেম্বর : ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ২০২৬-'২৭ শিক্ষাবর্ষের পঠনপাঠন শুরু হয়েছে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটে। দেশজুড়ে নতুন সেশনে ভর্তির জন্য বৃত্তিমূলক পরীক্ষার আয়োজন করে ওই সংস্থা। ২১ ডিসেম্বর কোটা সহ দেশের বিভিন্ন শহরে পরীক্ষা নেওয়া হবে। এজন্য www.allen.in ওয়েবসাইটে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। দেশের মেধাকে উৎসাহ দিতে এই উদ্যোগ। পরীক্ষার ফলের ওপর নির্ভর করে পড়ুয়ারা কোর্স ফি-র ওপর ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পেতে পারে। ৪ জানুয়ারি আবার এই বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করবে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট। শিক্ষা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২১ ডিসেম্বরের এই বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া পড়ুয়ারা ভর্তির ক্ষেত্রে সুবিধা পাবে।

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিএসকে/ইএনজিজি/৭২ অফ ২০২৫, তারিখ : ০৯-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, আইটেম নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : মরিয়নি এবং জোরহাট টাউনে: এডিইএন/মরিয়নি-এর আওতাধীন মরিয়নি এবং যোরহাট টাউন কলোনিতে কোয়ার্টারগুলির উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য : ৪,৪৩,৪৩,৬৫৩/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৭১,৭০০/- টাকা; আইটেম নং. ২; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ডিইএন/।/তিনসুকিয়া-এর আওতাধীন ট্র্যাক বরাবর ধাতব ডব্লিউ-বিম ক্র্যাশ ব্যারিয়ার সুরক্ষা ফেন্সিং-এর ব্যবস্থা এবং স্থাপন। টেন্ডার মূল্য : ৪,৫১,০৪,৯৪১/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৭৯,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১২-২০২৫ তারিখ ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় দিয়ে মানুষের সেবায়

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T. No: 1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-26/2025-26 Memo No. 4241/ JM Date: 08/12/2025
Tender ID : 2025_MAD_5002120_1
Tender ID : 2025_MAD_5002120_2
Tender ID : 2025_MAD_5002120_3
Tender ID : 2025_MAD_5002120_4
Tender ID : 2025_MAD_5002120_5
Tender ID : 2025_MAD_5002120_6
Tender ID : 2025_MAD_5002120_7
Tender ID : 2025_MAD_5002120_8
Tender ID : 2025_MAD_5002120_9
Tender ID : 2025_MAD_5002120_10
Tender ID : 2025_MAD_5002120_11
Tender ID : 2025_MAD_5002120_12
Last Date of bidding (On line)dated : December 26, 2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal **tenders.wb.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25

BOOTH NO.	ENIT NO. & ID
187	WBMAD/DHUPGURI/89/2025-26
	2025_MAD_5001823_1
	2025_MAD_5001823_2
	2025_MAD_5001823_3
	2025_MAD_5001823_4
	2025_MAD_5001823_5
	2025_MAD_5001823_6
	2025_MAD_5001823_7
	2025_MAD_5001823_8
172	WBMAD/DHUPGURI/90/2025-26
	2025_MAD_5002068_1
	2025_MAD_5002068_2
	2025_MAD_5002068_3
	2025_MAD_5002068_4
	2025_MAD_5002068_5
	2025_MAD_5002068_6
	2025_MAD_5002068_7
	2025_MAD_5002068_8
198	WBMAD/DHUPGURI/91/2025-26
	2025_MAD_5002190_1
203	WBMAD/DHUPGURI/92/2025-26
	2025_MAD_5002206_1
	2025_MAD_5002206_2
204	WBMAD/DHUPGURI/93/2025-26
	2025_MAD_5002230_1
	2025_MAD_5002230_2

Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৮৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৮৯৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

রঙিয়া মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৯-২০২৫-২৬ তারিখ: ১১-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৯-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ রঙিয়া মণ্ডলে: রঙিয়া মণ্ডলের বিজি-II খণ্ডে জমা হওয়া জল পরিষ্কারের অর্থে ৭ টি এলএইচএসে (আরইউবি নং. এনএন-১৭১, এনএন-১৭৩, এনএন-১৮৪, এনএন-১৮৭, এনএন-১৮৮, এনএন-১৯২ এবং এনএন-১৯৪) নর্দমা ব্যবস্থা সহিত স্যাম্প এবং পাম্পিং পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৩২,৫৮,৭৭৩.৮৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬৫,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

IN THE COURT OF LEARNED CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION) AT JALPAIGURI
Partition Suit No. 118/2020

SMT. CHAITALI DAS .... Plaintiff
-Versus-
SRI SUDIPTA ACHARJEE & OTHERS ....Defendants.

PUBLIC NOTICE

To,
Sri Manoj Acharjee
Son of late Niranjan Acharjee,
C/o-Sudipta Acharjee,
Resident of Nabagram,
Gate Bazar, Pipe line, Ward No 33 of SMC,
P.O.-Bhaktinagar, P.S. NJP,
District Jalpaiguri, Pin 734007

WHEREAS the above named plaintiff has instituted a suit for partition against you and others for partition of the property admeasuring 7.5 kathas situated in Mouza Dabgram, Pargana Baikunthapur, appertaining to the R.S Khatian No 247 and 52/6, comprising in R.S Plot Nos 331/1318 and 329 sheet No 15 and situated under P.S Bhaktinagar, District Jalpaiguri in this Court, which is registered as Title Suit No 118/2020.
AND WHEREAS it has been proved to the satisfaction of this Court that you, the defendant, is avoiding service of summons, or that for any other sufficient reason, the summons cannot be served in the ordinary way.
NOTICE IS HEREBY GIVEN to you requiring your appearance in this Court in person or through a duly instructed Advocate on the 21/01/2026 day of ..... 2025 at .... AM either to answer the claim or to file your written statement in the said suit.
TAKE FURTHER NOTICE that in default of your appearance on the aforesaid date and time, the suit will be heard and determined in your absence, and you will be proceeded against ex-parte.
Given under my hand and the seal of the Court this 11/11/25 day of _ 2025
By order of the Court

Sd/- Civil Judge
Senior Division, Jalpaiguri
11/11/2025

ABRIDGED E-TENDER NOTICE

Tender are hereby invited vide Tender Reference **NIT No. DHUPGURI/BDO/NIT-019/2025-26** to **DHUPGURI/BDO/NIT-025/2025-26** from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours.
visit **www.wbtenders.gov.in** and Office Notice Board for further details.

Block Development Officer
Dhupguri Development Block

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ৫৮টি সেতুর পুনর্নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১১৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১২-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং : ৪৭-এপি-I-২০২৫; কাজের নাম : সিনিয়র এডিইএন/I/নিউ কোচবিহার -এর অধীনে বেতগারা-আলতাগ্রামের মাঝে কিমি ৫০/৯-৫১/৬ -এর মধ্যে স্থায়ী ডাইভারশনে স্তূপ ভিত্তির উপর ১ × ১২.২মি পিএসসি স্ল্যাবের সাথে বিআর নং ৫৮ -এর পুনর্নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ৮,৬৯,৫৪,৬২৫.৫৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ৫,৮৪,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০২-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় দিয়ে মানুষের সেবায়

গজলডোবায় শঙ্কায় দোকানদাররা

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১৩ ডিসেম্বর : গজলডোবা বাজারে গড়ে উঠছে আধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স। কিন্তু এর জন্য এই মরশুমে দোকান সরানো নিয়ে কিছু ব্যবসায়ীর মধ্যে কিছুটা ক্ষোভ দেখা গিয়েছে। যদিও বেশিরভাগ ব্যবসায়ীই একে স্বাগত জানিয়েছেন। এদিকে, শনিবার রাজগঞ্জের গজলডোবা বাজারে আধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সার্বিক সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে যান রাজগঞ্জের বিধায়ক তথা গজলডোবা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। সেসময়ে মালবাজারের মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডাল সহ রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি দে সরকার, এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং আধিকারিকরাও ছিলেন।

রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত গজলডোবার 'ভোরের আলো' এলাকায় প্রতিদিন বহু পর্যটকের সমাগম হয়। পর্যটনকেন্দ্রের পাশেই অবস্থিত গজলডোবা বাজারে বিভিন্ন খাবার ও পণ্যের দোকান বসে। পর্যটকদের সুবিধা ও বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এই বাজারকেই নতুন রূপে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে গজলডোবা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি।

বিধায়ক বলেন, 'গজলডোবা ডেভেলপমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সৌন্দর্যায়ন করা হবে। ইতিমধ্যেই ৮টি দোকান তৈরি হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরও দোকান তৈরি করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, নতুন দোকানগুলিতে প্রথমত পুরোনো ২২ জন ব্যবসায়ীকে স্থানান্তর করা হবে। আর পুরোনো দোকানগুলি ভেঙে দেওয়া হবে।'

এ নিয়েই কিছুটা ক্ষোভ জমছে। উন্মিত সাহা নামে গজলডোবার এক হোটেল ব্যবসায়ী বলেন, 'এখন সিজন। এই সময়ে দোকান সরালে সমস্যা হবে। সিজন চলে গেলে তারপর স্থানান্তরিত করা হলে ভালো হয়।'

যদিও পরিদর্শনে এসে মহকুমা শাসক দোকানদারদের উদ্দেশে বলেন, 'এরমধ্যে দোকানদারদের নোটিশ করা হবে। নোটিশ পাওয়া দোকানদারদের ২০ দিনের মধ্যে নবনির্মিত দোকানে স্থানান্তরিত হতে হবে।' এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন ব্যবসায়ীদের সুবিধা বাড়বে, তেমনই গজলডোবার পর্যটন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আশা প্রশাসনের।

এদিকে ফাস্ট ফুডের দোকান মালিক ইউ বালা বলেন, 'পুরোনো বাজার সংলগ্ন এলাকায় দোকান হচ্ছে। এর ফলে সুবিধাই হবে।'

সাইকেল স্ট্যান্ডের মালিক আনন্দ ঘোষ বলেন, 'এখানে মোট ৪৭ জন দোকানদার রয়েছেন। প্রত্যেকেই ঘর পাবেন। এখন ২২ জন পাবেন। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে হবে। সবজি ও মাছ ব্যবসায়ীরা পরে পাবেন বলে ঠিক হয়েছে। সরকার বিনা পয়সায় দোকান ঘর করে দিচ্ছে।'

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

জানুয়ারি' ২০২৬ মাসের জন্য ডিওয়াই সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অফিস্কের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সা-সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

ডিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	জানুয়ারি/২০২৬	০২-০১-২০২৬, ১৬-০১-২০২৬ এবং ২৯-০১-২০২৬

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	জানুয়ারি/২০২৬	০২-০১-২০২৬, ১৬-০১-২০২৬ এবং ২৯-০১-২০২৬

কাটিহার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	জানুয়ারি/২০২৬	০২-০১-২০২৬, ১৬-০১-২০২৬ এবং ২৯-০১-২০২৬

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

APPOINTMENT NOTICE

Application are invited from interested eligible candidates for engagement of two (02) Guest Lecturers on purely temporary basis (subject to renewal based on performance and as per approval from competent authority) for teaching in the following subject areas at Jalpaiguri Govt. P.T.T.I.

SL No	Subject	Educational Qualification	Age	Honorarium
1	Foundations of Education – (01)	As per NCTE norms	Maximum 32 years as on 01.01.2025, relaxable up to 5 years for SC/ST and 3 years for OBC applicants	Rs. 400/- Only per class
2	Environmental Science – (01)			

Notes :
1. Authority reserves the right to accept/reject any of/all applications without assigning any reasons thereof and call a limited number of applicants for Interview.
2. Communication with the applicant may be done by email/mobile only.
3. No TA/DA will be admissible if called for interview.
4. All Original documents have to be produced at the time of interview.
5. Application in prescribed format (available at institute website **http://jalpaigurigovt.wbptti.in**) along with all self attested supporting documents (both side for CGPA marksheets) will be accepted strictly within 23/12/2025 (upto 05.00 p.m.) only through speed post/registered post/courier (no hand delivery) addressed only to :
The Lecturer-in-Charge
Jalpaiguri Govt. P.T.T.I.
P.O. & Dist – Jalpaiguri
PIN – 735101

Sd/-The Lecturer-in-Charge
Jalpaiguri Govt. P.T.T.I.

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে
শিলিগুড়ি অফিসের জন্য ডিটিপি অপারেটর
ডিটিপি অপারেটর
ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।
কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল ৫টা থেকে রাত ১টা।
যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।
ubs.torchbearer@gmail.com

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সিনেমা CINEMA

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

রানী বাঁধ	SHOW TIME 10.45 AM, 1.15 PM BENGALI (U/A)
TERE ISHK MEIN	SHOW TIME 4.15 PM HINDI (U/A)
দি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস	SHOW TIME 7.00 PM BENGALI (A)

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
DHURANDHAR (H)
(Ranbir Singh, Akshay Khanna, etc.)
Show Time : 2:15 P.M. & 6:00 P.M.
AC. with Dolby Sound

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। সাক্ষাতে/ডাকযোগে পুস্তিকা সিরিজ ও গাইডেন্স। 9733565180, শিলিগুড়ি। (১৪-১৮ ডিসেম্বর দিনহাটায়)। (C/119701)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস্ (জলপাইগুড়ি)

■ শ্রীলঙ্কা 3/2/26, দুবাই 7/3, কেরল 28/1, কাশ্মীর 19/3, হিমাচল 17/3, লে-লাদাখ 10/5/26, আন্দামান, ভুটান ফেব্রুয়ারি 2026 থেকে যে কোনও দিন। 9733373530. (K)

Calendar/Diary

■ সস্তায় ক্যালেন্ডার, ডায়েরির পাইকারি প্রতিষ্ঠান। 'স্বস্তি প্রিন্টিং প্রেস', পার্ক প্যালেস, H.C. রোড, শিলিগুড়ি। M-9832083404. (C/119149)

কিডনি চাই

■ A + গ্রুপের কিডনি প্রয়োজন কোনও সহৃদয় ব্যক্তি যোগাযোগ করলে উপকৃত হব। মোঃ 9832835481. (D/S)

হোম ডেলিভারি

■ Monthly ও daily ভিত্তিতে বাড়িতে তৈরি রুচিসম্মত ও পরিচ্ছন্ন খাবার Home delivery করা হয়, শিলিগুড়ি, 7319414238. (C/119651)

বইপত্র

■ ISC Chemistry Test Papers, By Dr. S.K Sarkar, Mobile : 9932732070. (C/118766)

ভাড়া

■ 3 BHK flat for rent South Desh Bandhupara near Gopal More/Pipe Line 6294335633. (সরকারি কর্মচারী). (C/119617)

■ আমি আমার চার চাকার Commercial গাড়িটি ড্রাইভার সমেত কোনও সরকারি অফিসে বা প্রাইভেট অফিসে 5 বছরের জন্য ভাড়া দিতে চাই, শিলিগুড়ির মধ্যে। 7001284512. (C/119673)

■ 3 BHK house for Rent Ashrampara, Siliguri. M : 8900702351. (C/119702)

■ Rent for Bank, Departmental store, Banquet hall, Showroom, Restaurant and Offices. Location Upper Bagdogra. Contact : 8918402724. (C/119677)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/117039)

বাস্তুদোষ

■ বাসস্থান, অফিস, দোকান, কারখানা, জমি ইত্যাদিতে বাস্তুদোষ কাটিয়ে অর্থ, উন্নতি, শারীরিক সুস্থতা, সুখ শান্তি সহ জ্যোতিষী পরামর্শ পেতে যোগাযোগ করুন - স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বাস্তুবিদ শ্রীদেবঋষিশাস্ত্রী M : 9832097405. (C/119703)

বিক্রয়

■ শিবমন্দির N.B.U পেছনে প্লট করে জমি বিক্রয়। দূরত্ব 1.5 Km. মূল্য 7 লক্ষ প্রতি কাঠা। M : 7478998997. (M/M)

■ ফাড়াবাড়ি কচু মোড় এলাকায় 6 কাঠা বাস্তু জমি LR সহ সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ M : 9733076132. (C/119704)

বিক্রয়

■ নিরঞ্জননগরে, ৩৬ নং ওয়ার্ড, ৩ কাঠা জমি (বাউন্ডারি ওয়াল) উত্তরে ১৮' ফুট রাস্তা পশ্চিমে ৮' ফুট রাস্তা সত্বর বিক্রয়। M : 9733415807 সময়- বিকেল ৫টা-৭টা। (C/119680)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/119196)

■ জলপাইগুড়ি জেলার চালসা দিনবাজারের কাছে দক্ষিণ খোলা (৫৫.২২ ফুট) স্কোয়ার জমি সামনে ৩০ ফুট রাস্তা, ৭ ডেসিমেল রেজিঃ জমি বিক্রি হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। ৯৪৭৪৮৪৬৪৬০। (C/119221)

■ আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়ের নিকট 2.75 কাঠা জমি বিক্রয়। দুই দিকে 12' রাস্তা। M : 7679176781. (K/U/R)

■ ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি হাট যাওয়ার মেন রোডে ছোট ছোট প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে। 9332492359. (C/119703)

বিক্রয়

■ 282 sq.ft. shop for sale ready to open Khudirampally Wholesale Medicine Market, Siliguri. M : 8116233070. 11 AM to 8 P.M. (C/119702)

■ দক্ষিণ কোলকাতায় গড়িয়া মোড় বা গীতাঞ্জলী মেট্রো স্টেশন থেকে প্রায় 350 মিটার দূরত্বে মনোরম পরিবেশে নতুন ফ্ল্যাট বিক্রি। 1st floor/670 বর্গফুট/৩২ লাখ/2 BHK এবং Gr. Floor/450sft/20 লাখ / 1 BHK. 8240688482/7980399512. Broker Excuse. (C/ 119701)

ক্রয়

■ I want to buy Car Garage in Deshbandhu Para or Babu Para, Siliguri. M : 9593380780. (C/119645)

ডিস্ট্রিবিউটর চাই

■ 'শ্রী দুর্গা' চানাচুর, ভুজিয়া, চিঁড়াভাজা, চিপস ও বিভিন্ন স্ন্যাক্স বিক্রয়ের জন্য ডিস্ট্রিবিউটর চাই। ৫/- ও ১০/- টাকা পাউচ প্যাকে উপলব্ধ। 9434024973. (K)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে অফিস বয়/পিওন আবশ্যক। বেতন : 8-10 K. WhatsApp বায়োডাটা : 7477799822.

■ আলিপুরদুয়ারে বাইক সার্ভিসিং দোকানের অফিস সুপারভাইজার প্রার্থী চাই, স্টাফ রুম আছে। (ম) ৮০১৬৩২১২০৬. (C/119655)

■ Required a part time experienced female Gym Trainer, male/female Yoga Teacher and Table Tennis Coach ready to work on commission for a health center at Eastern Bypass Road, Siliguri. Only serious candidates may send their CV through WhatsApp to 86538 08797.

■ Musical Shop-এর জন্য ছেলে প্রয়োজন শিলিগুড়িতে। হিলকার্ট রোড। M : 9832042908. (C/119671)

■ ধূপগুড়ি, মাথাভাঙ্গা, ফালাকাটা এইসব এলাকাতে বিভিন্ন ল্যাবরেটরি থেকে নমুনা সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ছেলে/মেয়ে চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9999328241. আমাদের অফিস কোচবিহার। (C/118935)

কর্মখালি

■ D P S KHUNTI Jharkhand Invites applications for the recruitment of (1) Teachers for all subjects from Play to Class 6. (2) One Guard with a valid driving licence. Interested candidates may send their resume to email dps.khunti@gmail.com/ WhatsApp 7903552774. (C/119672)

■ দোকানের কাজের জন্য ছেলে অথবা মেয়ে চাই, সময় সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা, বেতন ৬৫০০, ন্যূনতম যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক, লোকেশন হাকিমপাড়া। যোগাযোগ - 8250412996. (C/119199)

■ Steewood Industriee Team Leader (For Network Marketing) নিয়োগ চলছে। Experience প্রাধান্য। Fixed Salary+TA, যোগাযোগ : 9734055116. (C/119200)

■ বাড়িতে বয়স্ক লোকের জন্য সবসময় থাকা একটি মহিলা মাসির দরকার। বেতন - ৮০০০/-। (M) 82509-47913. (C/119702)

■ অফিস কাম মার্কেটিং স্টাফ এবং পিকআপ ভ্যান ও JCB চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। M : 9832012224. (C/119703)

কর্মখালি

■ Want Representative for Medicine Company Male/Female. Send Resume. M : 90462-99942. (C/119703)

■ Required Female Graduate Office Staff with Computer Skill for Siliguri Office. E-mail : siliguriofficemail@gmail.com, Ph : 9476295968. (C/119701)

■ শিলিগুড়ি, সাহুডাঙ্গিতে প্রাইভেট গাড়ির অভিজ্ঞ মধ্য বয়স্ক ড্রাইভার প্রয়োজন। বেতন- ১২০০০/-, (M) 7797709455. (C/119705)

■ Required an experience, responsible, educated (Minimum Graduate), age (30-50) Namkeen factory Supervisor (Male), Salary : 15K+, Siliguri residential must. Mob :- 99320-20008. (C/119706)

■ হার্ডওয়্যার দোকানের কাজ জানা লোক চাই মাটিগাড়া (খাপরাইল মোড়)। Ph. No. : 9641036687. (C/119648)

■ Required computer teacher (B.C.A/M.C.A) for Sarada Vidyamandir, Fulbari & Hindi Med. with Diploma in Computer. E-mail : schoolccsp@gmail.com Cont : 91263-36407. (C/119907)

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দোল দোল দুলুনি...

শনিবার বালুরঘাটের বোল্লা গ্রামে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

সিএনজি'র দাম বৃদ্ধিতে চিন্তা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৩ ডিসেম্বর : পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই উদ্যোগেই কোপ পড়ায় আশঙ্কা বাড়ছে।

দূষণমুক্ত পরিবেশের পাশাপাশি জ্বালানির সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি) সিএনজি বাসের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ৩০টি বাস কেনা হয়েছে। আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে নতুন করে আরও ৬৭টি সিএনজি বাস নিগমে আসতে চলেছে। এই বাসগুলি চালিয়ে বেশ কিছুটা জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছিল। তবে কম্প্রেসড ন্যাচরাল গ্যাসের (সিএনজি) দাম কেজি প্রতি তিন টাকা বৃদ্ধির কারণে এনবিএসটি চিন্তায় পড়েছে। খরচ কমিয়ে কীভাবে আয় বাড়ানো যায় সেটাই এখন তাদের মূল চিন্তা।

এনবিএসটিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'সিএনজির দাম কেজিতে তিন টাকা করে বেড়েছে। ফলে সিএনজি বাস চালিয়ে আমরা যে জ্বালানি সাশ্রয়ের কথা ভেবেছিলাম সেটা অনেকটাই মার খাচ্ছে। সমস্ত জায়গায় সিএনজি না মেলাটাও একটা সমস্যা। নিগমের আয় বৃদ্ধি নিয়ে আমাদের বিকল্প কিছু চিন্তাভাবনা করতে হবে।'

বর্তমানে এনবিএসটিসিতে ৭০৬টি বাস রয়েছে। কিছু বাস রিজার্ভে থাকে। ৫৮০-৬০০টি বাস রোজ রাস্তায় নামে। উত্তরবঙ্গে দৈনিক গড়ে ২১৯টি রুটে এই বাস চালানো হয়। বাসগুলি প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার কিলোমিটার সহ মাসজুড়ে গড়ে ৫০ লক্ষ কিলোমিটার চলাচল করে। প্রতিদিন ১ লক্ষ ২০ থেকে ২৫ হাজার যাত্রী বাসগুলিতে যাতায়াত করেন। ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৯৩ টাকা এবং সিএনজি কেজি প্রতি ৯৪ টাকা ছিল। এক লিটার ডিজেলে একটি বাস ৪.২৫ কিলোমিটার চলে। এক কেজি সিএনজিতে বাস পাঁচ কিলোমিটার

কোচবিহারে এনবিএসটিসি'র সিএনজি বাস। ছবি : জয়দেব দাস

চলে। ফলে সিএনজি বাসগুলি চালিয়ে নিগমের বেশ কিছুটা জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে সিএনজির দাম বেড়ে কেজিপ্রতি ৯৭ টাকা হওয়ায় সেই পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। অন্যদিকে, সিএনজি বর্তমানে শুধু কোচবিহার, শিলিগুড়ি ও রায়গঞ্জ সহ কয়েকটি জায়গায় মেলে। সেটিও সমস্যা বাড়িয়েছে।

নিগম সূত্রে খবর, গাড়ি চালানোর খরচ, কর্মীদের বেতন সহ সবমিলিয়ে এনবিএসটিসির প্রতি মাসে ২১ থেকে ২২ কোটি টাকা খরচ হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও মাসে সাড়ে ১৫ কোটি টাকার বেশি আয় করা যাচ্ছে না। প্রতি মাসে কয়েক কোটি টাকার ঘাটতি রাজ্য সরকারকে মেটাতে হয়। এই পরিস্থিতিতে সিএনজি আশার আলো দেখালেও এখন পরিস্থিতি অন্য দিকে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ বাড়ছে।

> সিএনজির দাম কেজিতে তিন টাকা করে বেড়েছে। ফলে সিএনজি বাস চালিয়ে আমরা যে জ্বালানি সাশ্রয়ের কথা ভেবেছিলাম সেটা অনেকটাই মার খাচ্ছে। সমস্ত জায়গায় সিএনজি না মেলাটাও একটা সমস্যা।
>
> **দীপঙ্কর পিপলাই**
> *ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনবিএসটিসি*

পাহাড়ের তিন আসনে চাপে পদ্ম

বিজেপির সমর্থনে প্রার্থী দিতে চায় শরিকরাই

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : '২৬-এর ভোটের আগে পাহাড়ে আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে বিজেপিকে। ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সে (এনডিএ) থাকা পাহাড়ের দলগুলি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দলীয় প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যত পাকা করে ফেলেছে। আর এতেই চাপ বাড়ছে বিজেপির।

বিজেপিও আঞ্চলিক দলগুলির ইস্যু অস্বীকার করছে না। দলের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র তথা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলছেন, 'এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। শরিকদলগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই আমরা প্রার্থী দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব।'

২০০৯ সাল থেকে জিএনএলএফ, সিপিআরএম, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মতো পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটে রয়েছে। ২০১১ এবং ২০১৬ সালে বিজেপি পাহাড়ে মোর্চাকে সমর্থন করেছিল। তবে, ২০১৯ সাল থেকে বিজেপি দলীয় প্রতীকেই ভোটে লড়ছে। ২০১৯ দার্জিলিং বিধানসভার উপনির্বাচন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় প্রতীকে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। এমনকি প্রতিটি লোকসভা ভোট, জিটিএ'র নির্বাচন এবং পঞ্চায়েত ভোটেও বিজেপির প্রতীক ছিল। বিজেপির দার্জিলিং পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'এখানকার তিনটি আসনের জন্য পৃথক রণনীতি তৈরি হচ্ছে।'

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভা ভোটে দলীয় প্রতীকে প্রার্থী দিলেও বিধানসভা ভোটে জোট শরিককেই পাহাড়ের তিনটি আসন বরাবর ছেড়ে দিয়েছে। এবারও পাহাড়ে

চাপে পদ্ম

- '২৬-এর ভোটে পাহাড়ে প্রার্থী দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে আঞ্চলিক দলগুলি
- এবারও পাহাড়ের তিনটি আসনে অনীত থাপার বিজিপিএম-কে সমর্থন করছে তৃণমূল
- এই অবস্থায় চাপ বাড়ছে বিজেপির ওপর

অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চাকেই (বিজিপিএম) তৃণমূল সমর্থন করছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিজেপির জোট শরিকরাও একই দাবিতে সরব হয়েছে।

দীর্ঘদিন নির্বাচনে প্রার্থী না দিয়ে নির্বাচন কমিশনের রেজিস্ট্রেশন হারিয়েছে একদা পাহাড়ের দাপুটে রাজনৈতিক দল জিএনএলএফ। একই পথের পথিক হতে যাচ্ছে মোর্চা, সিপিআরএমের মতো রাজনৈতিক দলগুলিও। কেননা নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়মিত বিভিন্ন নির্বাচনে সরাসরি অংশ নিতে হয়। নতুবা তাদের স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যায়।

আর তাই এবার বিধানসভা নির্বাচনে পুনরায় আঞ্চলিক পার্টিগুলি প্রার্থী দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে। বিমল গুরুংয়ের মোর্চা কালিম্পং থেকে প্রার্থী দিতে চাইছে। জিএনএলএফ দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং আসনের দাবিদার। ইতিমধ্যেই এই রাজনৈতিক দলগুলি দার্জিলিংয়ের সাংসদের মাধ্যমে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তাদের দাবি জানিয়ে দিয়েছে। শনিবার দার্জিলিংয়ে জিএনএলএফের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বিষয়টি নিয়ে ফের চর্চা হয়েছে।

জিএনএলএফের সাধারণ সম্পাদক তথা বিজেপির প্রতীকে দার্জিলিংয়ে দু'বারের বিধায়ক নীরজ জিম্বার বক্তব্য, 'আঞ্চলিক দলগুলিকে টিকে থাকতে হলে নির্বাচনে লড়তে হবে। আমরা বিজেপির সঙ্গে জোটে রয়েছি। সমস্তটাই বিজেপির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলছেন, 'বিধানসভা ভোটে আঞ্চলিক দলগুলিকে এবার বিজেপি সমর্থন করুক।'

ন্যাশনাল স্কুল গেমসে সুযোগ রোহিতের

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসের উশু প্রতিযোগিতায় ৮০ কেজি বিভাগে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেল আলিপুরদুয়ারে কামাখ্যাগুড়ির রোহিত সরকার। আগামী ১৪ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত মণিপুরের ইম্ফলে অনুষ্ঠিত হবে ন্যাশনাল উশু চ্যাম্পিয়নশিপ।

কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া রোহিত গত বছর জম্মু-কাশ্মীরে আয়োজিত ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসের উশু চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৫ কেজি বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল। চলতি বছর ফের ন্যাশনাল স্কুল গেমসে রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাওয়ায় খুশি রোহিত। তার কথায়, 'খেলাধুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন হোক। অন্যান্য খেলার প্রতি যতটা নজর রয়েছে, উশু খেলার প্রতি সেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। কামাখ্যাগুড়িতে ক্রীড়া পরিকাঠামোর যথেষ্ট অভাব রয়েছে। উশুর জন্য খেলার মাঠ থাকলে সুবিধা হত।'

বছর দেড়েক আগে রোহিতের বাবা সঞ্জিত সরকার প্রয়াত হন। একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তির মৃত্যুর পর রোহিতদের সংসারে অভাব দেখা দেয়। যদিও তারপরেও খেলা ছাড়েনি রোহিত। রোহিতের মা পার্বতী রায় সরকারের কথায়, 'রোহিতের বাবার স্বপ্ন ছিল ছেলে খেলায় সাফল্য পাবে। সেটা বাস্তবায়িত হল। আগামীতে

রোহিত সরকার।

সরকারি সাহায্য পেলে ভালো হয়। তাহলে ও খেলা চালিয়ে যেতে পারবে।'

ন'বছর বয়স থেকে উশু প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে রোহিত। বাবা মারা যাওয়ার পর প্রশিক্ষণে কিছুটা বাধা আসে। যদিও সব বাধা অতিক্রম করে জাতীয় স্তরে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছে রোহিত। রোহিতের কোচ উৎপল রায় জানান, রোহিতের অধ্যবসায় ওকে এই সাফল্যে পৌঁছে দিয়েছে। ভবিষ্যতে ও আরও অনেক পদক জিতবে বলে তিনি আশাবাদী।

আপনার স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিন
প্রাথমিক লক্ষণগুলি উপেক্ষা করবেন না

আমাদের ইউরোলজি ও নেফ্রোলজি বিভাগ জটিল কিডনি ও ইউরিনারি সমস্যার জন্য উন্নত ও রোগীকেন্দ্রিক চিকিৎসা প্রদান করে। মাল্টিডিসিপ্লিনারি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট টিম এবং ডেডিকেটেড রেনাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের সহায়তায় আমরা সম্পূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করি।

ভরসাযোগ্য চিকিৎসা, সুস্থ জীবনের জন্য—গেটওয়েল।

উপলব্ধ পরিষেবা
- কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট
- SLEED (সাসটেইনড লো-এফিসিয়েন্সি ডেইলি ডায়ালাইসিস)
- CRRT (কন্টিনিউয়াস রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি)
- হেমোডায়াফিল্ট্রেশন ডায়ালাইসিস

Emergency
0353 660 3030

Neotia Getwel
Multispeciality Hospital
Uttorayon | Behind City Centre | Matigara | Siliguri

'মাদার কেয়ার'-এ ওপেন এমআরআই

বাগডোগরা, ১৩ ডিসেম্বর : উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রথম রোগী সহায়ক ওপেন এমআরআইয়ের উদ্বোধন করা হল। শনিবার আপার বাগডোগরায় 'মাদার কেয়ার সেন্টার'-এ প্রথম এই মেশিনটি বসল। এদিন অত্যাধুনিক ফুজি ফিল্মের এমআরআই মেশিনের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক মৃদুলা চট্টোপাধ্যায়, উপস্থিত ছিলেন মাদার কেয়ার সেন্টারের ডিরেক্টর ডাঃ রঞ্জিত ভগত, ফুজি ফিল্ম ইন্ডিয়ার তরফে এস হোন্ডা এবং আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা।

ডাঃ রঞ্জিত ভগত বলেন, 'গত ২০ বছর থেকে শিলিগুড়ির মহকুমা গ্রামীণ এলাকায় সুনামের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে আসছি।'

অ্যাডভেঞ্চার উৎসবের প্রস্তুতি ইয়েলবংয়ে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : পর্যটনের সুবাদে উত্তরবঙ্গ পর্যটকদের কাছে খুবই প্রিয়। গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এবারে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ট্যুরিজমকে তাঁদের মধ্যে আরও বেশি করে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নিয়েছে। পর্যটন মরশুমে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের দিকে নজর দিয়ে জিটিএ'র সহযোগিতায় ইয়েলবং অ্যাডভেঞ্চার ফেস্টিভাল আয়োজিত হতে চলেছে। কালিম্পংয়ের ইয়েলবং গ্রামে ৯ থেকে ১১ জানুয়ারি তিনদিনের এই উৎসব বসবে। বিগত দু'বছরের ব্যাপক সফলতার পর চলতি বছরও বড় করে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। কালিম্পং জেলা প্রশাসনও এই উৎসবের প্রচার শুরু করেছে।

জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, 'পর্যটকদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারে খুবই আগ্রহ রয়েছে। ইয়েলবং গ্রামটিতে অনেকরকম অ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা রয়েছে। তা পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার জন্যই এধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।' ইয়েলবং গ্রামের অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিস্ট ফ্যান্সিস রাই বললেন, 'গত বছরগুলির থেকেও চলতি বছর পর্যটকরা এখানে আরও বেশি করে অ্যাডভেঞ্চারে শামিল হতে পারবেন।'

শীতের মরশুমে প্রতিবছর দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক উত্তরবঙ্গ ঘুরতে আসেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকে। কীভাবে পাহাড়ে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ট্যুরিজমকে জনপ্রিয় করে তোলা যাবে সেজন্য প্যারাগ্লাইডিং থেকে কায়াকিং, স্নোরস্কেলিংয়ের মতো স্পোর্টসগুলোর দিকে নজর দিয়েছে জিটিএ। চলতি বছর বিভিন্ন জায়গায় প্যারাগ্লাইডিং চালুও করা হয়েছে। এই অ্যাডভেঞ্চারের গ্রাম হয়ে উঠেছে নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের কাছাকাছি অবস্থিত ইয়েলবং গ্রাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের

> পর্যটকদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারে খুবই আগ্রহ রয়েছে। ইয়েলবং গ্রামটিতে অনেকরকম অ্যাডভেঞ্চারের ব্যবস্থা রয়েছে। তা পর্যটকদের কাছে তুলে ধরার জন্যই এধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।
>
> **দাওয়া গ্যালপো শেরপা**
> *ফিল্ড ডিরেক্টর, জিটিএ-র পর্যটন বিভাগ*

পাশাপাশি অ্যাডভেঞ্চারে পরিপূর্ণ এই গ্রামটি। ঘন বনপথের মধ্যে দিয়ে রিভার ক্যানিয়ন ট্রেক করার সুযোগ এখানে রয়েছে। উত্তরবঙ্গের একমাত্র এই রিভার ক্যানিয়ন ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলে দিয়েছে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের মধ্যে। এছাড়াও জিপলাইনিং, র‍্যাপলিং রেইনবো ঝরনা দেখা, ফরেস্ট হাইকিং, রিভারসাইড ক্যাম্পিংয়ের সুযোগ এখানে রয়েছে।

একটা ছোট্ট গ্রামে এতকিছু সুযোগ একসঙ্গে থাকায় জায়গাটিকে পর্যটকদের কাছে ভালোভাবে তুলে ধরতে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের পাশাপাশি এখানে পাখি ও প্রজাপতি দেখার সুযোগও থাকছে। তৃতীয় বছরে পা রাখা এই উৎসবের মাধ্যমে একদিকে যেমন ইয়েলবংয়ের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ট্যুরিজমকে প্রচার করা হবে, পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি, লেপচা, নেপালি খাবারের সঙ্গেও যাতে পর্যটকরা পরিচিত হতে পারেন সে ব্যবস্থাও করা হবে।

উৎসবের মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যায় পর্যটকদের আকর্ষিত করা সম্ভব হলে এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হবে বলে জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। পর্যটকদের সুরক্ষার দিকে নজর দিয়ে প্রতিটি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের জন্য প্রশিক্ষিত গাইড নিয়োগ করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

একজন বাসিন্দা রবি শীল - কে 15.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 49H 26799 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই জয় আমাকে খুবই আনন্দিত করেছে। ডিয়ার লটারির এক কোটি টাকা আমার জীবনে নতুন আশা ও সুযোগ এনে দিয়েছে। ডিয়ার লটারি আর নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে এটি আমার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রক, ভারত সরকার
ভারতীয় মানক ব্যুরো ভারতের জাতীয় মানক সংস্থা

স্বীকৃত বিশুদ্ধতা
চিরন্তন আভিজাত্য

হলমার্ক
আপনার বিশুদ্ধতার আশ্বাস
বিআইএস কেয়ার অ্যাপে এইচইউআইডি যাচাই করুন

ভারতীয় মানক IS 2112 : 2025 অনুযায়ী রূপার গয়না এবং সামগ্রীর হলমার্কিং ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে

৮ বিলিয়ন ডলার দান করে তিনি বেছে নিয়েছিলেন সাধারণ জীবন। চাক ফিনির এই ‘গিভিং হোয়াইল লিভিং’ দর্শন আজ পথ দেখাচ্ছে গেটস থেকে প্রেমজিকে। দানবীর নামে খ্যাত মহাভারতের কর্ণ। জীবন বিপন্ন হবে জেনেও ইন্দ্রকে নিজের কবচ ও কুণ্ডল দিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁরাও যেন একই পথের শরিক। বিত্তের আস্ফালন নয়, সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে পৃথিবী বদলানোর এক রোমাঞ্চকর আখ্যান আজকের উত্তর সম্পাদকীয়তে।

আজকের দাতা কর্ণ

দীপংকর হালদার

সান ফ্রান্সিসকোর এক সাদামাঠা ভাড়াবাড়ি। জানলার ধারে বসে কফি খাচ্ছেন এক নবতিপর মানুষ। পরনে ইস্ত্রিহীন শার্ট, চোখে সস্তা ফ্রেমের চশমা, আর হাতে ১৫ ডলারের একটা ক্যাসিও ঘড়ি। কেউ দেখলে ভাববেন, হয়তো কোনও অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক বা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ। কিন্তু এই মানুষটির জীবনকাহিনী শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। ইনি চার্লস ‘চাক’ ফিনি। একসময় যিনি ছিলেন ‘ডিউটি ফ্রি শপার্স’-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, যার হাতের মুঠোয় ছিল অফুরান সম্পদ। অথচ ২০২৩ সালে যখন তিনি ৯২ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, তখন তাঁর পকেটে আর কানাকড়িও ছিল না। তিনি দেউলিয়া হননি, জুয়া খেলে সব হারাননি; তিনি সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় নিজেকে ‘দরিদ্র’ করেছেন।

আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্বে যেখানে সবাই আরও চাই, আরও চাই— এই ইঁদুর দৌড়ে মত্ত, সেখানে চাক ফিনি এবং তাঁর অনুসারীরা এক নতুন দর্শনের জন্ম দিয়েছেন। তার নাম— ‘গিভিং হোয়াইল লিভিং’ বা জীবদ্দশাতেই দান। মৃত্যুর পর উইলে সম্পত্তি দান করে যাওয়ার প্রথা ভেঙে, নিজের চোখের সামনেই উপার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার দেখে যাওয়ার এই যে আন্দোলন, তা আজ বিশ্বজুড়ে এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে।

দ্য সিক্রেট বিলিয়নিয়ার : এক অদ্ভুত জীবন

চাক ফিনির গল্পটা সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। আশির দশকে যখন তিনি ব্যবসায়িক সাফল্যের তুঙ্গে, তখন তাঁর মনে হল, ‘জুতো তো একজোড়াই পরব, তাহলে আলমারিতে দশ জোড়া সাজিয়ে রেখে লাভ কী?’ তিনি বিশ্বাস করতেন, সম্পদ মানুষের জীবনে কেবল তখনই অর্থবহ হয়, যখন তা অন্যের কাজে লাগে।

চাক ফিনি

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তিনি গোপনে দান করে গিয়েছেন। এতটাই গোপনে যে, তাঁর দান গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তিনি শর্ত দিতেন—কখনও তাঁর নাম প্রকাশ করা যাবে না। তাঁর নাম প্রকাশ পেলে তিনি অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দিতেন। এই অবিশ্বাস্য গোপনীয়তার জন্য তাঁকে বলা হত ‘ফিলানথ্রপির জেমস বন্ড’। ফোর্বস ম্যাগাজিন যখন বিশ্বের ধনীদের তালিকা তৈরি করত, তারা জানতই না যে ফিনির নামের পাশে থাকা বিলিয়ন ডলারের সম্পদ তিনি অনেক আগেই দান করে দিয়েছেন।

তিনি তাঁর ফাউন্ডেশন ‘দ্য আটলান্টিক ফিলানথ্রপিস’-এর মাধ্যমে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৬৬ হাজার কোটি টাকারও বেশি) দান করে গিয়েছেন। কোথায় গেল এই বিপুল অর্থ? ভিয়েতনামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুনর্গঠনে। দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার রক্ষায়। আয়ারল্যান্ডের ট্রিনিটি কলেজের উন্নয়নে। আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে।

ফিনির জীবনযাপন ছিল তাঁর দানের মতোই চমকপ্রদ। তিনি সবসময় ইকনমি ক্লাসে যাতায়াত করতেন। তাঁর যুক্তি ছিল, ‘প্লেনের সামনের সিট আর পেছনের সিট তো একই সময়ে গন্তব্যে পৌঁছায়।’ দামি রেস্তোরাঁর বদলে তিনি পছন্দ করতেন রাস্তার ধারের স্যান্ডউইচ। নিজের গাড়ি ছিল না, বাসে চড়তেন। ২০২০ সালে তিনি তাঁর ফাউন্ডেশনটি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেন, কারণ তাঁর সমস্ত টাকা দান করা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজের এবং স্ত্রীর শেষ জীবনের জন্য সামান্য কিছু অর্থ রেখে বাকিটা বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি বলেছিলেন, ‘জীবদ্দশায় দান করার আনন্দই আলাদা। মৃত্যুর পর তো আর দেখা যায় না টাকাটা কী কাজে লাগল।’

দ্য গিভিং প্লেজ : ধনকুবেরদের নতুন শপথ

ফিনির এই দর্শন শুধু তাঁর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন বিশ্বের দুই শীর্ষ ধনী— বিল গেটস এবং ওয়ারেন বাফেটকে। বাফেট একবার বলেছিলেন, ‘চাক ফিনি আমাদের সবার আদর্শ। তিনি যা করেছেন, আমরা হয়তো তা ভাবতেও ভয় পাই। তাঁর মতো মানুষ পৃথিবীতে বিরল।’

ফিনির অনুপ্রেরণাতেই ২০১০ সালে শুরু হয় ‘দ্য গিভিং প্লেজ’। এটি কোনও আইনি চুক্তি নয়, এটি একটি নৈতিক প্রতিশ্রুতি। বিশ্বের ধনকুবেররা এখানে প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় অথবা উইলে অন্তত তাঁদের সম্পত্তির অর্ধেক মানবকল্যাণে দান করে যাবেন।

ইভন চুইনার্ড

ম্যাককেনজি স্কট

আজ এই তালিকায় যুক্ত হয়েছেন মার্ক জুকেরবার্গ, এলন মাস্ক, এবং ম্যাকেনজি স্কটের মতো নাম। বিশেষ করে আমাজনের সহ প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের প্রাক্তন স্ত্রী, ম্যাকেনজি স্কটের দানের ধরন বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। ডিভোর্সের পর পাওয়া বিপুল অর্থের মালিক হয়ে তিনি চুপ করে বসে থাকেননি। তিনি গত কয়েক বছরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং নিঃশব্দে কয়েক বিলিয়ন ডলার দান করেছেন। তাঁর দানের বিশেষত্ব হল, তিনি বড় বড় ইমারত বা মিউজিয়াম তৈরিতে টাকা দেন না; তিনি টাকা দেন ছোট ছোট এনজিও, ফুড ব্যাংক এবং তৃণমূল স্তরের সংস্থাগুলোকে, যারা সত্যিই সমাজের গভীরে কাজ করছে। তিনি বিশ্বাস করেন, যারা মাঠে-ময়দানে কাজ করছে, টাকাটা তাদের হাতেই দেওয়া উচিত, এবং তাদের ওপর বিশ্বাস রাখা উচিত।

অন্যদিকে, প্যাটাগোনিয়া-র প্রতিষ্ঠাতা ইভন চুইনার্ড এক ধাপ এগিয়ে এক অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ৮৩ বছর বয়সে তিনি ঘোষণা করেন, তিনি তাঁর তিন বিলিয়ন ডলারের পুরো কোম্পানিটিই দান করে দিচ্ছেন। কোনও ব্যক্তিকে নয়, তিনি তাঁর কোম্পানি দান করেছেন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য গঠিত একটি ট্রাস্টকে। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি— ‘এখন থেকে পৃথিবীই আমাদের একমাত্র শেয়ারহোল্ডার’—আজ কর্পোরেট জগতের কাছে এক বড় ধাক্কা।

ভারতের দানবীররা : ঐতিহ্যের আধুনিক রূপ

দান বা পরোপকার ভারতীয় সংস্কৃতির রক্তে মিশে আছে। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে কূপ খনন, পাঠশালা তৈরি বা ক্ষুধার্তকে অন্নদানের প্রথা চলে আসছে। উনিশ শতকে টাটা গোষ্ঠী যে প্রাতিষ্ঠানিক দানের ধারা শুরু করেছিল, তা আজও ভারতের ফিলানথ্রপির মেরুদণ্ড। জামশেদজি টাটার দর্শন ছিল—সমাজের সম্পদ সমাজকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই ঐতিহ্য বহন করেই রতন টাটা আজীবন আড়ালে থেকে কাজ করে গিয়েছেন।

তবে একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নতুন প্রজন্মের শিল্পপতিরা দানের সংজ্ঞাকে আরও প্রসারিত করেছেন। তাঁরা শুধু চেক লিখছেন না, তাঁরা সমস্যার গভীরে গিয়ে সমাধানের চেষ্টা করছেন।

আজিম প্রেমজি : এক ঋষিপ্রতিম শিল্পপতি

আজিম প্রেমজি

ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি জগতের অন্যতম পুরোধা উইপ্রোর আজিম প্রেমজিকে নিঃসন্দেহে ভারতের ‘চাক ফিনি’ বলা চলে। তিনি তাঁর মোট সম্পত্তির এক বিশাল অংশ, প্রায় কয়েক লক্ষ কোটি টাকা, ইতিমধ্যেই দান করেছেন। এবং তিনি থেমে নেই। ‘আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন’-এর মাধ্যমে তিনি ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করছেন।

প্রেমজির দর্শন খুব পরিষ্কার। তিনি মনে করেন, তাঁর এই বিশাল সম্পদ ঈশ্বরের আশীর্বাদ নয়, বরং এটি একটি দায়িত্ব। তিনি একবার বলেছিলেন, ‘আমরা সম্পদের ট্রাস্টি মাত্র।’ তাঁর মা ছিলেন একজন চিকিৎসক, যিনি সারাজীবন গরিব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করেছেন। মায়ের সেই সেবার আদর্শই প্রেমজিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি ও তাঁর পরিবার অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেন, যাতে তাঁরা মাটির কাছাকাছি থাকতে পারেন।

শিব নাদার ও শিক্ষার বিপ্লব

এইচসিএল-এর প্রতিষ্ঠাতা শিব নাদার আর একজন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি বিশ্বাস করেন, ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে একমাত্র শিক্ষাই পারে বৈষম্য দূর করতে এবং মানুষের ক্ষমতায়ন করতে। তাঁর ‘শিব নাদার ফাউন্ডেশন’ বিশ্বমানের স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘বিদ্যাজ্ঞান’ স্কুলগুলোতে গ্রামের মেধাবী কিন্তু দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ পায়। শিব নাদারের লক্ষ্য—গ্রামের ছেলেমেয়েদের এমনভাবে তৈরি করা যাতে তারা আগামীর নেতা হতে পারে। তিনি একে বলেন ‘ক্রিয়েটিভ ফিলানথ্রপি’ বা সৃজনশীল জনহিতৈষণা।

শিব নাদার

নিখিল কামাত : নতুন প্রজন্মের বার্তা

নিখিল কামাত

ভারতের কনিষ্ঠতম বিলিয়নিয়ার, জিরোধা-র সহ প্রতিষ্ঠাতা নিখিল কামাত সম্প্রতি ‘দ্য গিভিং প্লেজ’-এ স্বাক্ষর করেছেন। মাত্র ৩৫-৩৬ বছর বয়সে তিনি তাঁর সম্পত্তির বড় অংশ দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভারতের তরুণ প্রজন্মের কাছে এক বড় বার্তা। তিনি দেখাচ্ছেন যে, দান করার জন্য বৃদ্ধ হওয়ার দরকার নেই; সাফল্যের শুরু থেকেই সমাজের কথা ভাবা যায়।

আলমা ম্যাটার : শেকড়ের টানে ফেরা

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় ফিলানথ্রপিতে একটি চমৎকার ও আবেগঘন প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে— নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা ‘আলমা ম্যাটার’-কে ফিরিয়ে দেওয়া। যারা একসময় যে প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে আজ সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছেন, তাঁরা এখন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সেই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বিশাল অঙ্কের অনুদান দিচ্ছেন। আমেরিকায় হার্ভার্ড বা স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় চলে প্রাক্তন ছাত্রদের অনুদানে। ভারতেও এখন সেই হাওয়া লেগেছে।

নন্দন নিলেকানি

রাকেশ গাঙ্গওয়াল

রোহিনী নিলেকানি

সুব্রত বাগচী এবং তাঁর স্ত্রী সুস্মিতা বাগচী

ইনফোসিসের সহ প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকানি আইআইটি বম্বের প্রাক্তনী। ঠিক ৫০ বছর আগে তিনি এই ক্যাম্পাসে পা রেখেছিলেন। সেই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে ২০২৩ সালে তিনি তাঁর প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ৩১৫ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। এর আগেও তিনি ৮৫ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। তাঁর এই অনুদান গবেষণাগার তৈরি, হস্টেল উন্নয়ন এবং নতুন স্টার্ট-আপ ইকোসিস্টেম তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি চান, ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যেন বিশ্বের সেরা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

মাইন্ডট্রি-র সহপ্রতিষ্ঠাতা সুব্রত বাগচী এবং তাঁর স্ত্রী সুস্মিতা বাগচী আইআইএসসি বেঙ্গালুরুতে একটি মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল এবং স্নাতকোত্তর মেডিকেল স্কুল তৈরির জন্য ৪২৫ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। ওড়িশার এক সাধারণ সরকারি চাকরিজীবীর সন্তান সুব্রত বাগচী সবসময় বিশ্বাস করেন, ‘সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার জিনিস নয়।’

ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের সহ প্রতিষ্ঠাতা রাকেশ গাঙ্গওয়াল আইআইটি কানপুরকে ১০০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন মেডিকেল সায়েন্স এবং টেকনলজি স্কুল তৈরির জন্য। ইনফোসিসের আরেক সহ প্রতিষ্ঠাতা ক্রিস গোপালকৃষ্ণান ব্রেন রিসার্চ বা মস্তিষ্ক গবেষণার জন্য আইআইএসসি-তে ৭৫ কোটি টাকা দিয়ে গবেষণাকেন্দ্র তৈরি করেছেন। বার্ধক্যজনিত রোগ যেমন আলজাইমার্স বা ডিমেনশিয়া নিয়ে সেখানে বিশ্বমানের গবেষণা চলছে।

এই প্রবণতা প্রমাণ করে যে, ভারতের ধনীরা এখন বুঝতে পারছেন, দেশের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি অনুদানের বাইরেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। তাঁরা চাইছেন তাঁদের দেওয়া অর্থে তৈরি হোক আগামীদিনের বিজ্ঞানী, গবেষক এবং সমাজ নেতারা।

দানের জগতে নারীদের ভূমিকাও আজ অগ্রগণ্য। রোহিনী নিলেকানি নিজে একজন সমাজকর্মী এবং লেখিকা। তিনি তাঁর ‘রোহিনী নিলেকানি ফিলানথ্রপিস’-এর মাধ্যমে পরিবেশ, জল এবং লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে কাজ করছেন। তাঁর দর্শন হল— ‘সমাজ, সরকার এবং বাজার’। তিনি মনে করেন, ভালো কাজের জন্য এই তিন শক্তির ভারসাম্য দরকার। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকা দান করেছেন এবং অন্য নারীদেরও এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করছেন।

কেন এই পরিবর্তন? শূন্যতাই যখন পূর্ণতা

প্রশ্ন জাগতে পারে, হঠাৎ কেন এই পরিবর্তন? কেন এই বিলিয়নিয়াররা তাঁদের হাড়ভাঙা খাটুনির টাকা এভাবেই বিলিয়ে দিচ্ছেন? এর উত্তরে উঠে আসে কয়েকটি মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক কারণ:

১. উত্তরাধিকারের বোঝা না রাখা : চাক ফিনি বা বিল গেটস মনে করেন, সন্তানদের জন্য পাহাড়প্রমাণ সম্পদ রেখে যাওয়া আসলে তাদের ক্ষতি করা। এতে তাদের কর্মস্পৃহা নষ্ট হয়, তারা অলস হয়ে পড়ে। ওয়ারেন বাফেটের সেই বিখ্যাত উক্তিটি এখানে প্রণিধানযোগ্য— ‘সন্তানদের জন্য ততটাই রেখে যাও যাতে তারা মনে করে তারা যে কোনও কিছু করতে পারে, কিন্তু এতটাই বেশি রেখো না যাতে তারা মনে করে তাদের কিছুই করার দরকার নেই।’

২. জীবদ্দশায় প্রভাব দেখা : মৃত্যুর পর ট্রাস্ট কী করবে, বা টাকাটা ঠিকমতো খরচ হবে কি না, সেই দুশ্চিন্তার চেয়ে নিজের চোখে সমাজের পরিবর্তন দেখার আনন্দ অনেক বেশি। আজিম প্রেমজি যখন গ্রামের কোনও স্কুলে গিয়ে দেখেন তাঁর দেওয়া টাকায় বাচ্চারা কম্পিউটার শিখছে, তখন যে তৃপ্তি তিনি পান, তা কোনও ব্যালেন্স শিট দিতে পারে না।

৩. সামাজিক দায়বদ্ধতা ও আনন্দ : আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলছে, টাকা উপার্জনে একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সুখ বাড়ে, তারপর তা আর সুখ দিতে পারে না। একে বলা হয় ‘হেডোনিক ট্রেডমিল’। কিন্তু দেওয়ার আনন্দ অফুরান।

চাক ফিনি যখন মারা যান, তখন সান ফ্রান্সিসকোর সেই ছোট ফ্ল্যাটে হয়তো অনেক কিছুই ছিল না। কোনও সোনার মেডেল ছিল না, কোনও রাজপ্রাসাদের চাবি ছিল না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে তিনি বেঁচে আছেন। ভিয়েতনামের যে শিশুটি তাঁর টাকায় হার্ট সার্জারি করিয়ে বেঁচে উঠেছে, কিংবা আয়ারল্যান্ডের যে ছাত্রটি স্কলারশিপ পেয়ে বিজ্ঞানী হয়েছে—তাদের প্রার্থনায় তিনি অমর।

আজকের ভারত এবং বিশ্বের নতুন ধনীরা সেই পথেই হাঁটছেন। কেউ শিক্ষার আলো জ্বেলে, কেউবা মারণ রোগের প্রতিষেধক গবেষণায় টাকা ঢেলে, আবার কেউ নিজের বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বসেরা করার স্বপ্নে। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, কাফনের কাপড়ে পকেট থাকে না। তাই যতটুকু সময় হাতে আছে, তার মধ্যেই পৃথিবীটাকে একটু বাসযোগ্য করে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা।

শিকড়কে মনে রাখা আর সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়ার এই সংস্কৃতি যদি বজায় থাকে, তবে হয়তো একদিন পৃথিবী থেকে ক্ষুধা, অশিক্ষা আর বঞ্চনার অন্ধকার দূর হবে। আর সেটাই হবে এই মহানুভব মানুষগুলোর জীবনের সেরা বিনিয়োগ। চাক ফিনি হয়তো আজ আর নেই, কিন্তু তাঁর জ্বালানো মশালটি আজ হাজারো হাতে ঘুরছে— এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে।

(লেখক পেশায় অর্থনীতিবিদ)

তিন দানবীর।। বিল গেটস, মেলিন্ডা গেটস ও ওয়ারেন বাফেট।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

শিশুদের মন বুঝতে কথা

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : বছর তেরোর ছেলেটাকে যখন হোমে আনা হয়েছিল, তখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ছোট ভাইকে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার। মনমরা ছেলেটা হোমেও বিশেষ কারও সঙ্গে কথা বলত না। প্রায় আট বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী হোম ভিজিটে এসে তার গল্প শুনে চমকে উঠেছিলেন। শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের হলঘরে আয়োজিত সেমিনারে সেই গল্পই শোনালেন উপদেষ্টা। এদিন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের তরফে ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত সেমিনারে 'চাইল্ড সেন্ট্রিক পলিসিং অ্যান্ড সেনসিটিভ ইনভেস্টিগেশন আন্ডার পকসো অ্যাক্ট ২০১২' নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিতরা।

কথা বলার মাঝে উপদেষ্টাকে ওই নাবালক বলে, 'কভি কিসেনে মুঝে প্যায়ার নেহি কিয়া।' কেন এমন বলল? কীসের দুঃখ তার? জানতে পারেন, বাচ্চাটির বাবা মদ্যপ অবস্থায় তার মাকে প্রতিদিন মারধর করত, তারই চোখের সামনে। এরপর একদিন তার মা গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি। চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ছেলেটি জানায়, সেই ঘটনার পর থেকে তার মনে ক্ষোভ জন্মায় সবার প্রতি। সে মনে করত, ঠিক সময়ে মাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়তো তিনি বেঁচে যেতেন। এরপর তার বাবা আবার বিয়ে করে। তাদের একটি ছেলেও হয়। কিন্তু বাবা-মায়ের ভালোবাসা থেকে সে ক্রমাগত বঞ্চিত হতে থাকে। তার কথায়, 'একদিন আমি অসুস্থ থাকার পরেও বাবা মেরে কাজে পাঠায় টাকা রোজগারের জন্য। বাইরে ভাই দাঁড়িয়ে হাসছিল। রেগে ভাইকে চড় মারি আর ভাই মরে যায়। আমি ভাইকে মেরে ফেলতে চাইনি।'

আরেকটি ঘটনার কথাও শোনালেন উপদেষ্টা। প্রতিবেশী নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় বছর চোদ্দোর এক কিশোরকে পুলিশ থানায় তুলে নিয়ে এসে অকথ্য অত্যাচার করে বলে অভিযোগ। নগ্ন করে যৌনাঙ্গে ইট ঝুলিয়ে ঘোরানো হয়েছিল। থানায় নাকি তার সঙ্গে বর্বর আচরণ করা হয়। পরবর্তীতে কমিশনের কাছে নথি আসায় দেখা যায় সে নাবালক। পরে তাকে হোমে রাখা হয়। এসব ঘটনা তুলে ধরে পুলিশকে সতর্ক করল রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন।

পকসো নিয়ে আলোচনা। শনিবার জলপাইগুড়িতে।

অভিযোগ, অনেকসময় ঘটনার গভীরে না গিয়ে অভিযোগের ভিত্তিতে চার্জশিট দাখিল করে দিচ্ছে পুলিশ। পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে, অনেকক্ষেত্রেই নাবালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ধোপে ঠিকছে না কিংবা পেছনের কারণ অনেক গভীরে। এরপরে তিনি উপস্থিত পুলিশদের উদ্দেশে বলেন, 'বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু ওদের মতো করে কথা বলুন। তা না হলে ওদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে চলে যাবে।' এদিন সেমিনারের প্রশ্নোত্তর পর্বে পুলিশের একাংশের তরফে উঠে আসে ভিক্টিমদের শারীরিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন।

কালিম্পংয়ের এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শারীরিক পরীক্ষা করানো উচিত। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও তা হয় না। কখনও তিন থেকে চারদিন পর হয়, এতে প্রমাণ নষ্ট হয়ে যায়। জলপাইগুড়ির সিডিব্লউসির চেয়ারম্যান মান্না মুখোপাধ্যায় কালিম্পংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

বিজেপিকে সমর্থনের বার্তা অনীতের

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে গোর্খাল্যান্ড বিল পাশ করালে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেবে না ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)। শনিবার গরুবাথানে বিজিপিএমের সভাপতি তথা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'গোর্খাল্যান্ড বিল পাশ হয়ে গেলে আমরা আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপিকেই সমর্থন করব।'

যদিও অনীতের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'অনীত নিজের কাজটা করুন, তাহলেই হবে।'

এদিন গরুবাথানে জিটিএ-র তরফে বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস করেন অনীত। সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে পাহাড়বাসীকে ধোঁকা দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। তাঁর মতে, ''বিজেপি বারবার ভোটের আগে পাহাড়ের মানুষকে গোর্খাল্যান্ডের আশ্বাস দিয়ে ভোটে জিতেছে। আর ভোট পেরোতেই পালিয়ে গিয়েছে। আবার ভোট আসছে, আবার বিজেপি 'গোর্খাল্যান্ড'-এর আশ্বাস নিয়ে হাজির হবে। তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।''

সচেতনতা

চোপড়া, ১৩ ডিসেম্বর : শনিবার সোনাপুর হাটে কৃষকদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) প্রিয়নাথ দাস, ইসলামপুর মহকুমা কৃষি অধিকারিক ডঃ মেহেফুজ আহমেদ, ব্লক কৃষি অধিকর্তা মৌমিতা বরুয়া প্রমুখ। মহকুমা কৃষি আধিকারিক বলেন, 'গত দু'দিন ধরে চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় সারের দোকান পরিদর্শন শুরু হয়েছে। সারের গুণগতমান খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিয়মিত এই ধরনের অভিযান চলবে।'

জখম ২

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ ডিসেম্বর : সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন দুই বাইক আরোহী। ঘটনাটি শনিবার ফাঁসিদেওয়ার ধামনাগছ এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটেছে। আহতের নাম সাজনা বেগম এবং মহম্মদ সাইদুল। তাঁরা বাইকে করে যাওয়ার সময় একটি চার চাকা গাড়ি পেছন থেকে তাঁদের বাইকে ধাক্কা দেয়। তাঁরা ছিটকে পড়ে যান। পথচলতি একজন গাড়ি দাঁড় করিয়ে জখমদের ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সাজনা বেগমের উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সখ্য।। *শনিবার জলপাইগুড়ির দিনবাজারে শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

হেলমেট ছাড়া ঝুঁকির যাত্রা

পুলিশি অভিযানের পরেও ডোন্ট কেয়ার ভাব

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : ইস্টার্ন বাইপাসে পথ দুর্ঘটনায় স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যুর পরেও সাধারণ মানুষের হুঁশ যে ফেরেনি, শনিবার শহরের রাস্তাঘাটে হেলমেটহীন বাইকচালকদের ছবি সেই কথাটাই যেন বলে দিল। শুধু যে হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো হচ্ছে এমন নয়। ডাবল সিটের বাইকে তিনজনকে হেলমেট ছাড়া অবস্থায় দেখা গিয়েছে।

ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের আশিঘর সাব-আউটপোস্ট সংলগ্ন বাণেশ্বর মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা সিভিক ভলান্টিয়ারদের সামনে দিয়ে চ্যালেঞ্জ ছাড়াই বাইক, স্কুটারে হেলমেটহীন যেতে দেখা গেল কয়েকজনকে। হেলমেট ছাড়া বাইক চালাচ্ছেন কেন? প্রশ্ন করতেই বাইকচালকদের মধ্যে দু'একজন বললেন, 'কিছুক্ষণের জন্য বাড়ির বাইরে বের হয়েছিলাম। তাই হেলমেট পরিনি।'

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বললেন, 'সকলের জানা রয়েছে, হেলমেট ছাড়া বাইক-স্কুটার চালানো উচিত নয়। তবুও কিছু মানুষ এমনটা করছেন। শুক্রবার মেট্রোপলিটান পুলিশ এলাকায় বিশেষ অভিযান করে তিন লক্ষ আট হাজার টাকার ফাইন করেছি। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ফাইন কাটা ট্রাফিক পুলিশের লক্ষ্য নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় তারপরেও সচেতন হচ্ছেন না অনেকে।'

সপ্তাহ দুয়েক আগে ইস্টার্ন বাইপাসের বাণেশ্বর মোড়ের কাছে এক স্কুল পড়ুয়ার মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। হেলমেট না থাকার কারণেই দুর্ঘটনায় পড়ুয়ার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ ওঠে। যদিও রাস্তা দখলের কারণেই দুর্ঘটনা বাড়ছে বলে অভিযোগ করেন সাধারণ মানুষ। এরপরেই একদিকে যেমন রাস্তা দখলমুক্ত করতে পথে নামে পুলিশ। ঠিক একইভাবে হেলমেট ছাড়া বাইক, স্কুটার চালানোর অভিযোগে লাগাতার ফাইন করা হয়। বাচ্চাকে বাইক বা স্কুটারে চাপালে তাকেও যে হেলমেট পরাতে হবে এই প্রচারও করে পুলিশ। বাচ্চাদের হেলমেট বিলিও করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তারপরেও ছবিটা বদলায়নি।

> সকলের জানা রয়েছে, হেলমেট ছাড়া বাইক-স্কুটার চালানো উচিত নয়। তবুও কিছু মানুষ এমনটা করছেন।
>
> **রাকেশ সিং,** *ডিসিপি (পূর্ব) শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ*

এদিন ডাম্পিং গ্রাউন্ড মোড় হয়ে ইস্টার্ন বাইপাসে যেতেই নজরে পড়ল এক ব্যক্তি স্কুটারে করে মাথায়

হেলমেট ছাড়া বাইকে যাতায়াত। বাণেশ্বর মোড়ে। -সংবাদচিত্র

হেলমেট ছাড়া অবস্থাতেই উলটো লেন ধরে যাচ্ছেন। হেলমেট ছাড়া অবস্থায় এভাবে যাচ্ছিলেন কেন? উত্তর এল, 'সামনের হোটেলে যাচ্ছি। রাস্তাও ফাঁকা রয়েছে। সেকারণে একটু রং রুটে এলাম।'

অবাক ঘটনা, প্রায় তিরিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলেও স্কুটার, বাইকে থাকা কোনও শিশুর মাথাতেই হেলমেট নজরে পড়েনি। স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে বাইকে করে যাচ্ছিলেন হিমাদ্রি দাস। তিনজনের মাথাতেই কোনও হেলমেট নেই। হিমাদ্রির জবাব, 'ভুল হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়বার এই ভুল হবে না।' আসলে গত কয়েকদিনে ফাইন বা প্রচার করা হলেও, একশ্রেণির মানুষের কাছে যে কোনও বার্তা পৌঁছায়নি এদিনের ছবি থেকে সেই বিষয়টাই পরিষ্কার।

খাঁচা পাতার দাবিতে বিক্ষোভ

নকশালবাড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : চিতাবাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচতে বাগানে খাঁচা পাতার দাবিতে বিক্ষোভ চা শ্রমিকদের। শনিবার নকশালবাড়ির জাবরা চা বাগানের শ্রমিকরা বন দপ্তরের বিট অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। এদিন কার্সিয়াং ডিভিশনের পানিঘাটা রেঞ্জের অন্তর্গত কলাবাড়ি বিট অফিসও ঘেরাও করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান জাবরা চা বাগানের শ্রমিকরা। গত দু'দিনে বুনোশুয়োর এবং চিতাবাঘের হানায় বাগানের একজন শ্রমিক আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং একাধিক গোরু, ছাগল মারা গিয়েছে। বাগানে কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন অনেকেই।

বিক্ষোভ না ওঠায় পানিঘাটা থেকে রেঞ্জ অফিসার প্রণবকুমার দাস কলাবাড়ি বিট অফিসে আসেন এবং শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। রেঞ্জ অফিসারের আশ্বাসেই শ্রমিকরা বিক্ষোভ তুলে নেন। জাবরা চা বাগানে

জাবরা চা বাগান

প্রায় ২০০-র উপরে শ্রমিক রয়েছেন। অধিকাংশ এলাকাই জঙ্গল লাগোয়া। এদিন জাবরা চা বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রাকেশ চক্রবর্তী বিক্ষোভে শামিল হন। তিনি বলেন, 'বন দপ্তরের গাফিলতির জেরে বাগানের কাজে প্রচুর সমস্যা হচ্ছে। কোনও শ্রমিকই সুরক্ষা ছাড়া বাগানের কাজে যেতে চাইছেন না। আমরা একাধিকবার বন দপ্তরকে বাগানের পক্ষ থেকে চিঠি করেছি। কিন্তু তাদের কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি। একজন শ্রমিক আহত রয়েছেন। প্রতিদিন বাগানের শ্রমিক মহল্লা থেকে গোরু, ছাগল গায়েব হচ্ছে।'

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক বলেন, 'আমরা রেঞ্জ অফিসারের থেকে খাঁচা পাতার লিখিত আশ্বাস নিয়েছি। এর পরে বাগানে শ্রমিকদের সঙ্গে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকলে তার দায়িত্ব বন দপ্তরকে নিতে হবে।

রেঞ্জ অফিসার প্রণবকুমার দাস বলেন, 'জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় খাঁচা বসানোর নিয়ম নেই। আমরা খাঁচা বসানোর অনুমতি চেয়ে ডিএফও-কে চিঠি দেব। সেখান থেকে অনুমতি এলেই বসানো হবে। তবে আপাতত ওই এলাকাগুলিতে টহলদারি বাড়ানো হবে।'

কাটমানি নিয়ে কাঠগড়ায় পদ্ম

ক্ষতিপূরণ থেকে টাকা আদায়

ধূপগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন তাঁরই এলাকায়। আর তাঁকে ভাগ না দিলে চলে! ফের কাটমানি দিয়ে দুর্যোগের ক্ষতিপূরণ পাইয়ে দেওয়ার ঘটনায় সরব হলেন বাসিন্দারা। যা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। এবারের ঘটনাস্থল বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দামবাড়ি, বালাপাড়া। কাঠগড়ায় স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য। যদিও টাকা নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি।

বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আবু তাহের বললেন, 'কয়েকদিন ধরেই এমন কিছু মৌখিক অভিযোগ উঠে আসছে। প্রশাসনিকভাবে অভ্যন্তরীণ খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। এরপর ব্লক এবং মহকুমা প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হবে।' ৫ অক্টোবরের বিপর্যয়ে জলঢাকা নদীর জল ঢুকে দামবাড়ি এবং সংলগ্ন এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। সমীক্ষার পর সেখানকার ক্ষতিগ্রস্তদের অ্যাকাউন্টে ৩৫ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়। এরই মধ্যে স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি নেতা দুর্গতদের থেকে ১০ হাজার টাকা করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ।

দামবাড়ির বাসিন্দা শিখা শিকদারের কথায়, 'পঞ্চায়েত সদস্যার সঙ্গেই কয়েকজন এসেছিল। ওরা দশ হাজার টাকা করে নিয়ে গিয়েছে। পরে শুনি, ওটা আমাদেরই প্রাপ্য টাকা। কিন্তু মিথ্যা বলে টাকা আদায় করে নিয়ে গিয়েছে। ওই টাকাটা ফেরত দিলে অনেক কাজে লাগবে।'

এলাকার আরেক বাসিন্দা সরস্বতী শিকদারও জানালেন একই অভিযোগ। তাঁর অ্যাকাউন্টে ঢোকা ৩৫ হাজার টাকার মধ্যে ১০ হাজার টাকা কাটমানি নিয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। টাকা না দিলে নাকি পরের কিস্তির টাকা ঢুকবে না বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এক-দুজন নয়, একাধিক ক্ষতিগ্রস্তর থেকেই টাকা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় সদস্যার স্বামীর নামও উঠেছে।

অন্যদিকে, কাটমানি নেওয়ার কথা পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যা। তাঁর সাফাই, 'মানুষ এখন এইসব বলবেই। কিন্তু কোনও টাকাই নেওয়া হয়নি।'

অনেকটা একই অভিযোগ উঠেছিল ধূপগুড়ির বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পারকুমলাইয়ে। সেখানে অবশ্য কাঠগড়ায় উঠেছিলেন এলাকার নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য আফতারউদ্দিন মিয়াঁ। অভিযোগ, পঞ্চায়েত সদস্যকে পাঁচ হাজার টাকা করে 'কাটমানি' দিতে হয়েছে এলাকাবাসীকে। এদিকে, বিভিন্ন পঞ্চায়েতে বারবার ক্ষতিগ্রস্তদের থেকে কাটমানি তোলার ইস্যুতে সরব হয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

রাজনৈতিক তর্জা

বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দামবাড়ি, বালাপাড়ায় অক্টোবরের বিপর্যয়ে ক্ষয়ক্ষতি হয়

সেখানকার বাসিন্দাদের অ্যাকাউন্টে ৩৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ঢোকে

অভিযোগ, সেখান থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে যান স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা

তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, 'দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে না পারলেও তাঁদের ক্ষতিপূরণের টাকা হাতানো উচিত হয়নি। অবিলম্বে টাকা ফেরত দেওয়া হোক, নাহলে প্রশাসনের কাছে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করব।' তাঁর মতে, এভাবে দুর্গতদের সঙ্গে প্রতারণা করা উচিত নয়।

বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মানতে চাননি বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির বিরোধী দল নেতা আশিস কর্মকার। পুরো ঘটনায় রাজ্যের শাসকদলের চক্রান্ত এবং দলীয় সদস্যাকে চাপে ফেলে বদনামের চেষ্টা বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'ঘটনা তেমনভাবে কিছু জানা নেই। তবে পুরোটা খতিয়ে দেখা হবে।'

মেডিকেলের সামনের রাস্তায় জমে নর্দমার জল

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মূল গেটের সামনের রাস্তার উলটোদিকে জমে রয়েছে নর্দমার নোংরা জল। প্রতিদিন কয়েকশো রোগী, তাঁদের পরিবারের সদস্য ও সাধারণ মানুষকে এই নোংরা জলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। দুর্গন্ধে কেউ কেউ নাকে রুমাল চাপা দিচ্ছেন।

এবিষয়ে মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকার বলেন, 'বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগের। নর্দমাটি এশিয়ান হাইওয়ের আওতাধীন। এবিষয়ে তাদের একটি চিঠি দিয়েছি।'

ওই রাস্তার পাশে বেশ কিছু ওষুধের ও খাবারের দোকানও রয়েছে। ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে দোকানের সামনে ইট পেতে দিয়েছেন যাতে ক্রেতাদের নোংরা জলে পা না দিতে হয়। স্থানীয়রা প্রশাসনের কাছে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা দীপ্তিমান রায় বলেন, 'নর্দমার জল উপচে রাস্তায় জমে থাকার ফলে দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। এই দুর্গন্ধে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে যাবে। এছাড়াও সারাদিন এই রাস্তা দিয়ে একাধিক গাড়ি যাতায়াত করে। তখন ওই নোংরা জল ছিটে মানুষের গায়ে লাগে। এর থেকে রোগব্যাধি ছড়াতে পারে।'

পড়তে ব্যস্ত।। *শনিবার ইসলামপুরের বিহার মোড়ে রাজু দাসের ক্যামেরায়।*

পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি, ধৃত তরুণ

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : নৌকাঘাট মোড়ে যত্রতত্র যানবাহনের পার্কিং রুখতে ট্রাফিক পুলিশের তরফে ব্যবসায়ীদের অনেকবার সতর্ক করা হয়েছে। সেখানেই এবার পার্কিং নিয়ে পুলিশকর্মীর সঙ্গে প্রথমে বচসা পরে হাতাহাতির ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেন এক ব্যক্তি। ঘটনার জেরে শুক্রবার রাতে নৌকাঘাট মোড় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এক পুলিশকর্মীকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা শুভ দাস নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে এনজেপি থানার পুলিশ রাতে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে শনিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'মারামারির ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

নৌকাঘাট মোড় এলাকায় অবৈধভাবে রাস্তার পাশ দিয়ে বেশকিছু দোকানপাট গজিয়ে উঠেছে। রাস্তার পাশের ফাস্ট ফুডের দোকানগুলির সামনে সন্ধ্যার পর চার চাকার গাড়ি, বাইক ও স্কুটি বিপজ্জনকভাবে পার্ক করে রাখা হয়। যার জেরে ব্যস্ততম নৌকাঘাট মোড়ে প্রায়শই দুর্ঘটনা লেগে থাকে। শহরজুড়ে অবৈধ পার্কিং এবং ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে পুলিশ লাগাতার অভিযান করছে। শুক্রবার রাতে ট্রাফিক পুলিশ নৌকাঘাট মোড়ে দোকানদারদের পার্কিং নিয়ে সতর্ক করেছে। নৌকাঘাট মোড়ে যেখানে জলপাইগুড়ির দিকে যাওয়ার বাসগুলি এসে দাঁড়ায় সেখানে পুলিশকর্মীরা একটি মোমোর দোকানের সামনে পার্কিং নিয়ে সতর্ক করছিল। স্থানীয়রা জানান, সেই দোকানে বন্ধুকে নিয়ে ওই ব্যক্তি এসেছিলেন। সেখানে তিনি পার্কিং নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এমনকী এক পুলিশকর্মীর ওপর চড়াও হন। দুজনের ধস্তাধস্তিতে ধাক্কা লেগে দোকানের খাবার সামগ্রী পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। সুযোগ বুঝে ওই ব্যক্তির বন্ধু সেখান থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু ওই ব্যক্তিকে পুলিশ ধরে ফেলে। এদিকে, খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ এসে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

> মারামারির ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।
>
> **কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ**
> *ডিসিপি (ট্রাফিক) শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ*

নৌকাঘাট মোড়ে নতুন করে রাস্তার পাশে সরকারি জায়গার ওপর দোকান গজিয়ে উঠছে। অভিযোগ, এলাকার শাসকদলের নেতাদের মদতে কারবার চলছে। পুলিশের তরফে বহুদিন আগে অভিযান চালিয়ে সেই দোকান সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নতুন করে আর দোকান গজিয়ে ওঠে। নৌকাঘাট মোড়ে দোকানদার সন্দীপ মণ্ডল, বিকাশ দাসদের কথায়, 'ক্রেতাদের ঠিক করে যানবাহন পার্ক করে রাখার কথা বললেও তাঁরা রাখেন না। সেই কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ দোকানদারদের সতর্ক করেছে। কিন্তু বাইরে থেকে ওই ব্যক্তি গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন।'

ট্যাংকারের দৌরাত্ম্যে রাস্তা ভেঙে চৌচির

নাগরিক সমস্যা

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : তেলের ট্যাংকার আর ডাম্পারের দাপাদাপিতে রাস্তা ভেঙে চৌচির। পিচের চাদর আর অবশিষ্ট নেই বললেই চলে। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়িভাসার সেই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়েই চলাচল করতে হয় এলাকাবাসীকে। ঝুঁকি নিয়ে ভবেশ মোড় থেকে বাঁশবাড়ি হয়ে রেলগেট পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার পথ দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। তবে রাস্তাটি সংস্কারের কারও হেলদোল নেই বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, তিন-চার বছর ধরে রাস্তাটি সংস্কার করা হয়নি। তবে সেই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়েই দিনরাত ছুটে চলেছে একের পর এক তেলের ট্যাংকার। আর রাস্তার এই হালে বিপাকে পড়েছেন স্থানীয়রা। একটি সংস্থা বাঁশবাড়ি এলাকায় তেলের ট্যাংকারের পার্কিং জোন তৈরি করেছে। সেখানে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে ভাড়ার বিনিময়ে ট্যাংকার দাঁড় করাতে দেওয়া হয়। এই কারণেই রাস্তার আরও করুণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এবড়োখেবড়ো এই রাস্তায় প্রায় দিনই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীর অভিযোগ, তবু রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।

স্থানীয় বাসিন্দা মানিক দে বললেন, 'বাঁশবাড়িতে তেলের গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা থাকায় প্রত্যেকদিন এই রাস্তা দিয়ে ১২ চাকা, ১৮ চাকার ট্যাংকার চলাচল করছে। এই রাস্তাটি আগে ভালোই ছিল। কিন্তু এখন এত বড় বড় গাড়ি যাতায়াত করায় শোচনীয় দশা হয়ে গিয়েছে।'

প্রায় দুই কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার কোথাও বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে, কোথাও

ভাঙাচোরা রাস্তায় ঝুঁকির নিত্য যাতায়াত। -সংবাদচিত্র

আবার পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ট্যাংকার চলাচলের ফলে ধুলো উড়ছে পুরো রাস্তাতেই। ধুলো মেখেই আসা-যাওয়া করতে হয় স্থানীয় স্কুলের পড়ুয়াদের। গ্রামের রাস্তায় যেন ট্যাংকার, ডাম্পার বা বড় ধরনের গাড়ি না চলে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট সরকারি নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু সমস্ত নির্দেশ উপেক্ষা করেই ওই রাস্তা দিয়ে দিনরাত তেলের ট্যাংকার দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। অবাধে চলছে বালি-পাথর বোঝাই ডাম্পারও।

তেলের ট্যাংকারের পার্কিং জোন অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু তাতে আমল দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। ভবেশ মোড়ের ব্যবসায়ী রাকেশ রায়ের কথায়, 'রাস্তাটি একেই চাপা, তার ওপর বড় বড় গাড়ি চলছে। এতে সমস্যা আরও বাড়ছে। পার্কিং জোন সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকবার বলা হয়েছে। কিন্তু কেউ পাত্তাই দেয় না।' বাঁশবাড়ির প্রীতম বিশ্বাস অবশ্য বলছেন, 'এখানে পার্কিং জোন তৈরি হওয়ায় আমি ও আমার মতো আরও অনেকের কর্মসংস্থান হয়েছে।'

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার বলছিলেন, 'এই রাস্তাটি অনেকদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। টাকার অভাবে সংস্কার করতে পারছি না। তবে বিষয়টি আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে জানানো হয়েছে।' পার্কিং জোন সরানো নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে কথা বলার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

টুকরো খবর

জাতীয় সড়কে আহত দুই

চোপড়া, ১৩ ডিসেম্বর : চোপড়া থানার সোনাপুর তিনমাইল এলাকায় শনিবার বিকেলে একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়ক থেকে নীচে নেমে একটি বেসরকারি স্কুলের টিনের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে যায়। তবে ঘটনাস্থলে দুজন সিভিক ভলান্টিয়ার জখম হয়েছেন। তাঁদের প্রথমে দুলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘোষপুকুর যাওয়ার পথে ডাম্পারটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চালককে আটক করেছে পুলিশ।

সিজিএসটি'র হানা

চোপড়া, ১৩ ডিসেম্বর : অবশেষে সার ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে চোপড়া থানায় অভিযোগ জমা পড়ল। শুক্রবার দাসপাড়া বাজার এলাকায় এক সার ব্যবসায়ীর দোকানে শিলিগুড়ি বিভাগের রাজস্ব আধিকারিকদের (সিজিএসটি) একটি দল হানা দেয়। কাজে বাধাদান ও দোকানের নথি আধিকারিকদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অবশেষে ওইদিন রাত ১২টা নাগাদ পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। সিজিএসটি আধিকারিকদের তরফে দোকান মালিক মংলা ভগত সহ তিনজনের নামে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

বিএলও-দের নিয়ে বৈঠক

চোপড়া, ১৩ ডিসেম্বর : শনিবার চোপড়া ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বিএলও-দের নিয়ে একটি বৈঠক করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে খসড়া তালিকা ও পরে শুনানি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিএলও-দের সঙ্গে আলোচনা হয়। এদিন চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতি হলঘরে অনুষ্ঠিত
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিডিও সৌরভ মাজি, ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) বিপ্লব বিশ্বাস প্রমুখ।

শিলিগুড়িতে নেশাগ্রস্তদের আজব কাণ্ড!

বাইক ভাড়া নিয়ে বন্ধক

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শহর শিলিগুড়িতে নানা কাজে বাইক ভাড়া দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। আর সেই প্রবণতার আড়ালেই বাইক ভাড়া নিয়ে পরিচিতিকে তা বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়ে পগারপার হওয়ার অভিযোগও সামনে আসতে শুরু করেছে। বাইক বন্ধক রাখার পরিবর্তে কোথাও পাঁচ হাজার, কোথাও বা ১০-১২ হাজার টাকা নিয়ে উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটছে। যাঁরা বাইক ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করেন তাঁদের মাথায় হাত।

ভাড়ায় বাইক নিয়ে এক শ্রেণির উপভোক্তা যে এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে তা শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'ভক্তিনগর, এনজেপি থানা সহ বিভিন্ন থানাতেই এ ধরনের অভিযোগ এসেছে। অভিযোগ দায়ের হলে তদন্ত করে অভিযুক্তকে পাকড়াও করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

বিশাল দত্ত বাইক ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা করেন। সম্প্রতি এক ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে একদিনের জন্য বাইক ভাড়া নিয়েছিলেন। এরপর তিনদিন পেরিয়ে গেলেও বিশাল

ছবি : এআই

সেই বাইকটি ফেরত পাননি। সন্দেহ হওয়ায় জিপিএস সার্চ করে বিশাল দেখতে পান, তাঁর সেই বাইকটি ভক্তিনগর এলাকায় রয়েছে। বিশালের কথায়, 'এই বাড়ি মালিকের কাছে গিয়ে বাইকটির বিষয়ে প্রশ্ন করি। তিনি আমার কথায় অবাক হয়ে যান। পরে জানতে পারি, আমি যাঁকে বাইক ভাড়া দিয়েছিলাম সেই তরুণ পাঁচ হাজার টাকায় ওই ব্যক্তিকে আমার বাইকটি বন্ধক দিয়েছেন।' বিশাল অবশ্য একবার নয়, চার-চারবার এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর কথায়, 'এনজেপি এলাকায় একটি বাইক উদ্ধার করতে গিয়ে দেখেছি, ১২ হাজার টাকায় আমার বাইক সেবার বন্ধক রাখা হয়েছিল।'

এমন নয় যে যারা এ ধরনের কারবার ঘটাচ্ছে তারা ব্যবসায়ীদের কাছে কোনও নথিপত্র জমা দিচ্ছে না। মিহির রায় চম্পাসারিতে বাইক ভাড়ার ব্যবসা চালান। তিনি বলছিলেন, 'সমস্ত নথিপত্র জমা নিয়েই আমরা বাইক ভাড়া দিই। তবে কার মনে কী রয়েছে তা তো আর আগেভাগে বোঝা যায় না। তাই এ ধরনের ঘটনায় ভুগতে হয়।' বিশালের মতো মিহিরও তিনবার এমন ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন। থানাপুলিশ করেছেন। তিনি বলছেন, 'এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, থানাপুলিশ করতে আর ইচ্ছে করে না। বাইক পাওয়ার পর সেটা নিয়ে চলে যাই।' পরিচিতরা এমন কাণ্ড ঘটানোয় তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের দ্বারস্থ হতে চান না বলে বাইক ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

তবে মাঝেমধ্যে জিপিএস ট্র্যাকার কাজ না করায় মিহিরদের কাছে অবশ্য অন্য কোনও উপায় থাকে না। সেই সময় তাঁদের পুলিশের কাছে যেতেই হয়। সমস্যা মেটাতে যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেই দাবিতে তাঁরা সরব হয়েছেন।

বিপাকে ব্যবসায়ী

- এক শ্রেণির উপভোক্তা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাইক ভাড়া করছে
- তারপর কয়েক হাজার টাকায় তারা সেগুলিকে পরিচিতদের বন্ধক দিচ্ছে
- মূলত নেশার টাকা জোগাড় করতেই তারা এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে
- ব্যবসায়ীরা বেশ কয়েকবার এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, ব্যবস্থার দাবি

কাঁথা সেলাই।। শনিবার কোচবিহারের তোর্ষা নদী সংলগ্ন এলাকায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

চুরির অভিযোগে ধৃত তরুণ

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ ডিসেম্বর : নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে চুরি! লোহার রড কাটার সময় হাতেনাতে ধরা পড়লেন তরুণ। ধৃত সুজন বর্মন (২৯) রানিডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা।

শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের রাঙ্গাপানির অদূরে এক বাড়িতে ওই তরুণকে রড কাটতে দেখেন স্থানীয়রা। এরপর পুলিশে খবর দেওয়া হলে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত জানান, নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিনই ধৃত তরুণকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com
রাজকীয়।। আলিপুরদুয়ারের নিমতিঝোরা চা বাগানে ছবিটি তুলেছেন ভাস্কর পান্ডে।

বইমেলার গেট আটকে প্রকাশকরা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১৩ ডিসেম্বর : বইমেলার তৃতীয় দিন মানেই ভিড়, উচ্ছ্বাস আর বইপ্রেমীদের পদচারণায় মুখর প্রাঙ্গণ- এটাই চেনা ছবি। কিন্তু শনিবার আলিপুরদুয়ারে জেলা বইমেলা শুরুর আগেই তার দরজা বন্ধ হল। মেলায় ঢোকার গেট কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলেন বইমেলায় আসা প্রকাশকরাই। বইমেলায় এমন দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে গেলেন বইপ্রেমীরা।

সরকারি সূচি অনুযায়ী মেলার গেট খোলার কথা ছিল দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে। তার আগেই সাড়ে এগারোটা নাগাদ মেলার মূল গেটে কাপড় বেঁধে দেন প্রকাশকরা। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার সন্ধ্যায়। বইমেলা কমিটি প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেয়, জেলা প্রশাসনের নির্দেশে মাইক ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বরের মেলার মঞ্চে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল করা হচ্ছে। এই ঘোষণার পর থেকেই প্রকাশকদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া বইমেলা প্রকাশকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাঁরা বলতে থাকেন, মেলার অন্যতম আকর্ষণ কবিতা পাঠ, সেমিনার, নানা ধরনের প্রতিযোগিতা। মেলার প্রাণ কেড়ে নিলে পাঠক আসবেন কেন?

প্রকাশকরা ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি অফিসারের কাছে লিখিত আবেদন জানান, যাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার

> শনি ও রবিবারই বইমেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঠিক সেই সময়েই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ থাকলে ক্ষতির দায় কার?
> **অসিত সাহা** প্রকাশক

অনুরোধ করা হয়। কিন্তু পরের দিন সকাল পর্যন্ত সদুত্তর না পাওয়ায় স্পষ্ট হয়ে যায়, সমস্যায় গুরুত্ব দিচ্ছে না বইমেলা কমিটি। সেই ক্ষোভ থেকেই চরম সিদ্ধান্ত নেন প্রকাশকরা।

প্রকাশকদের তরফে সঞ্জয় জানা বলেন, 'সাংস্কৃতিক মঞ্চ ছাড়া বইমেলা কার্যত নিষ্প্রাণ। কবি সম্মেলন, কুইজ, আর্ট কম্পিটিশন ঘিরেই শিশু থেকে অভিভাবক- সবাই মেলায় আসে। এই অনুষ্ঠান বন্ধ মানেই পাঠক কম আর তার সরাসরি প্রভাব পড়ে আমাদের বিক্রিতে।'

প্রকাশক অসিত সাহা বলেন, 'শনি ও রবিবারই বইমেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। ঠিক সেই সময়েই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ থাকলে ক্ষতির দায় কার?'

সকাল থেকেই প্রকাশকরা মেলা প্রাঙ্গণের বাইরে বসে পড়েন। দফায় দফায় আলোচনা চললেও প্রথম দিকে সমস্যার সমাধানের চেয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার তাগিদই বেশি চোখে পড়ে। শেষপর্যন্ত বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হয়, মূল মঞ্চে মাইক ছাড়াই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে। এরপরই বিক্ষোভ ওঠে, ফের খুলে যায় মেলার দরজা।

জেলা শাসক আর বিমলা জানান, প্রশাসনের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর প্যারেড গ্রাউন্ডে সৃষ্টিশ্রীমেলা প্রাঙ্গণে রাজ্য স্তরের আদিবাসী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে এবং ওই দু'দিন মাইক বন্ধ রাখতে হবে। এমনকি বিকল্প স্থানের কথাও বলা হয়েছিল বলে তাঁর দাবি।

নির্ভয়ে পাহাড়ে যাওয়ার পরামর্শ

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : নির্ভয়ে পাহাড়ে যান। শনিবার পরিবহণ এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলির বৈঠক শেষে সমতলের গাড়িচালকদের এই বার্তা দেওয়া হল। সংগঠনগুলির বক্তব্য, পর্যটকদের কোনও হয়রানি যাতে না হয় সেটা লক্ষ রাখতে হবে। পর্যটক নিয়ে পাহাড়ে গিয়ে কোথাও কোনও সমস্যা হলে সংগঠনগতভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

পাহাড়ে বেশ কিছুদিন ধরে সমতলের গাড়ি চলাচল নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। দার্জিলিং সহ আশপাশের কিছু গাড়িচালক দর্শনীয় স্থানগুলিতে সমতলের গাড়ি যেতে বাধা দিচ্ছে, পর্যটকদের থেকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িচালককে হেনস্তা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসনিক বৈঠক করে কড়া বার্তা দেওয়া হলেও অনেক গাড়িচালকই এখনও পাহাড়ে পর্যটক নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন। এরই মধ্যে শনিবার বিকেলে শিলিগুড়িতে পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের ন'টি সংগঠনের জয়েন্ট ফোরামের বৈঠক বসে। বৈঠক শেষে ফোরামের পক্ষে শিলিগুড়ি জংশন ড্রাইভার্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গণেশ মাহাতো বলেন, 'সবাই নির্ভয়ে গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে যান। কোথাও কোনও সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানান। পাশাপাশি পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করুন। ফোরাম সবসময় প্রতিটি চালকের পাশে রয়েছে। কোথাও কোনও সমস্যা হলে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

বিক্ষোভ

চোপড়া, ১৩ ডিসেম্বর : চোপড়া ব্লকের তিনমাইল রোড এলাকায় রাস্তার কাজের মান নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। শুক্রবার রাতে স্থানীয়দের একাংশ গৌরাঙ্গগছ কালী মন্দির এলাকায় ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে ঠিকাদার দেবপ্রিয় দত্ত এসে গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলেন। সোমবার তিনি ইঞ্জিনিয়ার ডেকে পুনরায় ম্যাপিং করিয়ে শিডিউল মাফিক কাজের ব্যাপারে আশ্বস্ত করায় স্থানীয়রা বিক্ষোভ তুলে নেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে তিনমাইল রোড থেকে প্রসাদগছ পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। এলাকায় পৃথক দুটি রাস্তা সংস্কারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তরফে প্রায় ৮১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঠিকাদার রাতের অন্ধকারে দায়সারাভাবে কাজ করছিলেন। তাঁদের দাবি, কোথাও শুধু রাস্তার গর্ত ভরাট করা হচ্ছে। নতুন বসানো পিচ হাত দিলেই উঠে যাচ্ছে। রাতে কেন কাজ করা হচ্ছিল জানতে চাওয়া হলে ঠিকাদারের সাফাই, 'দিনেরবেলায় ওই রাস্তা দিয়ে প্রচুর লোকজন ও গাড়ি চলাচল করে। সেজন্য স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে রাতে পিচ করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে নিম্নমানের কাজের দাবি সঠিক নয়।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ

ক্যানসার ব্লক চালু অনিশ্চিত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ক্যানসার ব্লকের চিকিৎসা পরিষেবা চালু নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে এই ব্লকে বহির্বিভাগের চিকিৎসা পরিষেবা শুরুর কথা ঘোষণা হয়। কিন্তু শনিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব মৌমিতা গোদারা বসু পরিদর্শনের পর সেই সম্ভাবনায় জল ঢেলে দিলেন। নির্মীয়মাণ ব্লকের কাজ দেখে তিনি বলেন, 'নির্মাণকাজ তো এখনও চলছে। এই অবস্থায় তড়িঘড়ি চালু করে কী লাভ হবে? আগে কাজ শেষ হোক।' এদিন পরিদর্শনের পাশাপাশি কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব বৈঠক করেন। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের কথায়, 'আমরা সমস্ত সমস্যার কথা জানিয়েছি। কোথায় কোথায় কী সমস্যা, কেন কাজ আটকে রয়েছে সেই রিপোর্ট নিয়েছেন। সুপারস্পেশালিটি ব্লকের ফলস সিলিংগুলি মেরামতির জন্য আর্থিক বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। ডিসেম্বরে ক্যানসার ব্লকে বহির্বিভাগ চালু হওয়ার কথা থাকলেও কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু করা যাচ্ছে না।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে ও সমস্যার দ্রুত সমাধানে মৌমিতা দু'দিনের সফরে আসেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় মেডিকেলে পৌঁছে তিনি এখানকার ডাক্তারি শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের নিয়ে বৈঠক করেন। শনিবার সকালে ফের মেডিকেল কলেজে এসে তিনি হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক, হাসপাতালের অন্য পদাধিকারী ও পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে তিনি প্রথমে নির্মীয়মাণ ক্যানসার ব্লকের কাজ দেখতে যান। সেখানে এখনও পলেস্তারা, রং, দরজা, জানলা ও মেঝেতে মার্বেল বসানো সহ প্রচুর কাজ বাকি। সিসিটিভি বসানোর কাজও শুরু হয়নি। এরপর তিনি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লকের কাজ দেখতে যান। নির্মাণকাজ প্রায় শেষের পথে। বর্তমানে প্রচুর রোগীকে আইসিইউ, সিসিইউ ও হাইব্রিড সিসিইউয়ে রেখে চিকিৎসার প্রয়োজন হলেও শয্যার অভাবে সেটা সম্ভব হয় না। এই ব্লক চালু হলে ১০০ শয্যার ক্রিটিক্যাল কেয়ার চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে।

এখান থেকে মৌমিতা সুপারস্পেশালিটি ব্লকে যান। সেখানে ভেঙে পড়া ফলস সিলিং নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। নিজের মোবাইলে ফলস সিলিংয়ের ছবি তুলে নেন। পেডিয়াট্রিক বহির্বিভাগে শিশু কোলে নিয়ে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মায়েদের বসার জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থার নির্দেশ দেন। এছাড়া সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি ঘুরে দেখেন।

তবে কর্মীসংকটের বিষয়টি কলেজের অধ্যক্ষ স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'একটা বিভাগ চালানোর জন্য প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার সহ অন্য কর্মী প্রয়োজন। কর্মী না থাকায় সমস্ত বিভাগ চালু করা যাচ্ছে না।'

বাকি কাজ

- নির্মীয়মাণ ক্যানসার ব্লকে পলেস্তারা, রং, দরজা, জানলা ও মেঝেতে মার্বেল বসানো সহ প্রচুর কাজ বাকি
- সিসিটিভি বসানোর কাজও শুরু হয়নি

নির্মীয়মাণ ক্যানসার ব্লক পরিদর্শনে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব। শনিবার।

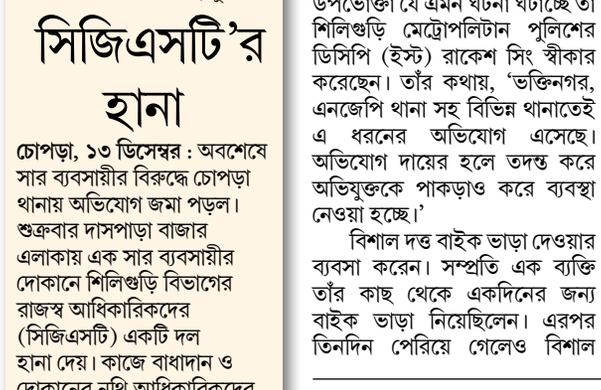
মিড-ডে মিলের রান্নাঘরের পাশে আবর্জনা।

স্কুলের পাশে আবর্জনার স্তূপ

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ির ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘা যতীন কলোনির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের রান্নাঘরের পাশেই আবর্জনার পাহাড় জমেছে। এই ঘটনায় পুরনিগমের সাফাই বিভাগের দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও স্কুল পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের রান্নাঘরের জানলার পাশে দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা ফেলছেন ওই ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীরা। মাঝেমধ্যে বড় গাড়িতে সেই আবর্জনা তুলে নিয়ে যাওয়া হলেও বেশিরভাগ সময় তা পড়ে থাকে। সেই আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। রান্নাঘরের আশপাশে উড়ছে মাছি, মশা। অভিভাবকদের প্রশ্ন, ওয়ার্ডে এত জায়গা থাকতে কেন বিদ্যালয়ের রান্না ও খাওয়ার ঘরের পাশে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে বলেন, 'অব্যশই এক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল কাউন্সিলার বা আমাদের জানানো। কাউন্সিলারেরও এসব ব্যাপারে নজর রাখা উচিত। আমার চাই, সব সময় পড়ুয়ারা একটা ভালো পরিবেশে বেড়ে উঠুক।'

বাঘা যতীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ২৪৯ জন পড়ুয়া আছে। বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ দেবাশিস সরকার বলেন, 'ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীদের বলেছিলাম, এখানে আবর্জনা না ফেলতে। কিন্তু ওরা শোনে না, আমি কী করব বলুন? ওদের তো এতটুকু বিবেক থাকা উচিত। ওটা বাচ্চাদের রান্নাঘর, কেনই বা ওখানে আবর্জনা ফেলবে?'

ওই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী টিনা বিশ্বাসের মা শুক্লা বলেন, 'ওখানে আবর্জনা ফেলার কোনও মানে হয় না। স্কুলের বাচ্চারা যখন-তখন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এই দায়ভার কে নেবে। স্কুলের মতো জায়গায় আবর্জনা জমে থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিশেষত মাঝেমধ্যে দুর্গন্ধে অসুবিধা হয় ছাত্রছাত্রীদের। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে।'

এলাকার বাসিন্দা বিজয় সাহা জানান, বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কথা ভেবে অবশ্যই বিষয়টির দিকে প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।

ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মুন্সি নুরুল ইসলাম বলেন, 'আমি অবশ্যই ওখানে গিয়ে বিষয়টা দেখব। সাফাইকর্মীদের নির্দেশ দেব ওখানে যেন আবর্জনা না ফেলা হয়।'

অভিযোগ

- বিদ্যালয়ের রান্নাঘরের জানলার পাশে দীর্ঘদিন ধরে আবর্জনা ফেলছেন ওই ওয়ার্ডের সাফাইকর্মীরা
- মাঝেমধ্যে বড় গাড়িতে সেই আবর্জনা তুলে নিয়ে যাওয়া হলেও বেশিরভাগ সময় তা পড়ে থাকে
- সেই আবর্জনা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে
- রান্নাঘরের আশপাশে উড়ছে মাছি, মশা

নীলচাষের ইতিহাস গাঁথা স্কুল ভাঙায় আক্ষেপ

আজাদ

মানিকচক, ১৩ ডিসেম্বর : স্কুল ভবনের প্রতিটি ইটে গাঁথা আছে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভারতীয়দের রক্তের কাহিনী। অত্যাচারী নীলকর হেন্সি সাহেবের হাজারো অত্যাচারের কাহিনীর সাক্ষী এই স্কুল ভবনটি। মানিকচকের মথুরাপুর বিএসএস হাইস্কুল।

স্কুল ভবনটিকে হেরিটেজ আখ্যা দেওয়ার জন্য দাবি জানানো হয়েছিল সরকারের কাছে। ইংরেজ শাসনকালে ১৯৪২ সালে এই স্কুল স্থাপিত হয়। সেই হিসেবে এই বিদ্যালয়ের বয়সকাল ৮৩ বছর হলেও এই বিদ্যালয়ের ভবন আরও পুরোনো। কিন্তু হাইস্কুল পরিচালন কমিটির একটি সিদ্ধান্তে ইতিহাস গাঁথা সেই সাক্ষীর আর অস্তিত্ব রইল না। পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্তে ভেঙে ফেলা হল ইংরেজ আমলের ঐতিহ্যবাহী স্কুল ভবনটি। সেই স্কুল ভবনের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল নীল চাষ সম্পর্কিত বহু ইতিহাস। এই স্কুল ভবন ভাঙা নিয়ে বহু অভিযোগের সঙ্গে সকলের গলায় এখন আক্ষেপের সুর। শুধু আক্ষেপ নয়, প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এই স্কুলের প্রাক্তনী সহ স্থানীয়রা। পরিচালন কমিটির এই সিদ্ধান্তকে স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত বলে দাবি তাঁদের। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত মানিকচক শিক্ষানিকেতনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক জ্যোতিভূষণ পাঠক আক্ষেপের সুরে বলেন, 'এই ঘটনায় আমি প্রচণ্ড ব্যথিত। মথুরাপুরের এই স্কুল ভবন আমাদের গর্ব। কী নিয়ে আর আমরা গর্ব করব? ঐতিহ্যকে ভাঙার কারও অধিকার নেই। পরিচালন কমিটির এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ হওয়া উচিত।'

উনিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে বস্ত্রশিল্পে নীলের চাহিদা ব্যাপক বেড়ে যায়।

আর এই চাহিদা মেটাতে ভারতের চাষের জমিকে বেছে নেয় ইংরেজরা। আর এই চাহিদা মেটাতে জন্ম হয় অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের। বাংলার বেশ কয়েকটি জেলা সহ মালদার মাটিও নীল চাষের অতি উপযুক্ত। মালদার এই ভূমিতে নীল চাষের দায়িত্ব বর্তায় নীলকর হেন্সি সাহেবের ওপর। ইতিহাসের পাতায় অত্যাচারী নীলকর হিসাবে হেন্সি সাহেবের নাম প্রায় সকলের জানা। বর্তমান মালদা জেলার একটা বড় অংশ সহ ঝাড়খণ্ড ও বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে চলত নীলকর হেন্সি সাহেবের রাজত্ব।

হেন্সি সাহেব থাকতেন এই স্কুল লাগোয়া নীলকুঠিতে, যার অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। আর এই স্কুল ভবনটি ছিল আসলে জমি থেকে কেটে আনা নীল গাছ রাখার গুদাম। এখানে ছিল নীল গাছ জলে চুবিয়ে রাখার চৌবাচ্চা, নীল চাষে প্রতিবাদী কৃষকদের বন্দি করে রাখার কুঠুরি।

১৯৪২ সাল থেকে জমিদার রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাবার নাম অনুসারে এই ভবনেই শুরু হয় মথুরাপুর বাহাদুর সিংহ হাইস্কুলের কর্মকাণ্ড। তবে বহুদিনের এই পুরোনো ভবন জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। বেশ কয়েক বছর ধরে কোনওরকম দুর্ঘটনা এড়াতে ভবনে পঠনপাঠন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় স্কুল পরিচালন কমিটি। পরে পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্তে ভেঙে ফেলা হয় ইংরেজ আমলের ঐতিহ্যবাহী এই স্কুল ভবন। ইতিমধ্যেই ১৮টি ক্লাসরুম ভেঙে ফেলা হয়েছে। আরও ১৫টি ক্লাসরুম ভাঙা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিচালন কমিটি। আর পরিচালন কমিটির এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না এলাকাবাসী সহ প্রাক্তনীরা। তাদের দাবি ভবনটি ভেঙে নয়, মেরামতির মাধ্যমে নীল চাষের ইতিহাসখচিত এই ভবনটি বাঁচিয়ে রাখা উচিত ছিল পরিচালন কমিটির।

স্কুল ভবন নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক উত্তম সিনহা। উত্তম বলেন, 'একেবারে স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত। শুধুমাত্র টাকা লুটের জন্য ইতিহাসের একটা অধ্যায়কে জোর করে মুছে দেওয়া হল। পরিচালন কমিটির এই সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানাই।'

প্রতারণায় ধৃত

কলকাতায় বসে আমেরিকায় কল সেন্টার থেকে ফোন করে কয়েক হাজার ডলার প্রতারণার অভিযোগে কসবা ও পর্ণশ্রী থেকে আটজনকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখা।

ছাত্রীর মৃত্যু

নাগরদোলায় ঘোরার সময় মাথার চুল আটকে মৃত্যু হল আসনির খাতুন নামে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রীর। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুর এলাকার লালপুরে।

উদ্ধার নাবালিকা

পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসে মানব পাচারের অভিযোগে দু-জনকে গ্রেপ্তার করল আরপিএফ। এক নাবালিকাকে উদ্ধারও করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই মানব পাচার সক্রিয় বলে অভিযোগ ছিল। তার ভিত্তিতেই অভিযান।

সরাসরি মেট্রো

১৫ ডিসেম্বর থেকে জয়হিন্দ মেট্রো স্টেশন থেকে সরাসরি শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত একজোড়া করে পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রো পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। এতদিন সরাসরি পরিষেবা ছিল না।

তালিকায় ঠাঁই ‘অযোগ্য’দের

নবম-দশমের ইন্টারভিউ ঘিরে ফের নতুন-পুরোনো সংঘাত

রিমি শীল ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : দীর্ঘ টানাপোড়েন কাটিয়ে নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। তা সত্ত্বেও বিতর্ক পিছু ছাড়ল না। এই ইন্টারভিউ তালিকা নিয়েও একাধিক গরমিলের অভিযোগ তুলছেন আইনজীবীরা। একাদশ-দ্বাদশের মতো এই তালিকাতেও একাধিক ‘অযোগ্য’ চাকরিপ্রার্থী ঠাঁই পেয়েছেন বলেই দাবি আইনজীবীদের একাংশের। একই সঙ্গে ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের দুশ্চিন্তা, বিষয়ভিত্তিক শূন্যপদের সংখ্যা কমায় প্রায় হাজার জন চাকরি ফেরত পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। নিজেদের সুরাহার জন্য আদালত সহ রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা করছেন তাঁরা।

আইনজীবীদের একাংশ জানিয়েছেন, নবম-দশমের তালিকার ‘ত্রুটি’গুলি আদালতের সামনে তুলে ধরে ফের মামলা দায়ের হতে পারে। আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগ অবৈধ। কিন্তু এই তালিকায় এমনই প্রার্থীদের স্থান দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়গুলি নিয়ে অবশ্যই আদালতের দ্বারস্থ হব।’ নবম-দশমের শূন্যপদ ২৩২১২টি। পরীক্ষার্থী ছিলেন ২,৯৩,৯১২ জন। ইন্টারভিউয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছেন প্রায় ৪০ হাজার পরীক্ষার্থী। ইতিমধ্যেই ‘যোগ্য’ শিক্ষকদের পুরোনো চাকরির মেয়াদ আগামী বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

একই সঙ্গে আদালতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়ানোর আবেদনও জানিয়েছে এসএসসি। একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউয়ের তালিকা নিয়েও কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের হয়েছে। আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তের মতে, ‘অযোগ্যদের জায়গা দিয়ে ও আসন সংখ্যা কমিয়ে নীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছে এসএসসি। এই বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রস্তুতি শুরু করেছি।’ আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারিও বলেন, ‘প্রশ্নপত্র ভুল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগ এই বিষয়গুলি নিয়ে আদালত অবগত রয়েছে। আসলে রাজ্য সরকার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে চায় না। এই তালিকাও প্রশ্নের মুখে।’

> **আইনি জট**
>
> - নবম-দশমের তালিকায় নাম নেই প্রায় ৭০০ জন ‘যোগ্য’ চাকরিহারার
> - নতুনদের দাবি, তালিকায় ফের বঞ্চিত তাঁরা
> - ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে হতে পারে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি’র পৃথক লিখিত পরীক্ষা
> - শিক্ষাকর্মী পদে আবেদন জমা পড়েছে ১৬ লক্ষেরও বেশি
> - একাদশ-দ্বাদশ স্তরে নথি যাচাইয়ের পর বাতিল হল ১৩২৭টি আবেদন

এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানিয়েছেন, তালিকা অনুযায়ী নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ মিলিয়ে প্রায় ৬০ হাজার চাকরিপ্রার্থী ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশই নতুন। নবম-দশমের ইন্টারভিউয়ের তালিকায় ঠাঁই পাওয়া নিয়ে নতুন চাকরিপ্রার্থীরা পালটা বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন। নতুন পরীক্ষার্থী সুলতান মামুদ বলেন, ‘যাঁরা পূর্ণমান ৬০-এর মধ্যে ৬০ বা ৫৬ নম্বর পাবেন তাঁরাই ইন্টারভিউতে সুযোগ পাবেন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১০ নম্বরের সুযোগ না থাকায় বেশিরভাগ নতুন পরীক্ষার্থীর পক্ষেই ১০০ শতাংশ নম্বর পাওয়া সম্ভব নয়। এসএসসি আমাদের সঙ্গে বঞ্চনা করছে।’ ‘যোগ্য’ চাকরিহারাদের একাংশের অভিযোগ, ২০২৫ সালের নিয়োগে অঙ্ক ও ভৌত বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলিতে ২০১৬ সালের তুলনায় ২৫০টিরও বেশি শূন্যপদ কমানো হয়েছে। দুটি স্তরের ইন্টারভিউ তালিকায় সুযোগ না পেয়ে এখন দুশ্চিন্তায় একাধিক দৃষ্টিহীন ‘যোগ্য’ শিক্ষকও। চাকরিহারা শিক্ষিকা শুক্লা বিশ্বাসের কথায়, ‘আমি প্রায় ৯০ শতাংশ দৃষ্টিহীন। আমার বাবা অসুস্থ। মাথার ওপর ঋণ আছে। এক নম্বরের জন্য আমার সুযোগ হল না। আমাদের জীবন শেষ করে দেওয়া ছাড়া এখন আর কোনও উপায় নেই।’ আইনি জটিলতা, নতুন-পুরোনো সংঘাত কাটিয়ে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া কবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে, সেই নিয়ে এখন চিন্তা বাড়ছে কমিশনের।

> “সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগ অবৈধ। কিন্তু এই তালিকায় এমনই প্রার্থীদের স্থান দেওয়া হয়েছে। বিষয়গুলি নিয়ে অবশ্যই আদালতের দ্বারস্থ হব।
>
> **ফিরদৌস শামিম,** *আইনজীবী*

একটু উষ্ণতার জন্য... *শনিবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই।*

ভূমিপুত্র চিহ্নিত করার প্রস্তুতি পশ্চিমবঙ্গে

অসমের পথে হাঁটছে সরকার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ইস্যুতে রাজ্যের হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই যখন আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তখন রাজ্যের ভূমিপুত্রদের জাতিগত তথ্য নিবন্ধীকরণের প্রস্তুতি শুরু করল নবান্ন। এরাজ্যের ভূমিপুত্র হিসেবে সাধারণ, সংখ্যালঘু, নমশূদ্র সহ সমস্ত সম্প্রদায়কে তালিকাভুক্ত করার প্রস্তুতি চলছে। ১৯৭১ সালের আগে এই রাজ্যে আসা এই সম্প্রদায়গুলিকে বাছাই করার জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্যের সংখ্যালঘু, অনগ্রসর উন্নয়ন দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরকে চিহ্নিতকরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে অসম সরকার নিজস্ব ক্ষমতাবলে মন্ত্রীসভায় পাশ করে ১৭টি সম্প্রদায়কে ভূমিপুত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিল পাঁচটি। সিএএ কার্যকর করার সময় ওই সম্প্রদায়ভুক্তরা দেশের নাগরিক হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হয়নি। এরাজ্যে আগামীদিনে কেন্দ্রীয় সরকার এনআরসি কার্যকর করলে রাজ্যের ভূমিপুত্ররা যাতে সুরক্ষিত থাকেন, তার জন্যই এই উদ্যোগ বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘এই রাজ্যের ভূমিপুত্রদের অধিকার সুরক্ষিত করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের বাসিন্দাদের বাংলাদেশি তকমা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধেই যা পদক্ষেপ করার রাজ্য সরকার করবে।’ নস্যশেখ উন্নয়ন বোর্ডের এগজিকিউটিভ কমিটির সদস্য শেখ সারওয়ার্দি বলেন, ‘উত্তরবঙ্গে ৫৬ লক্ষ নস্যশেখ সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। প্রত্যেকেই স্বাধীনতার আগে থেকে এই রাজ্যের বাসিন্দা। অসম সরকার যদি সেখানকার ভূমিপুত্রদের সুরক্ষা দিতে পারে, এই রাজ্য সরকার পারবে না কেন?’ নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুলচন্দ্র বৈরাগ্য বলেন, ‘দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল। বাংলা, অসম ও ত্রিপুরা সহ অন্যান্য রাজ্যে তার প্রভাব পড়েছিল। ১৯৪৭ সালের আগে ও পরে প্রচুর মানুষ ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসেছেন। সেক্ষেত্রে কেন এই রাজ্যের ভূমিপুত্রদের চিহ্নিতকরণ হবে না?’ নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের দার্জিলিং জেলার সভাপতি শিব হাজরা বলেন, ‘নমশূদ্রের আটটি সম্প্রদায় এই রাজ্যের ভূমিপুত্র। তাই তাঁদের নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করতে অসম সরকারের পথ ধরাই উচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।’

> **নজরে যাঁরা**
>
> - ২০২২ সালে অসম সরকার ১৭টি জনজাতিকে ভূমিপুত্র হিসেবে চিহ্নিত করে
> - তার মধ্যে পাঁচটি মুসলিম সম্প্রদায় রয়েছে
> - এনআরসির ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়গুলি ছাড় পেয়েছে
> - এই রাজ্যেও এই প্রস্তুতি শুরু করল নবান্ন

অসম সরকারের সংখ্যালঘু ওয়েলফেয়ার ও উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে ২০২২ সালের ২ সেপ্টেম্বর (মেমো নম্বর- ডব্লিউএমডি ১৮০১৩/১২/২০২১/১০) এক নির্দেশিকায় জানিয়েছিল, ওই বছর ৫ জুলাই মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই সম্প্রদায়গুলিকে ভূমিপুত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে অসমের গড়িয়া, মরিয়া, দেশি, জলহা (মূলত চা-বাগান এলাকার শ্রমিকরা) এবং সৈয়দ সম্প্রদায় এই রাজ্যের ভূমিপুত্র। তাঁদের স্বাস্থ্য, দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষা, আর্থিক উন্নতি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সংস্কৃতি রক্ষায় সরকার কাজ করবে। অসম সরকারের ওই নির্দেশিকাকে তুলে ধরে এই রাজ্য সেই পদক্ষেপের রাস্তায় এগোচ্ছে নবান্ন। অসমে এই নিয়ে ওই বছরই ৪ জুলাই বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ে ‘আলাপ-আলোচনায়’ বসেছিল রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু দপ্তর। সেখানে অসমের মুসলিম সম্প্রদায়ের আদি বাসিন্দাদের বাছাই করা হয়েছিল। একই পদ্ধতিতেই এই রাজ্যেও সেই পদ্ধতি নেওয়া হচ্ছে।

খসড়া প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত ছাড় নেই বিএলও-দের

হেনস্তায় এফআইআর করবেন ডিএম-রা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : বিএলও, পর্যবেক্ষক বা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের কাজে যুক্ত কর্মী (ফিল্ড লেভেল ফাংশনারিজ)-র ওপর হামলা বা হেনস্থা হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ এফআইআর করতে হবে প্রশাসনকেই। শুধু এফআইআর করাই নয়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপও করতে হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ও ডিজিকে এই নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় এসআইআর-এর কাজ সরেজমিনে দেখতে গিয়ে পরপর দু’বার বিক্ষোভের মুখে পড়েন। তার প্রেক্ষিতেই কমিশনের এই নির্দেশ বলে মনে করা হচ্ছে।

গত বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার দায়িত্বপ্রাপ্ত রোল অবজার্ভার এস মুরুগান এসআইআর-এর কাজ দেখতে ফলতা গিয়েছিলেন। সেখানে ফলতা বিডিও অফিস ঘুরে বিডিওকে সঙ্গে নিয়েই এলাকায় এসআইআর-এর কাজ দেখতে যান তিনি। কিন্তু বিডিওকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে ঢুকতেই মুরুগানকে বাধার মুখে পড়তে হয়। স্থানীয় মহিলাদের একাংশ বিডিও ও মুরুগানকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

যদিও পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা থাকায় মুরুগানকে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়নি। এর আগেও রোল অবজার্ভার দলের নেতা সুব্রত গুপ্তর সঙ্গে ফলতায় গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। বৃহস্পতিবার ফলতা থেকে ফিরে কলকাতায় সিইওকে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন মুরুগান। তবে সিইও বা জাতীয় নির্বাচন কমিশনে এই বিষয়ে কোনও লিখিত অভিযোগ জানাননি তিনি। সুব্রত গুপ্ত বলেছিলেন, বিক্ষোভ দেখানো গণতান্ত্রিক অধিকার। দেখতে হবে আমাদের কাজ করতে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না।

সিইও মনোজ আগরওয়ালও বলেছিলেন, ওখানে যা ঘটেছে উনি সেটা আমাকে জানিয়েছেন। কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি। লিখিত অভিযোগ পেলে আমরা প্রশাসনকে বলব। এরপর এদিন দিল্লি থেকে বিএলও বা পর্যবেক্ষকদের ওপর হামলা নিয়ে কমিশনের কড়া মনোভাবের বার্তা এসেছে প্রত্যেক কর্মী বা আধিকারিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কোথাও কোনও হামলা হলে জেলা শাসককেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর করে পদক্ষেপ করতে হবে। সিইও দপ্তরের মতে, পর্যবেক্ষক বা বিএলও বা নির্বাচনের কাজে ডেপুটেশনে থাকা কোনও সরকারি কর্মী বা আধিকারিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব কমিশনের। জেলা শাসকই জেলার নির্বাচনি আধিকারিক। তাই নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে।

ফলতায় রোল অবজার্ভার মুরুগানকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন মহিলারা। বৃহস্পতিবার।

সিইওর কাছে।

সূত্রের খবর, মুরুগান লিখিত কোনও অভিযোগ না জানালেও, সিইওর মতোই কমিশনকেও বিষয়টি জানিয়েছিলেন। তার জেরেই কমিশনের এই পদক্ষেপ। চিঠিতে সিইওকে কমিশনের সচিব ২৮ নভেম্বর বিএলওদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত দাবি নিয়ে সিইওর পাঠানো চিঠি উল্লেখ করে বলেছেন, বিএলও দের ওপর হামলার আশঙ্কা নিয়ে কমিশন উদ্বিগ্ন। বিএলও বা নির্বাচনের কাজে যুক্ত

তবে শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের(বিএলও শাখা) সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারী বলেন, ‘কমিশনের এই নির্দেশ হাস্যকর। আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানাই। বিএলওরা যখন আক্রান্ত হয়েছেন, তখন ওদের ঘুম ভাঙেনি। পর্যবেক্ষকের ওপর হামলার পর ওদের ঘুম ভাঙল।’

শনিবার ভোটকর্মী ও বিএলও ঐক্যমঞ্চের তরফে সিইও দপ্তরে গিয়ে শুনানির সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানানো হয়।

পঠনপাঠন নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে স্কুলের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) হিসেবে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা আদৌ কবে স্কুলে ফিরতে পারবেন, সেই নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, যতদিন পর্যন্ত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত বিএলওরা কাজ চালিয়ে যাবেন। শিক্ষক সংগঠনগুলির দীর্ঘদিন ধরে চিঠি পাঠানোর পর অবশেষে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছে, বিএলওদের ওপর কোনওরকম নিগ্রহ বা হেনস্তার ঘটনা ঘটলে জেলা নির্বাচনি আধিকারিককে অবিলম্বে এফআইআর দায়ের করতে হবে। এরপরই শিক্ষক মহলের প্রশ্ন, যখন বহু বিএলওর মৃত্যু হয়েছে বা তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তখন কেন চুপ ছিল নির্বাচন কমিশন?

সামনেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। কোনও স্কুলে চলছে বার্ষিক পরীক্ষা, আবার কোথাও চলছে খাতা দেখার কাজ। জানুয়ারিতে নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির প্রক্রিয়া, শীতকালীন ভ্রমণ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সহ একাধিক কর্মসূচি থাকে। বিএলওর দায়িত্বে যদি শিক্ষকরা এভাবে কর্মরত থাকেন, তাহলে এই কাজগুলি সামলাবেন কে? অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস-এর তরফে চন্দন মাইতি বলেন, ‘স্কুলের বার্ষিক রুটিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী বরাদ্দ পঠনপাঠনের সময়ও বজায় রাখা যাচ্ছে না। বিষয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অভাব। বিএলওদের স্কুলে এভাবে না ফিরতে দিলে অনুত্তীর্ণের সংখ্যা বাড়বে।’ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর মত, বিএলওদের নির্বাচন কমিশন যেভাবে অমানুষিকভাবে খাটিয়েছে, তাতে কতজনের শারীরিকভাবে স্কুলে ফেরার ক্ষমতা থাকবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। শিক্ষকের অভাবে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলি। যদিও অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চন্দন গড়াইয়ের কথায়, ‘শিক্ষা দপ্তর ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদেরও আগেই এই বিষয়ে নজর রাখা উচিত ছিল। এক একটি স্কুলে ১০ থেকে ১৫ জন করে শিক্ষককে বিএলওর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাবর্ষের শেষ ও শুরুতে এই স্কুলগুলির কাজ চালানো হবে কী করে?’

> “শিক্ষা দপ্তর ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদেরও আগেই এই বিষয়ে নজর রাখা উচিত ছিল। এক একটি স্কুলে ১০ থেকে ১৫ জন করে শিক্ষককে বিএলওর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাবর্ষের শেষ ও শুরুতে এই স্কুলগুলির কাজ চালানো হবে কী করে?
>
> **চন্দন গড়াই**

শিক্ষা মহলের একাংশ কমিশনকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন তুলেছেন, বিএলওদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার দাবি এতদিন ধরে জানানোর পর কমিশন এখন কেন বিএলও-নিগ্রহ নিয়ে এফআইআর দায়েরের পদক্ষেপ করল? যদিও শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, শিক্ষকের অভাব দূর করতে বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উন্নয়ন মাপকাঠিতে পিছিয়ে ৫২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের খাতে সর্বোচ্চ ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের ৫২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এখনও পর্যন্ত উন্নয়নের ন্যূনতম মাপকাঠি পার হতে পারল না। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের এই রিপোর্ট সামনে আসার পরই নড়েচড়ে বসেছেন নবান্নের কর্তারা। যে ৫২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়নের ন্যূনতম মাপকাঠি পার হতে পারেনি, তার মধ্যে শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের আট জেলায় ৩২২টি পঞ্চায়েত রয়েছে। শনিবারই সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের নিয়ে এই বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে উন্নয়নের গতি বাড়াতে জেলাশাসকরা তদারকি করবেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। গত লোকসভা নির্বাচনে শহরাঞ্চলে তৃণমূলের ভোটব্যাংকে ধস নেমেছে। এমনকি রাজ্যের ১২৮টি পুরসভার মধ্যে ৭৬টি পুরসভা এলাকায় তৃণমূল পিছিয়েছিল। খাস কলকাতায় রাজ্যের মন্ত্রীদের বিধানসভা কেন্দ্রেও পিছিয়ে পড়েছিল তৃণমূল। এই পরিস্থিতিতে চলতি আর্থিক বছরে (২০২৫-২০২৬) রাজ্য বাজেটে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে সর্বোচ্চ ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েতগুলি রাস্তাঘাট, পানীয় জল, সাফাই অভিযান সহ ন্যূনতম পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে না পারায় তারা ‘অনুত্তীর্ণ’ হয়েছে।

২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫-২০২৬ অর্থবর্ষে যে মূল্যায়ন রিপোর্ট রাজ্য সরকার পেয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে, ৫২৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিভিন্ন কারণে অনুত্তীর্ণ হয়েছে। সাতটি বিভাগের ভিত্তিতে এই মূল্যায়নের কাজ হয়েছে। যার মধ্যে যে কোনও একটি বিভাগে খারাপ ফল করলেই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে অনুত্তীর্ণ গণ্য করা হয়েছে। এই অনুত্তীর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির জন্য আলাদা করে গাইড নিয়োগ করবেন জেলাশাসকরা।

কোথায় কোথায় কাজ আটকে রয়েছে এবং বরাদ্দ অর্থ কেন খরচ হচ্ছে না, তা প্রকল্প কো-অর্ডিনেটররা এলাকায় গিয়ে তদন্ত করে জেলাশাসককে রিপোর্ট দেবেন। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কো-অর্ডিনেটররা অন্তত দুটি করে বৈঠক করবেন এবং ঘাটতি খতিয়ে দেখবেন। মাঠে নেমে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট নবান্নে পাঠাতে হবে। নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, তথ্য নথিভুক্তি, নিয়মিত বৈঠক ডাকা এবং বরাদ্দের সঠিক ব্যবহারের দিক থেকে এই পঞ্চায়েতগুলি পিছিয়ে রয়েছে। সেই কারণেই এই পঞ্চায়েতগুলিকে আরও সক্রিয় হতে উদ্যোগী হয়েছে নবান্ন।

> **জেলা শাসকদের তদারকির নির্দেশ**

রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, ‘কোনও কারণে কোনও পঞ্চায়েত একটা সময় পিছিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু পিছিয়ে পড়ার কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ওই পঞ্চায়েতগুলি আগামী দিনে ভালো ফল করবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।’

ন্যাজাট দুর্ঘটনায় পুলিশের জালে ২

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : শেখ শাহজাহানের মামলার অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়িতে ধাক্কার ঘটনায় অবশেষে ২ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রুহুল কুদ্দুশ শেখ ও উত্তর সর্দার ওরফে সুশান্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর আগেও শাহজাহানের বাড়িতে ইডির ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুশান্ত। ভোলানাথের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করেছিল পুলিশ। ৮ জনের নামে এফআইআর দায়ের হয়েছে। কিন্তু রাহুল বা সুশান্তের নাম তাতে নেই।

ন্যাজাট থানা এলাকা থেকে রুহুলকে এবং পোলেরহাট এলাকায় সুশান্তকে একটি গোপন আস্তানা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগেও একাধিক অভিযোগ উঠেছে সুশান্তের বিরুদ্ধে। জমি দখল, হুমকি দেওয়া, শাহজাহানের নির্দেশে বিভিন্ন বেআইনি কাজে তাঁর নাম জড়িয়েছিল।

কিন্তু কেন ভোলানাথের গাড়িতে ধাক্কা মারার ঘটনায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তে রুহুলের নাম উঠে এসেছে। শনিবার রুহুল ও সুশান্তকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাঁদের ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতে চাওয়া হয়। এঁদের হেপাজতে নিয়ে বাকি অভিযুক্তদের ধরার চেষ্টা করছে পুলিশ।

তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা, এই ঘটনায় অভিযুক্তদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে ধৃতদের। ভোলানাথ দাবি করেছিলেন, ঘটনার সময় শাহজাহানের অনুগামীদের আশপাশে দেখেছিলেন তিনি। তবে নিম্ন আদালত ধৃতদের ৯ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে। এখনও ধরা পড়েনি অভিযুক্ত লরিচালক।

বিয়ের মরশুমে ব্যস্ততা বেড়েছে ছাঁচশিল্পীদের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : বিয়েবাড়িতে বাঙালি বাড়ির মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু থাকে তত্ত্বের রং-বেরংয়ের মিষ্টি। কোথাও প্রজাপতি, কোথাও আবার বর-বউয়ের আদলে সাজানো পুতুল, কোনও মিষ্টিতে বড় বড় করে আবার লেখা থাকে ফুলশয্যা। কথায় আছে, ‘টোপর দেওয়া গোরুর গাড়ি, পাত্র যাবে শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যাবে বাজনা-তাসা, আর তত্ত্বে নিও ফেনী বাতাসা।’ তত্ত্বে ফেনী বাতাসা নিয়ে যাওয়ার যুগ এখন হারিয়েছে। তবে যুগ পেরোলেও হারায়নি তত্ত্বে থাকা ছাঁচের সন্দেশের রমরমা। বিয়ের জাঁকজমক মিটলে আত্মীয়দের মধ্যে যখন এই মিষ্টির ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে রীতিমতো হইচই চলতে থাকে, তখন কি তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন এই সন্দেশের নকশার জাদুকরদের কথা? বহু বছর ধরে এই ছাঁচের সন্দেশের কারিগরদেরই গল্প বুনে চলেছে উত্তর কলকাতার রবীন্দ্র সরণি। টিমটিম করে অস্তিত্বের লড়াই এখনও চালিয়ে যাচ্ছে শিল্পটি। তবে বিয়ের মরশুম শুরু হলে ছবিটা বদলায়। একের পর এক অর্ডারের ভিড়ে তখন কারিগরদের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়!

তখন পড়ন্ত দুপুর। নতুন বাজার এলাকায় ঢুঁ মারতেই দেখা গেল সারি সারি দোকানে চলছে সেগুন কাঠ কেটে ছাঁচ তৈরির কাজ। ঘুপচি দোকানগুলিতে তখন খদ্দেরের ভিড়। কেউ অর্ডার দিচ্ছেন হস্তবন্ধনের ছাঁচ তৈরির, কোনও কোনও মিষ্টির দোকানদার আবার শুভবিবাহ লেখা ছাঁচের বরাত দিতে ব্যস্ত। একই সঙ্গে চলছে মনোরঞ্জন, কস্তুরী, আম সন্দেশ, প্রজাপতি, মাছ, গাত্র হরিদ্রা ছাপের বেচাকেনা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এখানে কাঠ খোদাই করে এই ছাঁচ তৈরির কাজ করে আসছেন গুটিকয়েক কারিগর। মিষ্টি ব্যবসায়ীরা এই ছাঁচ দিয়েই বানিয়ে ফেলেন সন্দেশের হরেক রকম নকশা। ৪০ বছর ধরে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত উজ্জ্বল দাস। বললেন, ‘নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসটায় কাজের ভীষণ চাপ। এক সপ্তাহের মধ্যে খদ্দেররা অর্ডার ডেলিভারি চান। ওই সময়ের মধ্যেই যত্ন করে কাঠ কেটে, সূক্ষ্ম নকশা তুলে খদ্দেরদের চাহিদা মতো ডাইস তৈরি করে দিতে হয়। ভাইফোঁটা, দীপাবলি, দুর্গাপুজোর মরশুমেও অর্ডার খারাপ আসে না।’

নতুন বাজার থেকে এই ছাঁচ রাজ্য ও দেশের গণ্ডি পেরিয়ে পাড়ি দেয় শিলিগুড়ি, কোচবিহার, মালদা সহ আমেরিকা, কানাডার মতো ভিনদেশেও। আধুনিকতার যুগে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ কতটা প্রশ্নের মুখে? উদ্বেগের সুরে ভোলানাথ দাসের উত্তর, ‘নতুন প্রজন্ম আদৌ কি জানে এই শিল্পের কথা? মিষ্টি এখন হাতেই বেশি তৈরি হয়। দোকানে কারিগরের অভাব থাকলে তারা ছাঁচের ওপর ভরসা রাখেন। তবে এই সূক্ষ্ম কাজের বিকল্প যন্ত্র কেউ কোনওদিন তৈরি করতে পারবে না।’ বেশিরভাগ কারিগররাই বাবা-ঠাকুরদার হাতে কাজ শিখেছেন। তাঁরা ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে যেতে চাইলেও নতুন প্রজন্ম এই শিল্প থেকে মুখ ফিরিয়েছে। বছর ষাটের অসীম দাসের দুশ্চিন্তা, ‘আমার দুই মেয়ের একজনও এই কাজ করতে চায়নি। আমরা চোখ বুজলে এই পাড়াটাই উঠে যাবে। বিয়ের মরশুমে তো এখনও কোনওদিন ৪ হাজার টাকার, কোনওদিন বা ৫-৬ হাজার টাকার অর্ডার আসে। খালি হাতে দোকানের ঝাঁপ ফেলতে হলেই ভয় লাগে। মনে হয় কিছু বছর পর দোকানটার কী হবে!’

গায়ে হলুদের মিষ্টির ছাঁচ বানাতে ব্যস্ত শিল্পী। উত্তর কলকাতার রবীন্দ্র সরণিতে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়।
লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখালেখি

শীতের দিনে তোমার আনন্দ হয় কেন, কষ্ট পাও কেন?

এ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে তোমার নাম, স্কুলের নাম, আর তোমার বাড়ির ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 8597258697 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

যমজের কাণ্ড

শাঁওলি দে

নোলক আর নালক ছয় বছরের ছোট্ট দুই খুদে যমজ ভাইবোন। অবশ্য ছয় হতে ওদের কয়েকদিন বাকিই আছে, তবু কেউ ‘হাউ ওল্ড আর ইউ’ প্রশ্ন করলে ওরা বেশ গম্ভীর ভাব নিয়ে অনেকদিন আগে থেকেই বলে ওঠে, ‘উই আর সিক্স ইয়ার্স ওল্ড’! ফাইভ ইয়ার্সটায় কেমন যেন বেবি বেবি শোনায়!

বয়সে খুদে হলে কী হবে দুজনের দৌরাত্ম্যে মায়ের অবস্থা শোচনীয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই দুজনের নানা কাণ্ডকারখানায় বাড়ির সকলে তো বটেই স্কুল এবং আশপাশের লোকেরাও অতিষ্ঠ। এই এটা টানছে, ওটা খুলছে, খেলনা ভাঙছে, বিছানায় পাতা নতুন চাদর টেনে নিয়ে তাঁবু বানাচ্ছে, কাণ্ডকারখানা তো আর একটা নয়। এই তো সেদিন টিভিতে ছবি আসতে দেরি হচ্ছিল বলে রিমোটটা তুলে নালক এমন ছুড়ে দিল, ওমনি ইয়াব্বড় টিভির স্ক্রিন ভেঙেটেঙে চৌচির। এর ওপর তো নালকের চাইতে দুই মিনিটের বড় দিদি নোলকের সারাদিন ‘ভালো লাগছে না’ বলে ঘ্যানঘ্যানানি রয়েইছে।

নালকের প্রিয় খেলা হল বিভিন্ন জিনিস ভেঙে ওর নাড়িভুঁড়ি বের করে দেওয়া আর আলমারি বা ওই জাতীয় বেশি উচ্চতার জায়গা থেকে নির্দ্বিধায় লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। নোলক তেমন হাতেপায়ে দুষ্টুমি না করলেও ভাইয়ের সংগত সে ভালো করেই দেয়। এই দুই বাচ্চাকে নিয়ে মায়ের ঝামেলার শেষ নেই।

অবশেষে একদিন ছুটি পাওয়া গেল। বিদেশ থেকে বহুদিন পর বান্ধবী আসায় নোলক-নালকের মায়ের সারাদিনের আড্ডা খাওয়াদাওয়ার প্ল্যান হল। সকালে সবাই মিলে বের হবে, সারাদিন ঘুরেফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরতে ফিরতে রাত। কুড়িয়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতো এমন একদিনের ছুটি হাতছাড়া করা যায়?

কিন্তু বাদ সাধল নোলক-নালক। এখন ওদের স্কুল ছুটি, সারাদিন রাখবে কে? ওদের আত্মীয়স্বজন এখানে তেমন নেই যে তাঁদের কাছে একদিনের জন্য জমা করে যাবে। আর অন্য কারও কাছে ওদের রাখার সাহসও বাবা-মায়ের হয় না। কী জানি কীসের থেকে কী করে বসবে, কোন দামি জিনিসের হাড়গোড় খুলে দেবে!

স্কুলের দিনগুলোতে একটা দিদি এসে দেখাশোনা করে যায়, তাও সে স্কুল ছুটির পর থেকে ওদের মায়ের অফিস থেকে ফেরা পর্যন্ত! তাকে বলেকয়ে একদিন সকালে আসতে বলেও কাজ হয় না। ওর সকালে অন্য দুটো বাড়িতে রান্নার কাজ থাকে, সুতরাং তাকে পাওয়াও মুশকিল!

তুমি কি একদিন ম্যানেজ করতে পারবে না? কাঁদো কাঁদো মুখে মা ওদের বাবার দিকে তাকায়।

এই সময় অফিসে কাজের প্রচুর চাপ, অফ তো নেওয়া যাবেই না, তবে একটা বুদ্ধি করা যায়, নোলক-নালকের বাবা বলেন।

কী বুদ্ধি? মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তুমি একটাকে নিয়ে যাও, আমি অন্যজনকে। তাহলেই একমাত্র সব দিক বজায় থাকবে! ল্যাপটপে ডেটা এন্ট্রি করতে করতে বাবা বলে ওঠেন!

ঝলমলে মায়ের মুখটা আবারও অন্ধকার হয়ে যায়। ধুস! এইটা কোনও বুদ্ধি হল? দুজনেই আমার সঙ্গে যেতে চাইবে, জানেই আমার সঙ্গে গেলেই মজা হবে। আর তাছাড়া একজনকেও নিয়ে যাওয়া চাপের, কেউ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যাচ্ছে না। থাক! তার চাইতে না-ই করে দিই।

আরে না না, আগেই না কোরো না, এভাবে তো কোনওদিনই তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। মায়ের দিকে তাকিয়ে নোলক-নালকের বাবা বলেন।

তবে করবটা কী?

(দুই)

অবশেষে একটা উপায় বের হল। ওদের ফ্ল্যাটের উলটো দিকের কাকিমা মাঝেমধ্যেই কোনওকিছু ভালো খাবার বানালে দিতে আসেন। তিনিই সব শুনে বললেন, আরে আমার কাছে রেখে যাও না, একটা তো বেলা! কীইবা এমন করবে! মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর আমি আর তোমাদের কাকু তো একাই থাকি, একদিন না হয় বাড়িটা একটু গমগম করুক।

বেশ খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওদের মা রওনা দিল দুগ্গা দুগ্গা করে। এত বছর পর পুরোনো বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা আর বিদেশ ফেরত বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হওয়ার উত্তেজনাই আলাদা। নোলক-নালকও গুড গার্ল ও গুড বয় হয়ে থাকবে কথা দিল।

দুপুর অবধি ভালোই কাটল। দুই-তিনবার ফোন করেও শুনে নিল ওদের মা। নাহ খেলনাপাতি ও টুকটাক মোবাইলে কার্টুন দেখেছে তারা, সেভাবে ভাঙচুর বা অন্য দুষ্টুমি তেমন করেনি।

আড্ডার মাঝেই খাওয়াদাওয়ার আয়োজন শুরু হল। রেস্টুরেন্টের টেবিল বুক করাই ছিল। তবু খাবার তৈরি হয়ে টেবিল অবধি পৌঁছাতে পৌঁছাতে সাড়ে তিনটে বেজে গেল। খিদেও পেয়ে গেছে সবার খুব। নোলক-নালকের মা বিরিয়ানির প্রথম চামচ মুখে দিয়েছে কি দেয়নি ওমনি ফোন। স্ক্রিনে তাকাতেই দেখে কাকিমা কলিং। এইসময় ফোন? ওদের কমন ছাদটা খোলা, সেখানে উঠে গেল না তো নালক? নোলক ঠিক আছে তো? প্রথমে খারাপ চিন্তাই মাথায় আসে। সভয়ে ফোনের সবুজ বোতামটা টিপে ধরল নোলক-নালকের মা।

(তিন)

কাকিমার হাউমাউ কান্না শুনে খাওয়া আড্ডা অর্ধেক রেখেই চলে আসতে হয়েছে ওদের মাকে। কাকিমা ওকে দেখে আরও জোরে কেঁদে উঠলেন, দুষ্টু বাচ্চা তাও রাখা যায়, এরা তো রীতিমতো অসভ্য! উফ! অসহ্য!

ছেলেমেয়ের দিকে কটমট করে তাকিয়ে মা ধীর গলায় বলে, কী করেছে কাকিমা ওরা?

কাকিমা উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে জড়ানো গলায় বলেন, আরে ওদের খাওয়াদাওয়ার পর টিভির সামনে বসিয়ে যেই খেতে গেছি দেখি আমার প্রিয় টিনা আর হিনাকে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েছে! ভাবো!

মা জানলার কাছে রাখা ফাঁকা খাঁচাটার দিকে তাকায়। কাকিমার বহুদিনের প্রিয় দুই টিয়াপাখি থাকে ওখানে, মানে সকাল অবধিও ছিল, এখন নেই। পাজির পাঝাড়া দুটো খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েছে।

ছেলেমেয়ের দিকে কড়া চোখে তাকায় মা, ততক্ষণে ফোন পেয়ে বাবাও চলে এসেছে। ঘটনা শুনে স্তম্ভিত তিনিও। কড়া গলায় বলে ওঠেন, এই শেষ আজ যা করলি আর তোদের বাড়িতে রাখা নেই, হস্টেলই তোদের জন্য ঠিক।

সে তো দেবই, তার আগে বাড়িতে চল অসভ্যতা কাকে বলে আজ বোঝাই! মা রাগি গলায় বলে।

নোলক ও নালক দুজনে দুজনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, তারপর নোলক মা ও বাবার দিকে এগিয়ে এসে বলে, পাখিদুটোও তো হস্টেলে ছিল মা, ওদের বাবা, মা ঘরবাড়ি ছেড়ে। কারও ভালো লাগে এমন বন্ধ থাকতে?

নালক বলে, ওরা তো আকাশে থাকতে চায়, জানলা দিয়ে আকাশ দেখে ওদের কি আনন্দ হয়? ওই তো আমরা দেখলাম খাঁচা খুলে দেওয়ার পর কেমন আনন্দে উড়ে চলে গেল।

নোলক বলে, হ্যাঁ একবারও তো খাঁচার দিকে তাকাল না। তাই তো ওদের উড়িয়ে দিলাম, থাক নিজের জায়গায়। তার চেয়ে বরং আমাদেরই হস্টেলে দিয়ে দাও।

মা-বাবার রাগি মুখটা ক্রমশ নরম হয়ে আসে। কী বলে এই খুদে দুষ্টু বাচ্চাদুটো? এত দুষ্টুমির মাঝেও ওদের এত সুন্দর মন তৈরি হয়ে গেছে? নোলক-নালকের মায়ের মনে পড়ল, এই তো সেদিনই ছেলেমেয়েকে বলেছিলেন, ‘বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।’

জানলা দিয়ে বিকেলের পড়ন্ত আলো ঘরে ঢুকছে। কাকিমার ফুঁপিয়ে কান্নাটাকে আর তেমন জরুরি মনে হচ্ছে না, বরং আকাশে উড়তে থাকা দুটো অজানা অচেনা পাখির কিচিরমিচির শব্দটা কানে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে। কী যেন বলতে বলতে উড়ে চলে যাচ্ছে পাখি দুটো। আচ্ছা ওরা কি নোলক-নালককে ‘থ্যাঙ্কিউ’ বলল?

বড়দের লেখালেখি

একগুচ্ছ ছড়া

সাহানুর হক

শীতের দিনে

রতন, মদন, রহিম, করিম
শুনবি নাকি আয়,
শীতের দিনে দু-চার কথা
বলতে যে মন চায়।

দূর্বা ঘাসের ডগায় জমে
বিন্দু বিন্দু জল,
হিমেল হাওয়ার ধোঁয়ার বাড়ি
দেখবি নাকি চল।

সেই সকালে পাড়ায় পাড়ায়
শিউলি ফুলের কুঁড়ি,
তুলতে বেরোয় চাদর ঢেকে
থুরথুরে এক বুড়ি।

গাঁয়ের মানুষ, শহুরে মানুষ
এক রকমের পোশাক,
ধরার মাঝে এই ছবিটা
কেউ আমাকে দেখাক!
মোল্লা পাড়ায়, দত্ত পাড়ায়
একই সুরে হাসি,
চা দোকানি বিনোদ কুমার
ভীষণ রকম খুশি।

দেখতে চাইলে এসব ছবি
ভাঙতে হবে ঘুম,
খুব সকালে শীতের দিনে
সুখ কুড়ানোর ধুম।

ডিসেম্বরের কথা

আজ সকালে যখন আমি
ঘুমিয়ে আছি ঘরে,
একটি পাখি ডাক দিয়েছে
কান ফিশফিশ করে।

বাইরে একা বেরিয়ে তখন
দেখি ভোরের আলো,
ধোঁয়া হেঁটে যাচ্ছে পথে
বাকি সবই কালো।

এমন সময় আবছা মাঠে
হুক্কাহুয়া শেয়াল,
দৌড়ে গিয়ে বিছানায় শুই
টপকে বাড়ির দেয়াল।

স্বপ্ন ভেবে চিমটি কাটি
নিজের হাতে ব্যথা,
আজ এটুকুই থাকল তবে
ডিসেম্বরের কথা।

শীত এসেছে

শীত এসেছে শীত এসেছে
একই রকম কথা,
ভোলাপাড়ায়-পিকনিধারায়
সবখানেতেই যথা।

এই তো সেদিন বৃষ্টি ছিল
সকাল বিকাল রোজ,
এখন আবার পাচ্ছি না তো
মেঘ পিওনের খোঁজ?

আফজাল আলি রৌদ্রে বসে
শরীরে মাখে ওম,
ঠান্ডা বাতাস এবার বুঝি
একটুখানি কম।

খগেন বুড়োর চায়ের দোকান
গল্প জমে বেশ,
বাংলা ভাষায় সাহিত্য নাকি
কলকাতাতে শেষ?
হাজার মুখে হাজার কথা
শীতের পোশাক পরে,
আমি গিয়ে পড়তে বসি
সিলেবাসটা ধরে!

শীতের ভজন

ড্রয়িং রুমের ভেতর যখন
একলা বসে থাকা,
স্মৃতির মধ্যে দমকা হাওয়া
তোমার ছবি আঁকা।

ক্লান্ত রাতে বিষাদ প্রাতে
স্বপ্ন খোঁজাখুঁজি,
বসন্ত নয়, সুখের ঘরে
শীত ঢুকে যায় রোজ-ই।

নতুন করে নতুন সুরে
কি বলি আর ভাই,

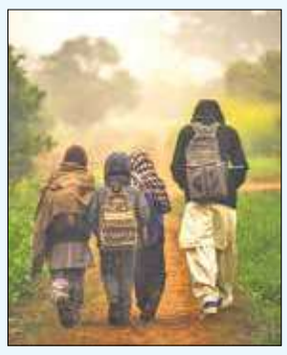

সবাই মিলে যে যার মতো
শীতের ভজন গাই।

শীত ঢুকেছে বাড়ি

পৌষ এসেছে অবশেষে
শীত ঢুকেছে বাড়ি,
রোদের দিন একটু করে
হচ্ছে যে দরকারি।

মানুষ মানেই দুই কথা কয়
দেখি যে দিনদিন,
ভুলতে পারে স্বার্থ পেলে
প্রকৃতিরও ঋণ।

শীতের দিনে তারা কেন
রোদের কথা ভাবে?
রোদের দিনে আবার তারাই
শীতকালকে ডাকে।

অক্ষর সাজাও

- ততপননয়
- হমপরসং
- কবিতিনঅমা
- শোন্দননযদা
- নীবিব্রলাসিজ
- রশ্বিমাকুঅনী
- কুরতিলঘুপ

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : খলজি বংশ, হায়দর আলি, ইলবার্ট বিল, ইলতুৎমিস, আকবরনামা, আলেকজান্ডার, টিপু সুলতান

বুদ্ধি-শুদ্ধি

যে কোনও Lock খুলতে হলেই key-এর দরকার। কিন্তু কোন key দিয়ে lock খোলা যায় না?

একজনকে বারোজনে পরিণত করতে হবে। আর একটি মাত্র অক্ষর যোগ করা যাবে। কীভাবে হবে?

অনেক ফলই আছে যা আমরা খাই না। কিন্তু একটা ফল আছে যা আমরা কখনও খাই না, শুধু তাকিয়ে দেখি। কী ফল?

একটি টকটকে লাল রঙের ফুল কখন ছুটে এসে আঘাত করতে পারে।

না পারলে দেখে নাও

Monkey ও Turkey, ‘একজন’-এর মাঝখানে ‘ড’ যোগ করে এক ডজন, ফলাফল, জবা উলটে দিলে বাজ

পাতালঘর ও হামি

সিনেমার গপ্পো

আমাদের দেশে এবং বিদেশেও ছোটদের জন্য বেশ কিছু অসাধারণ সিনেমা তৈরি হয়েছে। তার পরিচয় দিতেই তোমাদের জন্য এই কলম। এর আগে কিছু সিনেমা নিয়ে এই কলমে কথা হয়েছে। এবার বলি আরেকটি সিনেমার কথা। এই ছবির নাম ‘পাতালঘর’। এটি বাংলা ভাষার একটি জনপ্রিয় সায়েন্স-ফিকশন ও অ্যাডভেঞ্চারভিত্তিক সিনেমা। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই সিনেমাটি মজা, রহস্য এবং অ্যাডভেঞ্চারের এক সুন্দর মিশ্রণ। এটি ২০০৩ সালে মুক্তি পায়। ছবির পরিচালক অভিজিৎ চৌধুরী।

এই ছবির গল্প শুরু হয় এক রহস্যময় ঘরকে কেন্দ্র করে, যার নাম ‘পাতালঘর’। বহু বছর আগে বিজ্ঞানী ক্লাউড মুলার শব্দের শক্তি ব্যবহার করে একটি বিশেষ অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই পরীক্ষার পর তিনি রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ হয়ে যান।

অনেক বছর পর কয়েকজন মানুষ আবার সেই পাতালঘর আর মুলারের আবিষ্কার খুঁজতে শুরু করেন। তাঁদের পিছু নেয় কিছু লোভী লোক, যারা এই শক্তিশালী আবিষ্কার দখল করতে চায়। এরপর শুরু হয় রহস্য, অভিযান, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আর দারুণ থ্রিলের গল্প।

এর পরের সিনেমা হল ‘হামি’। এটি শিশুদের অনুভূতি নিয়ে একটি সুন্দর বাংলা চলচ্চিত্র। মুক্তি পায় ২০১৮ সালে। পরিচালনা করেছেন নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। হামি ছবির গল্প দুটি ছোট্ট ছেলেমেয়েকে ঘিরে। মেয়েটির নাম ভাবু আর ছেলেটির নাম বুম্বা। তারা একই স্কুলে পড়ে এবং খুব ভালো বন্ধু। একদিন ভাবুকে খুশি করতে বুম্বা তাকে একটি ‘হামি’ দেয়। এই অতি সাধারণ বিষয়টি স্কুলে ও বাড়িতে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করে। বড়রা ভাবে এটি খুব গুরুতর ঘটনা। এরপর ছোটদের সরল বন্ধুত্ব নিয়ে বড়দের অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ায় নানা সমস্যা তৈরি হয়। এই সিনেমা আমাদের শেখায়, ছোটদের দুনিয়ায় বন্ধুত্ব মানে নিখাদ ভালোবাসা। সেখানে কোনও অসৎ ভাবনার জায়গা নেই। আর বড়দের উচিত, বিচার করার আগে পুরো বিষয়টি বোঝা এবং সংযমী থাকা। বড়রা অনেক সময় শিশুদের কাজকে ভুল বুঝতে পারে, সেটিই ছবির মূল বার্তা।

আঁকিবুকি

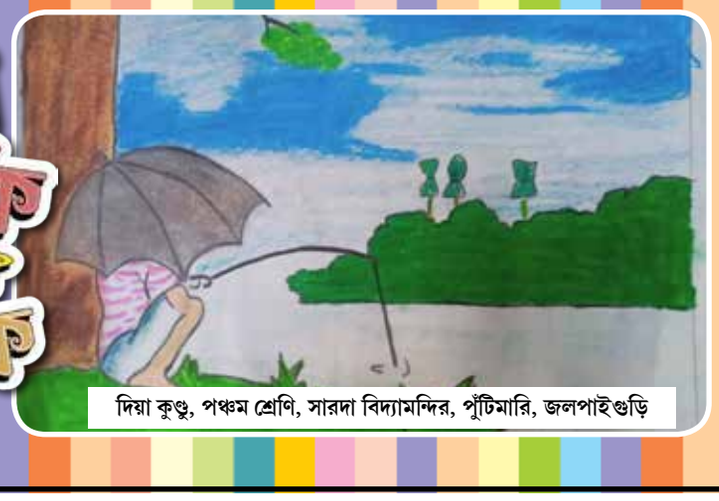

দিয়া কুণ্ডু, পঞ্চম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি

মিতু সরকার, নবম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি

দেবদূতা সাহা, অষ্টম শ্রেণি, সুনীতি অ্যাকাডেমি, কোচবিহার

ভাস্করজিৎ গোস্বামী, প্রথম শ্রেণি, হোলি চাইল্ড স্কুল, জলপাইগুড়ি

শশীর গড়ে পদ্ম-ঝড়

লালদুর্গ কেরলে ইউডিএফ-এরও বিপুল জয়

তিরুবনন্তপুরম ও নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : কেরলের রাজনীতি বরাবরই সিপিএমের নেতৃত্বাধীন এলডিএফ এবং কংগ্রেস শাসিত ইউডিএফের মধ্যে বিভক্ত। এহেন 'দ্বিমেরু'তে বিভক্ত কেরলে এবার তৃতীয় শক্তি হিসেবে মাথা তুলতে শুরু করেছে বিজেপি। দেশের মধ্যে একমাত্র বামশাসিত রাজ্যের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমের শহুরে এলাকা শনিবার থেকে শুধুই গেরুয়াময়। দীর্ঘ ৪৫ বছর বাদে এলডিএফের হাত থেকে তিরুবনন্তপুরম কর্পোরেশন ছিনিয়ে নিল বিজেপি তথা এনডিএ।

কেরলের রাজধানী শহরের ১০১টি ওয়ার্ডের মধ্যে এনডিএ জিতেছে ৫০টি আসনে। এলডিএফের আসন কমে হয়েছে ২৯টি। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ পেয়েছে ১৯টি আসন। নির্দলরা পেয়েছে ২টি আসন। প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে একটি আসনে ভোটগ্রহণ হয়নি। গতবার এলডিএফ ৫১টি, এনডিএ ৩৪টি এবং ইউডিএফ ১০টি আসন পেয়েছিল। শুধু তিরুবনন্তপুরম নয়, এর্নাকুলাম জেলার ত্রিপুনিথুরা পুরসভাতেও এলডিএফকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে বিজেপি। অপরদিকে পালাক্কাড় পুরসভায় এবারও জিতে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছে গেরুয়া শিবির। এর পাশাপাশি ২৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতও গেরুয়া শিবিরের পকেটে এসেছে। বছর ঘুরলেই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কেরলেও বিধানসভা ভোট। তার আগে স্থানীয় ভোটে গেরুয়া শিবিরের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ধন্যবাদ তিরুবনন্তপুরম। কর্পোরেশনের ভোটে বিজেপি-এনডিএ-র পক্ষে ফল কেরলের রাজনীতির ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। মানুষ বুঝতে পেরেছে গেরুয়া জোটের একমাত্র উদ্দেশ্য হল উন্নয়ন। আমাদের দল শহরের উন্নয়ন ও মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে কাজ করবে।' ৫০০ খ্রিস্টান পরিবারের সঙ্গে ওয়াকফ বোর্ডের জমি বিবাদে উত্তাল এর্নাকুলাম জেলার মুনাবামেও জয়ী হয়েছে এনডিএ।

ধন্যবাদ তিরুবনন্তপুরম। কর্পোরেশনের ভোটে বিজেপি-এনডিএ-র পক্ষে ফল কেরলের রাজনীতির ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা।
নরেন্দ্র মোদি

স্বীকার করতেই হবে বিজেপির এই জয় ঐতিহাসিক। একইসঙ্গে এটা স্পষ্ট যে রাজ্যজুড়ে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া বইছে।
শশী থারুর

শুধুমাত্র বামেদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কারণেই নয়, তিরুবনন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের গড় বলেও পরিচিত। সেখানে বিজেপির এমন দাপুটে জয় শুধু সিপিএমে নয়, কংগ্রেসের অন্দরেও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। শশী থারুরকে নিয়ে এমনিতেই বিড়ম্বনার অন্ত নেই কংগ্রেসে। থারুর এক্সে লিখেছেন, 'স্বীকার করতেই হবে বিজেপির এই জয় ঐতিহাসিক। একই সঙ্গে এও স্পষ্ট যে রাজ্যজুড়ে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া বইছে। গোটা রাজ্যে ইউডিএফের বিরাট সাফল্য এটাই প্রমাণ করে যে আগামী দিনে কেরলে বদল আসতে চলেছে।'

স্থানীয় নির্বাচনে সার্বিক সাফল্যের নিরিখে শীর্ষে ইউডিএফ। সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, রাজ্যের মোট ৯৪১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫০৫টি, ১৫২টি ব্লক পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭৯টি, ১৪টি জেলা পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফের ঝুলিতে এসেছে। পাশাপাশি রাজ্যের ৮৭টি পুরসভার মধ্যে ৫৪টি এবং ৬টি কর্পোরেশনের মধ্যে ৪টি দখল করেছে ইউডিএফ। এলডিএফ পেয়েছে ৩৪০টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৬৩টি ব্লক পঞ্চায়েত, ৭টি জেলা পঞ্চায়েত, ২৮টি পুরসভা এবং ১টি কর্পোরেশন। আগামী বছর কেরলে বিধানসভা ভোট। তার আগে স্থানীয় নির্বাচনে ইউডিএফের ওপর আস্থা রাখায় কেরলের জনসাধারণকে কুর্নিশ জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বামেদের বিপর্যয়ের পর কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন বলেছেন, 'এই ফল প্রত্যাশা করিনি। কেন এই ফল তা পর্যালোচনা করব।' ৯ ও ১১ ডিসেম্বর দুই দফায় স্থানীয় ভোট হয়েছিল কেরলে।

সূর্য ডোবার পালা... শনিবার জয়পুরে।

বাজেয়াপ্ত ৯২ কোটি টাকার সম্পত্তি

নকশাল দমনে বড় সাফল্যের দাবি

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : কেন্দ্র শনিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সরকারি বাহিনী এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলি ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে মাওবাদীদের আর্থিক উৎসগুলিকে ঠিকমতো ধ্বংস করতে পেরেছে। এইসব অভিযানে মোট ৯২ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সরকারের দাবি, এই পদক্ষেপের ফলে শহুরে নকশালদের মনোবলের ওপর গুরুতর আঘাত হানা সম্ভব হয়েছে এবং তাদের নেটওয়ার্কের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করা গিয়েছে।

২০২৬-এর মার্চ মাসের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণভাবে নকশালমুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কেন্দ্র কাজ করছে। এজন্য জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-তে একটি বিশেষ শাখা তৈরি করা হয়েছে, যা ৪০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। এছাড়া রাজ্য সরকারি সংস্থাগুলি আরও ৪০ কোটি টাকা এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ১২ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নকশাল প্রভাবিত জেলার সংখ্যা ২০১৪ সালে ১২৬টি থেকে কমে বর্তমানে ১১টিতে দাঁড়িয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত জেলার সংখ্যা ৩৬টি থেকে মাত্র ৩টিতে নেমে এসেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে চলতি বছরে এ পর্যন্ত ৩১৭ জন মাওবাদী নিহত হয়েছেন, ৮৬২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ১,৯৭৩ জন আত্মসমর্পণ করেছেন। গত দুই বছরে মাওবাদীদের ২৮ জন শীর্ষ নেতা নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে চলতি বছরে কেন্দ্রীয় কমিটির পাঁচ জন সদস্যও রয়েছেন।

মাওবাদী দমন কৌশল প্রসঙ্গে সরকার জানিয়েছে, তারা পূর্ববর্তী সরকারগুলির অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে একটি সমন্বিত, বহু-মাত্রিক ও সিদ্ধান্তমূলক কৌশল গ্রহণ করেছে। নিরাপত্তা জোরদার করতে গত ছয় বছরে ৩৬১টি নতুন নিরাপত্তা শিবির এবং ৬৮টি নাইট-ল্যান্ডিং হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে। নকশাল অধ্যুষিত অঞ্চলে যোগাযোগ ও চলাচলের উন্নতির জন্য সরকার গত দশ বছরে পরিকাঠামো নির্মাণে জোর দিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১২ হাজার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ এবং মোবাইল ও ইন্টারনেট সংযোগ উন্নত করার জন্য ৫,০০০-এর বেশি টাওয়ার স্থাপন।

মাওবাদী প্রভাবিত অঞ্চলগুলিতে ১৮০৪টি নতুন ব্যাংক শাখা, ১,৩২১টি এটিএম এবং ৫,৮৯৯টি পোস্ট অফিস খোলা হয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে গত ১১ বছরে মাওবাদী হিংসা ৭০ শতাংশের বেশি কমেছে, অসামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং হাজার হাজার মাওবাদী ক্যাডার সমাজের মূলস্রোতে ফিরে এসেছেন বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

শরিকদের সভায় ডাকেনি কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন এবং ভোট চুরির অভিযোগের বিরুদ্ধে রবিবার রামলীলা ময়দানে সমাবেশের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস। সেখানে উপস্থিত থাকবেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সহ দলের শীর্ষনেতৃত্ব। তবে এই সমাবেশে 'ইন্ডিয়া' জোটের কোনও শরিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। যা রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে।

কংগ্রেসের যুক্তি স্পষ্ট, এসআইআরের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে দলের নিজস্ব উদ্যোগ। দেশজুড়ে কয়েক সপ্তাহ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছে কংগ্রেস, সংসদের ভিতরে ও বাইরে এই ইস্যুতে ধারাবাহিকভাবে সরব হয়েছে দল। তাই এই সমাবেশকে কংগ্রেসেরই কর্মসূচি হিসেবে রাখা হয়েছে। কিন্তু যে ইস্যুতে সংসদে বিরোধী ঐক্যের ছবি দেখা গিয়েছিল, রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে যেখানে 'ইন্ডিয়া' জোট একসঙ্গে আওয়াজ তুলেছিল, সেই একই ইস্যুতে সবচেয়ে বড় জনসমাবেশে সেই ঐক্যের প্রতিফলন কেন নেই?

সূত্রের খবর, কংগ্রেসের অন্দরমহলে এই প্রশ্ন নিয়ে প্রথম থেকেই তীব্র মতবিরোধ ছিল। দলের একাংশের মত ছিল, এই মুহূর্তে বিরোধী ঐক্যের বার্তা আরও জোরালো করতে সব শরিক দলকে ময়দানে নামানো উচিত। অন্য অংশের যুক্তি ছিল, যেহেতু আন্দোলনের সংগঠক ও মুখ্য চালিকাশক্তি কংগ্রেস, তাই এই সমাবেশ দলীয় ব্যানারেই হওয়া উচিত। দলের অন্দরের খবর, আমন্ত্রণ জানানো হলেও অনেক দল তাদের শীর্ষনেতাদের বদলে দ্বিতীয় সারির প্রতিনিধিকে পাঠাতে পারে। ফলে সমাবেশমঞ্চে বিরোধী ঐক্যের ছবি তৈরি হত না। তাই কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত 'একলা চলো' নীতিতে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঝুঁকি নিতে নারাজ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

বাংলার ভোটের আগে নাড্ডাকে বদল নয়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : হাতে সময় অতি অল্প। পাখির চোখ এখন শুধু পশ্চিমবঙ্গ। ২০২৬ সালের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির পদে পরিবর্তনের রাস্তায় হাঁটতে চাইছেন না দলীয় শীর্ষনেতৃত্ব। ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভোট হওয়া পর্যন্ত জগৎপ্রকাশ নাড্ডাই থাকতে চলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে। ২০২১-এর ভোটে বিজেপি রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জায়গা করে নিলেও তাদের পায়ের তলার জমি এখনও পাকা হয়নি। সর্বত্র বুথভিত্তিক সংগঠন এখনও পর্যন্ত শক্তিশালী হয়নি। উলটোদিকে তৃণমূল যেভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে বাংলা ও বাঙালি বিরোধী বহিরাগত তকমা লাগিয়ে দিয়েছিল, সেই দংশন আজও তাড়া করে গেরুয়া শিবিরকে।

২০২৬-এর আগে সেজন্য পদ্মশিবির আরও সতর্ক। দলের অন্দরমহলের মতে, নাড্ডাকেই ধরে রাখার পক্ষে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। পশ্চিমবঙ্গের এক বিজেপি নেতার দাবি, 'রাজ্যে ভোটের আগে সংগঠনের মাথায় নতুন কাউকে বসানো মানে অকারণে এক্সপেরিমেন্ট। সেই ভুল করার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না মোদি-শা।' কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখন ব্যস্ত উত্তরপ্রদেশের সভাপতি নির্বাচন এবং শীতকালীন অধিবেশন নিয়ে। রবিবারের মধ্যেই উত্তরপ্রদেশের নতুন সভাপতি ঘোষণা হওয়ার কথা। সামনে যেহেতু মল মাস, তাই ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৪ জানুয়ারি বিজেপির 'অন্দরের ক্যালেন্ডার'-এ কোনও শুভ বা বড় কাজ শুরু হয় না। তারপর সংসদের বাজেট অধিবেশন। তা মিটলেই বেজে যাবে বাংলার নির্বাচনি দামামা। ফলে প্রস্তুতির সময় কার্যত সীমিত।

■ পশ্চিমবঙ্গের ভোট হওয়া পর্যন্ত জগৎপ্রকাশ নাড্ডাই থাকতে চলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে

■ রাজ্যে ভোটের আগে সংগঠনের মাথায় নতুন কাউকে বসানো মানে অকারণে এক্সপেরিমেন্ট। সেই ঝুঁকি নিতে চাইছে না নেতৃত্ব

■ নাড্ডা ব্যক্তিগতভাবে বাংলার ভোট-প্রভারীদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে দিয়েছেন

বাংলার দায়িত্ব ইতিমধ্যেই তুলে দেওয়া হয়েছে সংগঠনের অভিজ্ঞ কৌশলী ভূপেন্দ্র যাদবের হাতে। সূত্রের খবর, সংগঠন মজবুত করতে প্রথম ধাপে সংগঠনের বাস্তবিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে গ্রাম থেকে জেলা, জেলা থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত কোথায় কোন ফাঁকফোকর, কোথায় শক্ত ঘাঁটি, কোথায় ক্ষয় সবই নথিভুক্ত করা হচ্ছে। এর পরের ধাপ সবচেয়ে স্পর্শকাতর, প্রার্থী বাছাই। কোন আসনে কাকে দাঁড় করালে ভিত মজবুত হবে, কোথায় নতুন মুখ, কোথায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রশমনের প্রয়োজন, এই পুরো জটিল অঙ্কটাই এখন যাদবের টেবিলে।

দলীয় সূত্রের দাবি, জেপি নাড্ডা ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগতভাবে বাংলার ভোট-প্রভারীদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছেন। ফলে নাড্ডাকে রেখেই বঙ্গের ভোট ময়দানে নামতে চাইছেন বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব।

সভাপতি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি রাজ্য থেকে আরও দু'জন সাংসদকে কেন্দ্রে মন্ত্রী করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও দিল্লির দরবারে এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হয়নি। তবে বিহার ভোটের আগে যেভাবে বিজেপি নেতৃত্ব হঠাৎই 'কল্পতরু'র মতো হয়ে উঠেছিলেন, বাংলায় ভোটের আগে তেমনই সাংগঠনিক উপহার বা রাজনৈতিক চমক যে আসতে পারে, তা আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন গেরুয়া শিবিরের অভ্যন্তরীণ নেতারাই।

একমঞ্চে রাহুল-আদানি

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : এমন একটি দিনও যায় না যেদিন দেশের অগ্রণী ধনকুবের ব্যবসায়ী তথা আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানির বিরুদ্ধে কংগ্রেস তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বিষোদগার করেন না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আদানিদের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে হামেশাই তোপ দাগেন তিনি। এহেন 'শত্রু' গৌতম আদানির সঙ্গে এবার একমঞ্চে দেখা গেল রাহুল গান্ধিকে। সৌজন্যে প্রবীণ এনসিপি (এসপি) নেতা শারদ পাওয়ার। তাঁর ৮৫ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বার্থ ডে পার্টির আয়োজন করেছিলেন পাওয়ার। সেখানে রাহুল, প্রিয়াংকা সহ দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের পাশাপাশি শিল্পপতিরাও হাজির ছিলেন।

জানা গিয়েছে, শারদ পাওয়ারের জন্মদিনের অনুষ্ঠানেই রাহুলের সঙ্গে দেখা হয় গৌতম আদানির। তাঁরা হাসিমুখে কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি উষ্ণ করমর্দনও করেন। যদিও রাহুল-আদানি সাক্ষাতের বিরল দৃশ্যের ছবি যাতে কোনওভাবেই সংবাদমাধ্যমের সামনে 'ফাঁস' না হয়, তা সুনিশ্চিত করেন পাওয়ার-কন্যা সুপ্রিয়া সুলে। তাই তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে রাহুল, প্রিয়াংকাদের এবং শারদ পাওয়ারের সঙ্গে গৌতম আদানির ছবি সামনে এলেও রাহুল-আদানি সাক্ষাতের কোনও ছবি প্রকাশ্যে আসেনি। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণেই ওই ছবি প্রকাশ্যে আনা হয়নি বলে মনে করা হচ্ছে।

বিজেপি অবশ্য এই ঘটনায় কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধিকে ছেড়ে কথা বলতে নারাজ। দলের আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এই ঘটনাকে কংগ্রেসের সুবিধাবাদ বলে খোঁচা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধি নিয়মিতভাবে আদানি, আম্বানি সহ ভারতের অগ্রণী উদ্যোগপতিদের আক্রমণ করেছেন। তাঁদের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যে ব্যবসায়ী নেতার বিরুদ্ধে রাহুল বিষোদগার করেন, তাঁর সঙ্গেই দেখা করেছিলেন তিনি।' এর আগে কংগ্রেসশাসিত রাজ্যগুলিতে আদানি গোষ্ঠীর বিনিয়োগের ব্যাপারেও সাফাই দিতে শোনা গিয়েছিল রাহুলকে।

ভক্তকে আশীর্বাদ ভগবানের। শনিবার বারাণসীতে।

সিএএ-র আওতায় অসমে প্রথম নাগরিকত্ব

শিলচর, ১৩ ডিসেম্বর : সিএএ-র আওতায় অসমে ভারতের প্রথম নাগরিকত্ব পেলেন এক বাংলাদেশি মহিলা। ৪০ বছর বয়সি ওই মহিলা ২০০৭ সালে চিকিৎসার জন্য পরিবারের এক সদস্যের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসেন। তারপর অসমের শ্রীভূমি জেলার এক বাসিন্দাকে বিয়ে করে ভারতেই থেকে যান। ওই মহিলার পদবি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আইনজীবী জানান, সিএএ বিধি তৈরি হওয়ার পর অসমে বসবাসকারী ওই বাংলাদেশি ভারতের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেন। তাঁর প্রথম আবেদনটি বাতিল হয়েছিল সীমানা পুনর্নির্ধারণের কারণে তৈরি হওয়া জটিলতার জেরে। পরে তাঁর পুনর্বিবেচিত আবেদন অনুমোদিত হয়। আইনজীবী ধর্ম্মানন্দ দেব জানান, সিএএ-এর ৫(১)(সি) এবং ৬বি ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মহিলাকে এদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ধারাগুলি একজন ভারতীয় নাগরিককে বিয়ে করা ব্যক্তিকে ভারতে সাত বছর বসবাসের পর নাগরিক হওয়ার সুযোগ দেয়। তাঁর সঙ্গে কাছাড় জেলার ৬১ বছর বয়সি আরও একজন পুরুষও নাগরিকত্ব পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক শংসাপত্রগুলি জারি করেছে। তবে সামাজিক হয়রানির আশঙ্কায় দু-জনের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

২০১৯-এর ডিসেম্বরে সিএএ পাশ হওয়ার পর অসমে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বারবার বলেছেন, বেশিরভাগ হিন্দু ১৯৭১ সালের সময়সীমার আগেই অসমে চলে এসেছিলেন। সিএএ কার্যকর হওয়ার পর থেকে অসমে প্রায় ৪০ জন নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন।

দিল্লিতে জারি বিধিনিষেধ

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : দিল্লির বাতাসের গুণমান (একিউআই) শনিবার সিভিয়ার বা অতি বিষাক্ত শ্রেণিতে নেমে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান (গ্র্যাপ)-এর তৃতীয় পর্যায় কার্যকর করেছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, এদিন দুপুরে শহরের একিউআই ৪০৫ রেকর্ড করা হয়, যা স্বাস্থ্যগত দিক থেকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কমিশন একিউআই ৪০০ মাত্রা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লি-এনসিআর জুড়ে গ্র্যাপ-৩ বিধিনিষেধ জারি করেছে। এই বিধিনিষেধের আওতায় অপ্রয়োজনীয় নির্মাণ ও ধ্বংসের কাজ যেমন মাটি খোঁড়ার কাজ, পাথর ভাঙা, খনন এবং ইটের ভাটার কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া বিএস-৩ পেট্রোল এবং বিএস-৪ ডিজেলচালিত চার চাকার গাড়ি চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ভারতকে চাপে ফেলে বিপাকে আমেরিকাই

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : ভারতের ওপর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জারি করা শুল্ক বাতিলের লক্ষ্যে মার্কিন প্রতিনিধিসভায় একটি প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। শুক্রবার বিরোধী দল ডেমোক্র্যাট পার্টির কংগ্রেসম্যান ডেবোরা রস, মার্ক ভেসি এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজা কৃষ্ণমূর্তি এই যৌথ প্রস্তাবটি আনেন। তাঁরা দাবি করেছেন, ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত আরোপিত এই শুল্ক 'বেআইনি' এবং এটি আমেরিকার শ্রমিক, ক্রেতা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

আইনপ্রণেতারা বলেন, 'ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকনমিক পাওয়ার্স অ্যাক্টের (আইইপিএ) অধীনে জরুরি ক্ষমতা ব্যবহার করে যে শুল্ক আরোপ করেছিলেন, তা প্রত্যাহার করা জরুরি। অগাস্টে ভারতের রুশ তেল কেনার কারণ দেখিয়ে ট্রাম্প দু-দফায় মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। ডেমোক্র্যাটদের আনা এই প্রস্তাবটি ব্রাজিলের ওপর অনুরূপ শুল্ক বাতিলের জন্য আনা সেনেটের একটি দ্বিদলীয় প্রস্তাবের অনুসরণ।

ডেবোরা রস তাঁর কেন্দ্র নর্থ ক্যারোলিনার পরিস্থিতি তুলে ধরে বলেন, 'এই অঙ্গরাজ্যের অর্থনীতি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে গভীরভাবে যুক্ত, যেখানে ভারতীয় কোম্পানিগুলি হাজার হাজার কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। ট্রাম্পের শুল্কের জেরে নর্থ ক্যারোলিনার অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।' কংগ্রেস সদস্য ভেসি বলেন, 'ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ও অর্থনৈতিক অংশীদার, অথচ এই শুল্ক সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের ওপর করের বোঝা বাড়াচ্ছে, যা মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার আমজনতার ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করছে।'

রাজা কৃষ্ণমূর্তি বলেন, 'আমেরিকার স্বার্থরক্ষার বদলে ট্রাম্পের শুল্কবাণ মার্কিন সাপ্লাই লাইনে আঘাত হানছে, পণ্যের জোগান কমাচ্ছে, ফলে আমেরিকানরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে।' তাঁর মতে, এই শুল্ক প্রত্যাহার হলে ভারত-মার্কিন অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার হবে। এটি কংগ্রেসের সাংবিধানিক বাণিজ্য ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ বলে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে দিল্লিতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী কুমার তাঁর বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে বলেন, 'দেশে

মার্কিন কংগ্রেসে ট্রাম্পের শুল্ক বাতিলের প্রস্তাব

কংগ্রেস ছাড়া কোনও কার্যকরী বিরোধী দলের অস্তিত্ব নেই, তবে দলটি কোথাও যেন নিজের ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং এর পুনরুজ্জীবন একটি জাতীয় কর্তব্য।' তিনি গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের মহত্ত্বের কথা তুলে ধরেন এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বের উদাহরণ দেন। তবে অশ্বিনী কুমার বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী সবকিছু ভুল করেন' বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা ঠিক নয়। তিনি স্বীকার করেন যে কংগ্রেসকে শাসকদলের ত্রুটি খোঁজার পরিবর্তে 'অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা দেখতে হবে'।

এইচ-১বি'র ফি বৃদ্ধি ২০ রাজ্যের মামলা

ওয়াশিংটন, ১৩ ডিসেম্বর : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের এইচ-১বি ভিসার ফি ১ লক্ষ ডলারে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা করেছে আমেরিকার ২০টি প্রদেশ। রাজ্যগুলির দাবি, ট্রাম্পের এই নীতি বেআইনি এবং এর ফলে স্বাস্থ্য, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি স্কুলগুলির মতো গুরুত্বপূর্ণ জনপরিষেবাগুলিতে দক্ষ কর্মীর অভাব ক্রমশ বাড়ছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল রব বন্টা, যাঁর দপ্তর এই মামলার নেতৃত্ব দিচ্ছে, তিনি বলেছেন, 'প্রশাসনের এই বিপুল ফি আরোপের কোনও আইনি ক্ষমতা নেই।' তিনি যুক্তি দিয়েছেন, ক্যালিফোর্নিয়ার অর্থনীতিতে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা দক্ষ কর্মীদের অবদান রয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের 'অবৈধ' ফি রাজ্যের সরকারি নিয়োগকর্তা এবং জরুরি পরিষেবা প্রদানকারীদের ওপর 'অপ্রয়োজনীয় আর্থিক বোঝা' তৈরি করছে।

একটি ঘোষণার মাধ্যমে গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন এইচ-১বি ভিসার আবেদনের ক্ষেত্রে এই ১ লক্ষ ডলারের ফি কার্যকর করার নির্দেশ দেন। আগে এই ভিসার জন্য সংস্থাগুলিকে মাত্র ৯৬০ ডলার থেকে ৭,৫৯৫ ডলার পর্যন্ত খরচ করতে হত। রাজ্যগুলির অভিযোগ, এই নীতি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আইন এবং মার্কিন সংবিধান লঙ্ঘন করেছে, কারণ এটি প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে এড়িয়ে গিয়েছে এবং কংগ্রেসের এক্তিয়ার লঙ্ঘন করেছে। তারা বলছে, এইচ-১বি ভিসার ফি শুধুমাত্র ভিসা প্রক্রিয়াকরণের খরচ সামাল দেওয়ার জন্য ধার্য করা হত। কিন্তু সেই প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে সরে এসেছে ট্রাম্প সরকার।

মামলাকারী রাজ্যগুলির অ্যাটর্নি জেনারেলরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, এই ফি শিক্ষকতা এবং স্বাস্থ্যপরিষেবার মতো ক্ষেত্রগুলিতে কর্মী সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

গ্রেপ্তার প্রাক্তন আধিকারিক

গুয়াহাটি, ১৩ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ভারতীয় বায়ুসেনার এক প্রাক্তন জুনিয়ার ওয়ারেন্ট অফিসারকে গ্রেপ্তার করেছে অসম পুলিশ। ধৃতের নাম কুলেন্দ্র শর্মা। তাঁকে শুক্রবার রাতে অসমের তেজপুরের পটিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

অসম পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বেশ কিছুদিন ধরে কুলেন্দ্র শর্মার ওপর নজর রাখা হচ্ছিল। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বায়ুসেনার এই প্রাক্তন আধিকারিকের সঙ্গে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ছিল এবং তিনি দেশের সংবেদনশীল তথ্য তাদের সরবরাহ করতেন।

শোনিতপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হরিচরণ ভূমিজ জানিয়েছেন, ধৃতের মোবাইল এবং ল্যাপটপ থেকে বেশ কিছু সন্দেহজনক তথ্য মিলেছে, যদিও কিছু তথ্য অভিযুক্ত মুছে ফেলেছেন বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ধৃতের সঙ্গে পাকিস্তানের সন্দেহজনক যোগ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাবে না।

কুলেন্দ্র শর্মা ২০০২ সালে অবসরগ্রহণের আগে তেজপুরে বিমানবাহিনীর ঘাঁটিতে জুনিয়ার ওয়ারেন্ট অফিসার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। অবসরের পর তিনি কিছুদিন তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে এবং শনিবার তাঁকে আদালতে হাজির করানো হবে। এদিকে শনিবার পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অরুণাচলপ্রদেশ থেকে এক কাশ্মীরি যুবককে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। ধৃতের নাম হিলাল আহমেদ। হিলালের সঙ্গে কুলেন্দ্র শর্মার যোগাযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৭৮১ আত্মহত্যা

মুম্বই, ১৩ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্রে একবছর ধরে দেবেন্দ্র ফড়নবিশের নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। অথচ তারপরও কৃষক আত্মহত্যা বন্ধ হচ্ছে না মারাঠাভূমে। বিপুল ঋণের বোঝা, ফসল নষ্ট, অতিবৃষ্টির মতো একাধিক কারণে চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ৭৮১ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।

মহারাষ্ট্রের বিধান পরিষদে লিখিত জবাবে এই তথ্য তুলে ধরেছেন রাজ্যের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী মকরন্দ যাদব (পাতিল)। সরকারি তথ্যে জানা গিয়েছে, সর্বাধিক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বিদর্ভের নাগপুর বিভাগে। চলতি বছর সেখানে আত্মহত্যা করেছেন ২৯৬ জন কৃষক। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশও নাগপুরের নেতা।

কর বাঁচাতে উপহার দিন মিউচুয়াল ফান্ড

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

এদেশে বিনিয়োগের সব থেকে জনপ্রিয় মাধ্যম হল মিউচুয়াল ফান্ড। বিগত কয়েক বছরে ফান্ডে লগ্নি বহুগুণ বেড়েছে। ফান্ডে লগ্নিকারীদের জন্য নিয়ামক সংস্থা সেবি একগুচ্ছ নতুন নিয়ম এনেছে। যা লগ্নিকারীদের একাধিক সুবিধা দেবে। সেবির আনা পরিবর্তনগুলি হল—

■ আগে শুধু ডি ম্যাটে থাকা ফান্ড ইউনিটগুলি উপহার দেওয়া যেত। এখন সাধারণ স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট (এসওএ)-এ থাকা ইউনিটও উপহার দেওয়া যাবে।

■ নমিনেশনের পদ্ধতি আরও সরলীকরণ করা হয়েছে।

■ ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের নিয়ম কঠোর করা হয়েছে। যাতে লগ্নিকারীদের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছোয়।

■ একই বিভাগে একাধিক প্রকল্প চালু রাখতে নয়া নিয়ম আনার পরিকল্পনা করছে সেবি।

এই পরিবর্তনগুলি মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নিতে নতুন মাত্রা আনবে। তবে উপহারের বিধি শিথিল করাটা লগ্নিকারীদের জন্য বড় আশীর্বাদ হতে পারে। এতদিন শুধু ডি ম্যাট অ্যাকাউন্টে থাকা ইউনিটগুলি পরিবারের অন্য সদস্যদের উপহার দিয়ে কর বাঁচানোর সুবিধা নিতেন লগ্নিকারীরা।

ধরা যাক কারুর কাছে ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট রয়েছে। এই ইউনিটগুলি রিডিম করলে নিয়মানুযায়ী আয়কর দিতে হয়। কিন্তু কোনও ব্যক্তি তা রিডিম না করে পরিবারের অন্য সদস্য যাঁরা আয়কর দেওয়ার সীমার অনেক নীচে রয়েছেন তাঁদের উপহার দিতেন। এতে ওই ব্যক্তির আয়কর বাঁচানো যেত। যাঁদের এই ইউনিট উপহার দেওয়া হত তাঁরা ৮৭এ ধারায় আয়কর ছাড়ের সুযোগ নিতেন। তবে এই সুবিধা শুধু ডি ম্যাটে থাকা ইউনিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। সেবির বর্তমান নিয়মে এই সুবিধাকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

এছাড়াও আগে কোনও লগ্নিকারীর মৃত্যু হলে ডি ম্যাটে থাকা ইউনিটও উত্তরাধিকারীর কাছে পৌঁছোত না। নমিনিকে ইউনিট রিডম করে তবেই সেই অর্থ নিতে হত। এই নিয়মও পরিবর্তন হয়েছে। লগ্নিকারীর উত্তরাধিকারীরা সেই ইউনিট নিজের অ্যাকাউন্টে নিতে পারবেন। ফলে বিক্রি করলে যে কর দিতে হত তা আর দিতে হচ্ছে না। এরপর নিজের ইচ্ছে মতো ইউনিট রিডিম করার সুযোগ পাবেন উত্তরাধিকারীরা। আগের নিয়মে রিডিম করে পুনরায় ইউনিট কিনতে হত।

এতদিন শুধুমাত্র ডি ম্যাট অ্যাকাউন্টে থাকা ইউনিটই উপহার হিসেবে পরিজন, বন্ধু-বান্ধবকে দেওয়া যেত। ডি ম্যাটে না থাকলে সেই ইউনিট বিক্রি করে পুনরায় কিনতে হত। ফলে ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স বা মূলধনী লাভ কর দিতে হত। এখন থেকে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকেও ইউনিট উপহার হিসেবে দেওয়া যাবে। ফলে এই কর দেওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবেন লগ্নিকারীরা। আগের নিয়মে খাতায়-কলমে উপহার দেওয়ার সুবিধা থাকলেও বাস্তবে তার কোনও সুবিধা পেতেন না লগ্নিকারীরা। সেই বিক্রি করে পুনরায় কিনতে হত। ফলে কর গুনতে হত। এখন থেকে নিয়ম পরিবর্তন ফান্ডে লগ্নিকারীদের জন্য কর সাশ্রয়ের বড় সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

এক কথায় নয়া নিয়মের ফলে-

■ পরিবার, বন্ধু বা সন্তানকে ফান্ড ইউনিট উপহার দেওয়া যাবে।

■ নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি দাতার অ্যাকাউন্ট থেকে গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে ইউনিট স্থানান্তর হয়ে যাবে।

■ উপহার দাতা এবং পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া উপহার কর মুক্ত।

■ পরিবারের বাইরে কাউকে দিলে শর্তসাপেক্ষে কর দিতে হবে।

■ ইউনিট রিডিমের সময় মূলধন লাভ কর (ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স) প্রযোজ্য।

■ আয়কর আইনের ৮৭এ ধারায় ডেট ফান্ডের ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় কর মুক্ত হবে।

মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট উপহার দেওয়ার নয়া বিধি যেমন লগ্নিকারীদের বিপুল কর ছাড়ের সুবিধা দেবে, তেমনই নমিনেশনের নয়া নিয়মও লগ্নিকারীদের স্বস্তি দেবে। সেবি নতুন নমিনেশন ফর্ম্যাট চালু করেছে, যা সহজেই পূরণ করা যাবে। যাঁদের মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি রয়েছে তাঁরা নমিনির বিষয়টি দ্রুত মিটিয়ে ফেলতে পারেন। নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ উত্তরাধিকারীর হাতে সহজেই তুলে দিতে যা একান্তই জরুরি।

এছাড়াও সেবি ডিজিটাল বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রেও নিয়মকানুন কঠোর করেছে। বিনিয়োগকারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সব থেকে বড় ভূমিকা নেয় ডিজিটাল বিজ্ঞাপন। অনেক ক্ষেত্রে পরোক্ষে বিনিয়োগকারীদের বড় মুনাফার ইঙ্গিত দেওয়া হয়। এই বিষয়টি এড়াতে বিজ্ঞাপনের বিধি আরও কঠোর করেছে সেবি।

অন্যদিকে লগ্নিকারীদের আরও সুবিধা দিতে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব পর্যালোচনা করছে সেবি। তাঁর মধ্যে অন্যতম হল-

■ লগ্নিকারীদের খরচ কমাতে টিইআর (টোটাল এক্সপেন্স রেশিও) কমানো হতে পারে। এই কমানোর হার ওপেন এন্ডেড স্কিমের জন্য ০.১৫ শতাংশ এবং ক্লোজ এন্ডেড স্কিমের জন্য ০.২৫ শতাংশ হতে পারে।

■ ব্রোকারেজ চার্জও কমানো হতে পারে।

■ খরচের কাঠামোকে সহজ ও স্বচ্ছ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাতে লগ্নিকারীদের লগ্নির খরচ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়।

■ বিভিন্ন অতিরিক্ত খরচকে টিইআর-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। এতে সার্বিকভাবে লগ্নিকারীদের খরচ কমাবে।

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

টাকার নিরন্তর দুর্বলতা ভাবাচ্ছে

নিফটি, সেনসেক্স শক্তি দেখালেও ক্রমাগত জৌলুস হারাচ্ছে মিড ও স্মল ক্যাপ শেয়ার

বোধিসত্ত্ব খান

ব্যাপারটা খানিকটি এরকম দাঁড়িয়েছে ভাঙব কিন্তু মচকাব না। যে নিফটি ২৬০৪৬.৯৫ পয়েন্টে ট্রেড করছে, সেনসেক্স ৮৫২৬৭.৬৬ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে সেখানে বৃহত্তর বাজারে মিড ও স্মল ক্যাপ শেয়ারগুলির অবস্থা যে খুব ভালো এমনটি মোটেই নয়। ১৪ ডিসেম্বর অবধি নিফটি ১০.১৬ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে এবং সেনসেক্স ৯.১২ শতাংশ (২০২৫-এ) সেখানে বিএসই স্মল ক্যাপ দিয়েছে ৭.৭৭ শতাংশ নেগেটিভ রিটার্ন এবং মিড ক্যাপ মাত্র ০.০৭ শতাংশ। তবে মন্দের মধ্যে আশাও রয়েছে। নিফটি মেটাল এই বছরে ২১.৯৫ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে। নিফটি ব্যাংক রিটার্ন দিয়েছে ১৬.৭৭ শতাংশ।

চিন্তাবৃদ্ধি করে চলেছে এফআইআইরা। কেবলমাত্র ডিসেম্বরে তারা ১৯৬০৫.৫১ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে। জুলাই ২০২৫ থেকে এখনও অবধি ১৪৯৭১৮.১৬ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে তারা। এবার টাকা যে ডলারের সাপেক্ষে ৯০.৫৫-তে নেমে এসেছে, তার মধ্যে অন্যতম কারণ এই এফআইআই-দের দেশ ছেড়ে যাওয়া। দ্বিতীয় বড় কারণ হল, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট অর্থাৎ একটি দেশের আমদানি যখন রপ্তানির থেকে বেশি হয় তখন বেশি পরিমাণ ডলার দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সোনা এবং ক্রুড অয়েলের দাম বৃদ্ধির কারণেও ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এবং ডলারের যত চাহিদা বৃদ্ধি পাবে টাকা ততই কমজোরি হতে থাকবে। যুদ্ধ, ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পেলে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন হেজিংয়ের জন্য ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

অনেক সময় ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরবিআই ইচ্ছে করে টাকার পতন আটকায় না, যাতে রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা অটুট থাকে। এটাকে সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত মন্দা হিসেবে ধরে নেয় তারা। এই যে টাকা ক্রমাগত দুর্বল হচ্ছে এতে লাভ হয়ে থাকে যে কোনও রপ্তানিমুখী সেক্টর যেমন আইটি, ফার্মা প্রভৃতি। অন্যদিকে যে সেক্টরগুলি ক্ষতির মুখে পড়তে পারে তার মধ্যে রয়েছে অয়েল (আপস্ট্রিম) যে কোম্পানিগুলি ভারতে আমদানি করে থাকে তারা। তবে টাকার পতন সার্বিকভাবে ভারতীয় অর্থনীতির জন্য ভালো নয়। এতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলির দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

আমেরিকার ফেডারেল ব্যাংক আবার ২৫ বেসিস পয়েন্ট ইন্টারেস্ট রেট কমিয়েছে। এর ফলস্বরূপ দারুণ প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন কমোডিটির ওপর। দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছে সোনা, রুপো এবং কপারের দাম। কলকাতাতে (স্পটপ্রাইস) ২৪ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার দাম চলছে ১৪০০৫৭.৭০ টাকা। রুপো প্রায় প্রতিদিন তার সর্বকালীন উচ্চতা ছুঁয়ে ফেলছে। প্রতি কিলো রুপো শেষ ট্রেড করছিল ১৯৮০০০ টাকা প্রতি কিলো। শুক্রবার বিএসই মেটালে যে ২.৫৮ শতাংশ উত্থান এল তার পিছনে দুর্বল ডলার ইন্ডেক্স এবং চিনের সহায়ক ফিসক্যাল পলিসির হাত থাকতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

শুক্রবার যে মেটাল শেয়ারগুলিতে সবাধিক উত্থান আসে তার মধ্যে অন্যতম ছিল হিন্ডালকো (৩.৩৭ শতাংশ), হিন্দুস্থান কপার (৭.০৭ শতাংশ), হিন্দুস্থান জিঙ্ক (৭.৪৬ শতাংশ), ন্যালকো (৫.২৪ শতাংশ), এনএমডিসি (৩.৪৯ শতাংশ), টাটা স্টিল (৩.৩১ শতাংশ), বেদান্ত (২.৭৫ শতাংশ) ইত্যাদি।

হিন্দুস্থান জিঙ্ক ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রুপো উৎপাদন করা কোম্পানি। আবার হিন্দুস্থান কপার ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কপার উৎপাদন করা কোম্পানি। যে কারণে দিনের পর দিন রুপো এবং কপারের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে এই দুটি ধাতুর অত্যধিক চাহিদা। রুপোর ব্যবহার রয়েছে ওষুধ, সোলার প্যানেল, ইলেক্ট্রনিক্স, ব্যাটারি, ইলেক্ট্রিক ভেহিকল, জল পরিশোধন প্রভৃতিতে। কপারের ব্যবহার রয়েছে ট্রান্সমিশন, ডেটা সেন্টার, ইলেক্ট্রিক ভেহিকল, উইন্ড এনার্জি প্রভৃতিতে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

টানা চারদিন পতনের পর সপ্তাহের শেষ দিকে ফের ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষে সেনসেক্স ৮৫২৬৭.৬৬ এবং নিফটি ২৬০৪৬.৯৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। সেনসেক্স ৮৫ হাজারে এবং নিফটি ২৬ হাজারে ফিরে আসায় শেয়ার বাজার নিয়ে ফের আশা বেড়েছে লগ্নিকারীদের। তবে এখনই পাকাপাকিভাবে ছন্দে ফিরেছে, তা বলার সময় আসেনি। ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। এইসময় লগ্নি এবং পোর্টফোলিও গুছিয়ে নেওয়ার সেরা সুযোগ, আগামীদিনের বুল রানে সেই লগ্নির সুফল পাওয়া যাবে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই প্রত্যাবর্তনে সবথেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। বুধবার ফেডারেল রিজার্ভ আমেরিকায় সুদের হার কমিয়ে ৩.৫ শতাংশ থেকে ৩.৭ শতাংশ করেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে আমেরিকা সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়েছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিগত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াও রেপো রেট ০.২৫ শতাংশ কমিয়েছিল। সুদের হার কমানোর এই জোড়া সিদ্ধান্ত শেয়ার বাজারে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। চলতি সপ্তাহে শেয়ার বাজারের জন্য ইতিবাচক বার্তা এনেছে মূল্যবৃদ্ধির হারও। নভেম্বরে দেশে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ০.৭ শতাংশ হয়েছে। যদিও অক্টোবরে মূল্যবৃদ্ধির হার সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে ০.২৫ শতাংশ হয়েছে। আগামী কয়েক মাস এই প্রবণতা বজায় থাকতে পারে। যা লগ্নিকারীদের স্বস্তি দেবে।

ভারত-আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত না হওয়া অবশ্য শেয়ার বাজারের দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই চুক্তি দ্রুত চূড়ান্ত হওয়া জরুরি। বাণিজ্য চুক্তি ইতিবাচক হলে লম্বা দৌড়ের প্রস্তুতি শুরু করবে ভারতীয় শেয়ার বাজার। ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা 'টাকা'র দামে রেকর্ড পতনও শেয়ার বাজার নিয়ে আশঙ্কা তৈরি করেছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির টানা শেয়ার বিক্রিও ভারতীয় শেয়ার বাজারকে অস্থির করেছে। বেশি রিটার্নের আশায় এবং সামনে বড়দিনের উৎসব থাকায় এই লগ্নি সরছে। তবে জানুয়ারি থেকে ফের এই লগ্নি ভারতে ফিরতে পারে। বিদেশি লগ্নি ফিরলে ফের সর্বকালীন উচ্চতার নয়া নজিরের ভাঙা-গড়ার খেলা চলবে শেয়ার বাজারে।

এই লেখায় বহুবার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, সোনার চেয়ে রুপোয় লগ্নি আগামী দিনে বেশি লাভজনক হতে পারে। বর্তমানে সেই পূর্বাভাস বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতি কেজি রুপোর দাম এখন দুই লক্ষ টাকার কাছে পৌঁছেছে। আগামী দিনে তা আরও ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে। অন্যদিকে সোনার দামও ফের ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। তবে আগামী দিনে সোনার দামে সংশোধন হতে পারে।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **জিএনএফসি :** বর্তমান মূল্য-৪৯০.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৩১/৪৪৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৪৬৫-৪৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭২১২, টার্গেট-৬০০।

■ **লুপিন :** বর্তমান মূল্য-২১১৩.৯০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৪০৩/১৭৯৫, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-২০০০-২১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৬৫৬৩, টার্গেট-২৫৬০।

■ **হ্যাল :** বর্তমান মূল্য-৪৩০২.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫১৬৫/৩০৪৬, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-৪১৫০-৪২৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৮৭৭৪০, টার্গেট-৪৯০০।

■ **জে কুমার ইনফ্রা :** বর্তমান মূল্য-৫৬৪.৩০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৯৫/৫৪০, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-৫৩৫-৫৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪২৭০, টার্গেট-৭২০।

■ **আইটিসি হোটেল :** বর্তমান মূল্য-১৯৩.৬৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৬১/১৫৫, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১৭৫-১৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪০৩২৮, টার্গেট-২৫৫।

■ **জেনেসিস ইন্টারন্যাশনাল :** বর্তমান মূল্য-৪১৪.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১০৫৫/৩৯০, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-৩৯০-৪১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭২৯, টার্গেট-৫৬০।

■ **এলআইসি হাউসিং :** বর্তমান মূল্য-৫৩২.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৪৬/৪৮৪, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫১০-৫৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৯২৮৫, টার্গেট-৬৩৫।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ইমামি

● **সেক্টর :** এফএমসিজি ● **বর্তমান মূল্য :** ৫৩৯ ● **১ বছরের সর্বনিম্ন/ সর্বোচ্চ :** ৪৯৮/৬৫৩ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ২৩৫৫১ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১ ● **বুক ভ্যালু :** ৬০.২২ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ১.৮৫ ● **ইপিএস :** ১৭.২৭ ● **পিই :** ৩১.২৪ ● **পিবি :** ৮.৯৬ ● **আরওসিই :** ৩২.৪ শতাংশ ● **আরওই :** ৩০.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৬৭০

একনজরে

■ দেশের অন্যতম অগ্রণী এফএমসিজি সংস্থা হল ইমামি।

■ সংস্থার জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলি হল বোরোপ্লাস, নবরত্ন, ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম, ডার্মিকুল, জান্দু বাম, কেশ কিং, জান্দু পঞ্চরিষ্ঠ, মেস্কো প্লাস বাম ইত্যাদি।

■ সারা দেশে ৪ হাজারের বেশি ডিস্ট্রিবিউটার এবং প্রায় ৫০ লক্ষ রিটেল আউটলেটে সংযুক্ত রয়েছে এই সংস্থা।

■ মোট আয়ের ১৬ শতাংশ বিদেশে রপ্তানি থেকে আসে।

■ দেশে ৫টি এবং বিদেশে ৪টি কারখানা রয়েছে এই সংস্থার।

■ সংস্থার ঋণের অঙ্ক একেবারে নগণ্য।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ১০ শতাংশ কমে প্রায় ৮০০ কোটি এবং নিট মুনাফা ৩০ শতাংশ কমে ১৪৮ কোটি টাকা হয়েছে। তৃতীয় কোয়ার্টারে ভালো ফল করতে পারে এই সংস্থা।

■ সংস্থার ৫৪.৮৪ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রোমোটারের হাতে। দেশি, বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ২৫.০১ শতাংশ এবং ১০.৯৩ শতাংশ শেয়ার।

■ মতিলাল অসওয়াল, প্রভুদাস লীলাধর, শেয়ার খান সহ একাধিক বোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে সওয়াল করেছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

MIND SCAN
Be Kind to Your Mind
মনোরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য | সাইকোলজি ও কাউন্সেলিং
যৌন অক্ষমতা প্রতিকার | নেশার আসক্তি মুক্তি
ডাঃ ত্বিষাম্পতি নস্কর
MBBS, MD (PSYCHIATRY)
হাকিমপাড়া, ভুটিয়া মার্কেটের বিপরীতে, শিলিগুড়ি
9242 000 242

কর্মীদের তিরস্কার মেয়রের

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের আধিকারিক এবং কর্মীদের তিরস্কার করলেন মেয়র গৌতম দেব। এদিন গৌতম বলেন, 'রিপোর্ট কার্ডে টক টু মেয়রের ৮৭ শতাংশ অভিযোগের সমাধান হয়ে গিয়েছে দেখানো হলেও, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই।' তিনি যোগ করেন, 'যে বা যারা রিপোর্টের কপিগুলি কম্পিউটারে তুলছে, আমি দেখতে পাচ্ছি তার সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। অভিযোগের তারিখ কম্পিউটারে তোলা হচ্ছে, কিন্তু কাজের অগ্রগতির বিষয়ে কিছুই রিপোর্টে তোলা হচ্ছে না। এখনও পর্যন্ত আমি ফোনে ৩১১৬টি অভিযোগ শুনেছি। এরকম অনুষ্ঠান ভারতের আর কোথাও হয় না। মানুষ টক টু মেয়রে ফোন করেন সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশায়। তাঁদের অভিযোগকে এভাবে ফেলে রাখলে চলবে না।' এদিন গৌতমের এই বক্তব্যর পর বিরোধীরা প্রশ্ন করছেন, তাহলে কি মেয়র আধিকারিক এবং কর্মীদের দিয়ে নির্দেশ পালন করাতে পারছেন না?

আলোচনায় মহাশ্বেতা

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শত বছরেও প্রাসঙ্গিক সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর লেখনী আজও দাগ কাটে পাঠকের মনে। লেখিকার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে শনিবার উত্তরবঙ্গ বইমেলায় 'শতবর্ষে মহাশ্বেতা, জীবন, সাহিত্য ও সংগ্রাম' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক বিপুল দাস। মহাশ্বেতা দেবীর লেখা গল্প 'স্তনদাতা'-র কেন্দ্রীয় চরিত্র যশোদার কাহিনী আজকের সমাজেও কীভাবে খুব প্রাসঙ্গিক, তা আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেন তিনি। মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেকবার কথা হয়েছিল শিক্ষাবিদ পাশারুল আলমের। উত্তরবঙ্গের চা বাগান, আদিবাসী সমাজ, নকশাল আন্দোলন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিষয়গুলিই এদিন তুলে ধরেন। এছাড়াও গল্পকার সঞ্জীবন দত্ত রায় এবং অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদাররাও আলোচনায় মহাশ্বেতা দেবীর লেখনী এবং প্রতিটি লেখার মধ্যে থাকা সামাজিক বার্তার কথা তুলে ধরেন। এদিনের আলোচনায় অনেকটা আক্ষেপের সুরে বক্তারা জানান, এত বড় একজন সাহিত্যিকের জন্মশতবর্ষ, অথচ তা নিয়ে রাজ্যের কোথাও সেভাবে অনুষ্ঠান চোখে পড়ল না। এদিনের আলোচনা সভাটি সঞ্চালনা করেন লেখক কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য।

পুলিশের অনুষ্ঠান

ইসলামপুর, ১৩ ডিসেম্বর : শনিবার ইসলামপুর তিস্তাপল্লি প্রাঙ্গণে ইসলামপুর পুলিশ জেলার উদ্যোগে শীতকালীন প্রশিক্ষণ শিবিরের সিজন-২'এর উদ্বোধন করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার জবি থমাস, ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিক ও অন্য স্থানীয় বিশিষ্টজনেরা। শিবিরের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে শারীরিক প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও আত্মনির্ভরতার পাঠ দেওয়া হয়। পাশাপাশি পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানান আয়োজকরা।

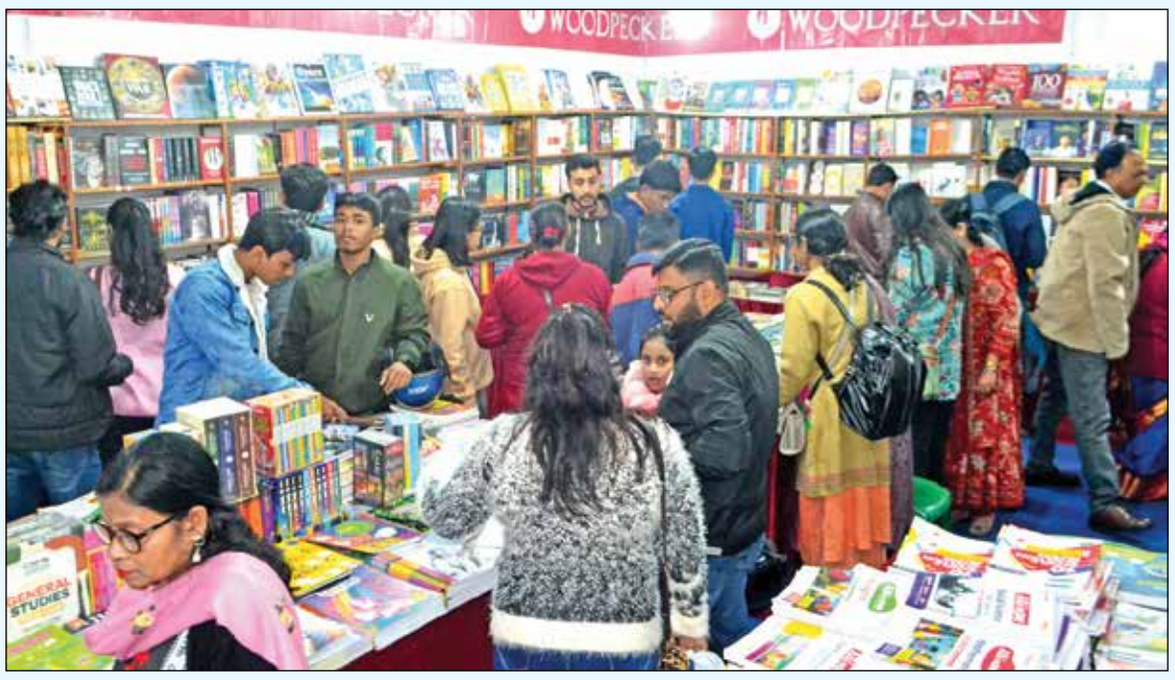

শেষলগ্নেই জমজমাট উত্তরবঙ্গ বইমেলা। শনিবার সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

বই আজও নিশ্চিন্ত আশ্রয়

সময় কেমন যেন হুস করে পেরিয়ে যায়। এই ক'দিন আগে শুরু হওয়া বইমেলা প্রায় শেষের মুখে। নৈরাশ্য, দোলাচলের মাঝে এই বইমেলা সত্যিই বেশ খানিকটা আলাদা। শীতের মিঠে রোদ আর হিমেল হাওয়া মাখা এই বইমেলা প্রমাণ করল, মানুষ এখনও বই পড়া বন্ধ করেনি। কোনওদিনই করবে না। আশার আলোর কথা বললেন বই বিক্রেতা, প্রকাশক এবং লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তারা। শুনলেন সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়।

বইমেলা

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শেষবার ব্যাট হাতে নিয়েছি প্রায় বছর বারো আগে। বইমেলার এই লেখা লিখতে গিয়ে ফাইভ ডাউনে ব্যাট করতে নামার আগে, মাঠের বাইরে বসে অপেক্ষার কথা ফের মনে পড়ল। আমার সহকর্মীরা এর আগে ঝোড়ো ব্যাটিং করে স্কোর বোর্ডে প্রচুর রান তুলেছেন। আমার জন্য রান বা লেখার বিষয় কোনওটাই খুব বেশি বাকি নেই।

কী লিখব, কী লিখব, ভাবতে পৌঁছে গেলাম সুরজিৎ বণিকের স্টলে। তিনি একজন প্রকাশক এবং বই বিক্রেতা। মেলার টুকরো খবর লিখতে গিয়ে এই ক'দিন বইমেলা চত্বরে আমি প্রায় হাজার চারেকবার চক্কর কেটেছি। এতবার একই জায়গায় চক্কর কাটার ফলে বইমেলার ধুলোর সঙ্গে সঙ্গে সুরজিৎদাও আমাকে চিনে ফেলেছেন।

দোকানে তখন দুজন। একজন সদ্য বেরোনো নেওড়াভ্যালি নিয়ে বাংলা বই ঘাঁটছেন। আরেকজনের হাতে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস সংক্রান্ত একটা বই। কিছুক্ষণ বই নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর তাঁরা দুজন খুব সাবধানে বই দুটোকে ঠিক জায়গায় রেখে চলে গেলেন।

প্রশ্ন করলাম, 'এই এক হতাশা বলো, পাঠক কমে গিয়েছে, যাঁরা আসেন, তাঁরাও বই নেড়েঘেঁটে চলে যান?' উত্তর না দিয়ে সুরজিৎদা পালটা প্রশ্ন ছোড়েন, 'কোনওকালেই কি খুব বেশি পাঠক ছিল? এখনও মেলায় প্রতিদিন গড়ে ৪-৫ হাজার টাকার বই বিক্রি হয়। আর যাঁরা চলে গেলেন, তাঁরা ফের আসবেন। একটু অপেক্ষা করো।'

ঘড়ি ধরে ঠিক ১০ মিনিট। ওই দুজন স্টলে এলেন, বইদুটো নিয়ে গেলেন। আমার অবাক মুখচোখ দেখে সুরজিৎদা বলা শুরু করলেন, 'পাঠক বোঝা যায়, তাঁর ছোঁয়া দেখে। যে বই কিনবে না, সে বইকে ওই আদরে ছুঁয়েই দেখবে না। যাঁরা পাঠক, তাঁরা ভীষণ সাবধানে বইকে ধরেন, দু'একটা পাতা পড়েন, তারপর অনেক হিসেবনিকেশ, অনেক অভাবের সঙ্গে লড়ে বইটা কেনেন।'

> পাঠক বোঝা যায়, তাঁর ছোঁয়া দেখে। যে বই কিনবে না, সে বইকে ওই আদরে ছুঁয়েই দেখবে না। যাঁরা পাঠক, তাঁরা ভীষণ সাবধানে বইকে ধরেন, দু'একটা পাতা পড়েন, তারপর অনেক হিসেবনিকেশ, অনেক অভাবের সঙ্গে লড়ে বইটা কেনেন।
>
> **সুরজিৎ বণিক** *প্রকাশক*

একই উচ্চারণ শোনা গেল প্রকাশক এবং বিক্রেতা প্রসেনজিৎ গুছাইতের গলায়ও। ওঁর স্টলে তখন একজন ভদ্রমহিলা বইয়ের দাম ৫৭০ থেকে ৫৫০ করার জন্য লড়ছেন। শেষমেশ ৫৫৫ টাকায় রফা হল। প্রসেনজিৎ বলেন, 'দাদা, আমি ৫ বছর ধরে এই মেলায় আসি। ওঁর সঙ্গে প্রায় আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এতক্ষণ ধরে প্রায় সন্তানস্নেহে বইটা আঁকড়ে ছিলেন, ক'টা টাকার জন্য বইটা দেব না তা হয়? আমাদের সম্পর্ক তো বই-বাহিক তাই না!'

এরপর কথা হল সুভান দাসের সঙ্গে। সুভান এবং আর কয়েকজন মিলে, 'শিলিগুড়ি জংশন' নামক একটি বার্ষিক লিটল ম্যাগাজিন চালান। আর প্রতিমাসে 'কবিতার প্ল্যাটফর্ম' নামের একটি ডিজিটাল কবিতা সংখ্যা বের করেন। লিটল ম্যাগ, তার ওপর কবিতা; আমি শিওর ছিলাম, এখানে এসে নিরাশার কথা শুনতে পাবই। কিন্তু না। উলটো সুরে সুভান বললেন, '২০২০ সাল থেকে বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিনের স্টলে বসছি। প্রতিবারের মতো এবারও আমাদের বিক্রি বেশ ভালোই।'

এখনকার তরুণ প্রজন্ম বা জেন জেড-রা বই পড়ে? উত্তরে সুভান বলেন, 'আমাদের পত্রিকায় বেশিরভাগ লেখকই জেন জেড। বয়স ২০-২৮। তাঁদের প্রতিটা উচ্চারণে থাকে এই উত্তাল সময় নিয়ে প্রতিবাদ। রাজনীতির দোলাচল, সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ। আর যাঁরা এত ভালো লেখেন, তাঁরা বই পড়েন না, সেটা আপনি বিশ্বাস করেন?'

না করি না। আসলে এই অস্থির সময় আমাদের বিশ্বাস করতে শেখায় সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা যে হচ্ছে না তার প্রমাণ এই বইমেলা। তার প্রমাণ, বই বানানোর নেপথ্যে থাকা এই প্রকাশক এবং বই বিক্রেতারা। প্রমাণ খুব আদর করে বইকে আঁকড়ে ধরা পাঠকরা। তাঁরা ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

তরুণীর অস্ত্রে জখম তরুণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : তরুণীর ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর জখম তরুণ। তাঁর পিঠে ও পেটে আঘাত রয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক। ওই তরুণীর নাম প্রতিমা গুরুং। তিনি নিজেই নাকি একশো নম্বরে ফোন করেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, লিভ-ইন এ থাকার পর তাঁদের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়। তরুণীর অভিযোগ, তাঁকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল। ভিডিও দেখিয়ে টাকা চাওয়া হত। যদিও ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তার তদন্ত চলছে। ধৃত প্রতিমাকে শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'ওই তরুণী হতাশ হয়ে এমন ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি।'

শিলিগুড়ির একটা অংশের মধ্যে লিভ-ইনের প্রবণতা বাড়ছে। এনিয়ে নানা জটিলতাও বাড়ছে। কিছুদিন আগেই এক ব্যক্তি এনিয়ে প্রধাননগর থানায় গিয়েছিলেন। ভক্তিনগর থানার এক পুলিশকর্তা বলেন, ''অনেক সময় পরিবার মিসিং ডায়েরি করে। পরে তদন্তে দেখা যায়, সেই 'মিসিং' তরুণী কিংবা তরুণ লিভ-ইন করছেন। যদিও অ্যাডাল্ট হওয়ায়, সেক্ষেত্রে কিছু করার থাকে না।''

পুরনিগমের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। ঘটনায় পরবর্তীতে তাঁর লিভ-ইন পার্টনারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় ওই তরুণ। তবে এবার লিভ-ইন থেকে টাকাপয়সা সংক্রান্ত ঝামেলায় মোড় নেওয়ায় জখম হলেন তরুণ।

আহত ওই তরুণের নাম মনোজ শ্রীবাস্তব। স্বামী মারা যাওয়ায় মা ও মেয়ে রয়েছে প্রতিমার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছরতিনেক ধরে প্রতিমা গুরুংয়ের সঙ্গে দেবীডাঙ্গার বাড়িতেই লিভ-ইন এ থাকতেন। মাসকয়েক ধরে সম্পর্কে অবনতি হয়। এরপর থেকেই মনোজ ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করে বলে পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে। শুক্রবারও ওই তরুণ ব্ল্যাকমেল করতে যান। আর তখনই এই বিপত্তি। গল্পকার বিপুল দাসের কথায়, 'আসলে এই ধরনের সম্পর্কগুলোতে কোনও দায়দায়িত্ব থাকে না। যখনই দায়দায়িত্বের প্রসঙ্গ উঠছে, তখনই ঝামেলার সূত্রপাত হচ্ছে।'

ছোটদের স্কুলে বড় গাফিলতি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শীতের সকালে একপ্রকার জোর করে দুধের শিশুকে ঘুম থেকে তুলে স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তিন-চার ঘণ্টা বাদে ছুটি। বাড়ি নিয়ে আসছেন। কখনও আবার স্কুলের বাইরে রাস্তার ধারে বসে অপেক্ষা করছেন। ভাবছেন, আপনার বাচ্চা স্কুলের চার দেওয়ালের ভেতরে নিরাপদেই রয়েছে। কিন্তু একবারও কি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন স্কুলগুলির পরিকাঠামো সরকারের নির্দেশিকা মোতাবেক রয়েছে কি না? সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্যে যা যা থাকা দরকার সেগুলি রয়েছে কি না? কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দুর্ঘটনা ঘটলে সেখান থেকে বের হওয়ার মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে কি না?

এসব হয়তো কেউই ভাবেন না। অভিভাবকরা তো দূরস্থান, যাদের এসব দিকে নজর দেওয়ার কথা, সেই প্রশাসনও এসব ভাবে না। বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের পাড়ায় পাড়ায় অলিতে-গলিতে মুড়িমুড়কির মতো গজিয়ে উঠেছে বেসরকারি প্রি-স্কুল। যার হিসেব না আছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাছে, না আছে মহকুমা প্রশাসনের কাছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি)-এর নির্দেশিকা মেনে এই প্রি-স্কুলগুলির চলার কথা। কিন্তু আদৌও কি সেই নির্দেশিকা মানা হচ্ছে? তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলারও বিষয়টি জানা নেই। তিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে কথা বলে খোঁজ নেবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বার বক্তব্য, 'আমাদের কাছে এই স্কুলগুলি সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই।' আর শিলিগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকারের সাফ বক্তব্য, 'বেসরকারি প্রি-স্কুল কিংবা নার্সারি স্কুলের সঙ্গে আমাদের দপ্তরের কোনও যোগাযোগ নেই।'

শিলিগুড়ি শহরে এখন আর যা-ই হোক, প্রি-স্কুলের অভাব নেই। কারও বাড়ির একতলায়, কারও দোতলায় স্কুল বানিয়ে নিয়েছেন। কোনও স্কুল একেবারে ব্যস্ত রাস্তার ধারে, আবার কোনও স্কুল খুবই ঘিঞ্জি এলাকার মধ্যে। কিন্তু এনসিইআরটি-এর গাইডলাইন বলে, কোনওভাবেই ব্যস্ত রাস্তার ধারে, যেখানে খুব বেশি গাড়ি চলাচল করে, সেখানে এই ধরনের প্রি-স্কুল কিংবা নার্সারি স্কুল করা যাবে না। কিন্তু শিলিগুড়ি শহরে এরকম ভূরিভূরি স্কুল রয়েছে।

এনসিইআরটির গাইড লাইন বলছে একটি প্রি-স্কুল চালাতে গেলে প্রথমেই জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এনসিইআরটির কাছে রেজিস্টার করতে হবে। তার আগে স্কুলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার আয়োজন করতে হবে। স্কুল অবশ্যই ব্যস্ত রাস্তা থেকে দূরে রাখতে হবে। তবে স্কুলে যাতায়াত করতে যানবাহন যাতে সহজেই মেলে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। ৩০০ থেকে ৪৫০ স্কোয়ার মিটারের আউটডোর খেলার এলাকা রাখতে হবে। তিন থেকে চার বছরের প্রতি ২০ জন পড়ুয়ার জন্যে একজন করে শিক্ষক এবং একজন সহযোগী রাখতে হবে। অন্যদিকে, চার থেকে ছয় বছরের প্রতি ২৫ জন শিশুর জন্যে একজন করে শিক্ষক এবং সহযোগী রাখতে হবে। সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিবহণ ব্যবস্থা কেমন রয়েছে সেটা দেখার দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের। সেটাও গাইডলাইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা রয়েছে। অথচ শিলিগুড়ির একাধিক প্রি-স্কুলই এই গাইডলাইন মানছে না। আর সেদিকে কেউ নজরও দিচ্ছে না। তাহলে এত শিশুর নিরাপত্তার দায়িত্ব আদতে কার?

স্কুল শিক্ষা দপ্তরের প্রাথমিক বিভাগ বলছে ওই দপ্তরের সঙ্গে এই প্রি কিংবা প্লে স্কুলের কোনও সংযোগই নেই। এককথায় শহরের শিশুদের সুরক্ষায় কারও কোনও হেলদোল নেই। সুযোগ পেয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টি। আমি বিষয়টি বিধানসভায় এই প্রি-স্কুলগুলির নিয়ন্ত্রণে রেগুলেটরি অথরিটি বানাবার আবেদন জানাব।'

স্কুলের সামনে নির্মাণসামগ্রী আর পার্কিংয়ে পথ বেদখল। - সঞ্জীব সূত্রধর

প্রয়োজন

- স্কুল অবশ্যই ব্যস্ত রাস্তা থেকে দূরে রাখতে হবে
- তবে স্কুলে যাতায়াত করতে যানবাহন যাতে সহজেই মেলে, সেদিকেও নজর রাখতে হবে
- ৩০০ থেকে ৪৫০ স্কোয়ার মিটারের আউটডোর খেলার এলাকা রাখতে হবে
- সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং পরিবহণ ব্যবস্থা কেমন রয়েছে সেটা দেখার দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের

সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : প্রোগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন শনিবার শিলিগুড়ির বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল। সভায় উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। সম্মেলনে ইঞ্জিনিয়ারদের নানা দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের দার্জিলিং জেলা সভাপতি বন্দনা বাগচী প্রমুখ।

ভ্রমণ

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শনিবার পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে নিয়ে যায় নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেখানে বিভিন্ন সায়েন্স মডেলের সঙ্গে থ্রি-ডি শো দেখানো হয়। স্কুলের আয়োজনে চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ারা এদিন বিজ্ঞানকেন্দ্রে গিয়ে খুব আনন্দ করে। উপস্থিত টিচার ইনচার্জ কাঞ্চন দাস জানান, পড়ুয়াদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে এই ভ্রমণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। ধৃত মহম্মদ আনওয়ার শিলিগুড়ির ঝংকার মোড় এলাকার বাসিন্দা। শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন মোড় বাজার এলাকা থেকে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পুলিশ আনওয়ারকে গ্রেপ্তার করে।

ধৃতের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযোগ, হাতবদল করার জন্য ওই ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্রটি নিয়ে এসেছিলেন। কাকে তিনি আগ্নেয়াস্ত্রটি বিক্রি করার ছক কষেছিলেন তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, বিধানসভা নির্বাচনের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শহরে অস্ত্রের কারবার নতুন মাত্রা পাচ্ছে। অভিযুক্তকে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

PARAMPARA
সংগীত কর্মশালা
পরম্পরা সংগীত শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্যোগে একটি শাস্ত্রীয় ও উপ-শাস্ত্রীয় সংগীতের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে
স্থান : নবাঙ্কুর সংঘ, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি
তারিখ : ২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৫
সময় : বিকাল ৩টা - রাত ৮টা
গুরু শ্রী বিপ্লব মুখার্জি
তবলায় গুরু শ্রী সুবীর অধিকারী
8250593875
কর্মশালার শেষে অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র ও মেডেল দেওয়া হবে
পরিচালনায় - শ্রীমতী মধুমিতা দে সরকার

দুপুরের লগ্নে বিয়ে দুই গাছের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : লাল বেনারসিতে সেজে রয়েছে বট গাছ আর হলুদ ধুতিতে সুসজ্জিত পাকুড়। মাথায় টোপর, গলায় মালা। গাছের ডালে ঝুলছে শাখা-পলা। শনিবার ভরদুপুরের লগ্নে ছিল বট-পাকুড়ের বিয়ে। আর এই বিয়ে নিয়ে বেশ কয়েকদিন থেকেই চলছিল তোড়জোড়। শুক্রবার জল ভরা সহ বিয়ের আরও নানা আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন কনেপক্ষ-বরপক্ষ সহ স্থানীয়রা। শনিবার তো কথা বলারও ফুরসত ছিল না তাঁদের।

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য শান্তিনগর এলাকার শীতলা মন্দির জলকল্যাণ সমিতিতে বসেছিল বিয়ের আসর। সেখানেই রয়েছে এই বট এবং পাকুড় গাছ। ১৯৯৪ সালে মন্দিরের পাশে পোঁতা হয়েছিল বট গাছটি। তার প্রায় বছর চার-পাঁচেক পর বট গাছের পাশেই একটি পাকুড়

গাছ পোঁতা হয়। বট গাছ অর্থাৎ কনের পিতা হয়েছেন সৌমিত্র সান্যাল এবং পাকুড় গাছ অর্থাৎ ছেলের বাবা হয়েছেন সুরঞ্জন দাস।

বট-পাকুড়ের বিয়ে দিলেন পুরোহিত সঞ্জিত চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'বট-পাকুড় গাছ পাশাপাশি থাকলে নিয়ম অনুযায়ী তাদের বিয়ে দিতে হয়। অনেকদিন ধরেই পরিকল্পনা চলছিল। অবশেষে পঞ্জিকা দেখে বিয়ের দিনটি ঠিক করা হয়।' তিনি জানান, শুক্রবার গঙ্গা নিমন্ত্রণের পর শনিবার সকালে অধিবাস, হলুদকোটা সমস্ত নিয়ম মেনেই বিবাহ সম্পন্ন করা হয়। মানুষের বিয়েতে যত নিয়ম থাকে সেই সমস্ত নিয়ম করেই এদিন একটা অমৃতযোগে বিয়ে দেওয়া হয় দুই গাছের।

বট গাছ অর্থাৎ কনের বাবা সৌমিত্র সান্যাল বলছিলেন, 'আমাদের বহুদিনের ইচ্ছে ছিল বিয়েটা দেওয়ার। শনিবার সেটা সম্পন্ন করতে পারলাম। আমার মেয়ে নেই, এক ছেলে রয়েছে তাই আমি বটের পিতা হয়েছি।'

ছেলের বাবা অর্থাৎ পাকুড়ের বাবা বলেন, 'আমার তো দুই মেয়ে, কোনও ছেলে নেই। তাই পাকুড়কে ছেলে মনে করে বিয়ে দিলাম। পাড়ার সবাই এই বিয়ের অনুষ্ঠানে দু'দিন ধরে খুব আনন্দ করছে।'

শনিবার নাচ-গান, হইহুল্লোড়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে মেতে উঠেছিলেন এলাকার মহিলারা।

শীতলা মন্দিরের সম্পাদক কল্পনা সরকার বলেন, 'পাড়ার সকলে খুব আনন্দ করেছে এই বিয়েতে। মহিলারাও সমস্ত আচার অনুষ্ঠান করেছে মন থেকে খুশি হয়ে। গোটা পাড়া এক হয়েছে এই বিয়েতে। বিয়ে উপলক্ষ্যে দিনভর ছিল খাওয়াদাওয়ার আয়োজন। সকালে জলখাবারে লুচি-আলুর দম, দুপুরের খাবারে ভাত, ডাল, পাঁপড়, পনির, ফুলকপির ডালনা, চাটনি, মিষ্টি, দই-এর আয়োজন ছিল।' তিনি জানান, রাতেও সকলের জন্য খিচুড়ি, সবজি, পাঁপড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। বট-পাকুড়ের বিয়েতে একত্রিত হয়েছে এলাকাবাসী। মন্দির কমিটি, সাধারণ মানুষ, বরপক্ষ-কনেপক্ষ সকলের সাহায্যেই সম্পন্ন হয় বিয়ে।

পৃথিবীর পাঠশালা

প্লাস্টিকখেকো ‘সুপার-হিরো’

প্লাস্টিক দূষণ নিয়ে গোটা বিশ্ব যখন চিন্তায় অস্থির, তখন প্রকৃতির ভাঁড়ার থেকেই মিলল সমাধান। বিজ্ঞানীরা এক বিশেষ ধরনের পোকা বা লার্ভার খোঁজ পেয়েছেন, যা প্লাস্টিক খেয়ে হজম করে ফেলতে পারে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘প্লাস্টিক-ইটিং সুপার ওয়ার্ম’। অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ কুইন্সল্যান্ডের গবেষকরা দেখেছেন, এই পোকাগুলো পলিস্টাইরিন বা থার্মোকল খেয়ে দিব্যি বেঁচে থাকে। এদের পেটে এমন এক বিশেষ এনজাইম বা উৎসেচক রয়েছে, যা প্লাস্টিকের কঠিন রাসায়নিক বন্ধন ভেঙে দিতে সক্ষম। গবেষকরা এখন চেষ্টা করছেন পোকাগুলোকে কাজে না লাগিয়ে, ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিমভাবে ওই এনজাইমটি তৈরি করতে। যদি এই ‘বায়ো-রিসাইক্লিং’ প্রকল্প সফল হয়, তবে আবর্জনার পাহাড় কমানো কেবল সময়ের অপেক্ষা। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এই ছোট পোকাটিই হয়তো আগামীদিনের সুপার-হিরো হয়ে উঠবে, যা পরিবেশ রক্ষায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

চুমু যখন প্রাগৈতিহাসিক

চুমু খাওয়া বা চুম্বন— ভালোবাসার এই প্রকাশভঙ্গিটি কি শুধুই আধুনিক মানুষের রোমান্টিকতা? মোটেই না। বিজ্ঞান বলছে, চুমুর বয়স মানুষের ইতিহাসের চেয়েও বেশি। এতদিন ধারণা ছিল, হয়তো কয়েক হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়া বা ভারতে চুমুর প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু নতুন গবেষণা সেই মিথ ভেঙে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বনমানুষ এবং নিয়ান্ডারথালদের জীবাশ্ম ও জিনগত তথ্য ঘেঁটে দেখেছেন, চুমু খাওয়ার অভ্যাস প্রাইমেটদের মধ্যে ছিল লক্ষ লক্ষ বছর আগে থেকেই। তবে তখন এর উদ্দেশ্য শুধু প্রেম ছিল না। দলের এক অপরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতেই তারা একে অপরকে চুমু খেত। অথচ, আজ আমরা যাকে ভালোবাসার প্রতীক ভাবি, তা আসলে আমাদের বিবর্তনের ইতিহাসের এক আদিম জৈবিক প্রবৃত্তি। ডারউইনের থিয়োরি মেনে বলাই যায়—প্রেমে আমরা যতই আধুনিক হই, স্বভাবে আমরা সেই আদিমই রয়ে গিয়েছি।

পোল্যান্ডের ‘ভ্যাম্পায়ার’ রহস্য

কঙ্কালের পায়ে তালা ঝোলানো! শুনতে অবাক লাগলেও, পোল্যান্ডের এক প্রাচীন সমাধিস্থল খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এমনই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর এক শিশুর কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে, যার পায়ের গোড়ালি একটি ভারী লোহার তালা দিয়ে আটকানো। বিশেষজ্ঞরা একে ‘ভ্যাম্পায়ার বেরিয়াল’ বা ভ্যাম্পায়ার সমাধি বলছেন। সেই সময়ের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ বিশ্বাস করত, কেউ যদি অপঘাতে মারা যায় বা জন্মের সময় অস্বাভাবিক কিছু লক্ষণ থাকে, তবে মৃত্যুর পর সে ‘ভ্যাম্পায়ার’ হয়ে ফিরে আসতে পারে। সেই ফিরে আসা আটকাতেই মৃতদেহে এমন তালা পরানো হত। শিশুটির কঙ্কাল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, সে অপুষ্টি বা কোনও দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গিয়েছিল। তার মৃত্যু যাতে গ্রামবাসীদের জন্য অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায়, তাই এই অদ্ভুত সতর্কতা। ৪০০ বছর আগের মানুষের অন্ধবিশ্বাস আর ভয়ের এক করুণ ছবি এই আবিষ্কারের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

মহাকাশ থেকে লেসার-বার্তা

মোবাইল নেটওয়ার্কের দাপটে আমরা ফোর-জি, ফাইভ-জি নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু নাসা এবার যা করল, তাতে চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। পৃথিবী থেকে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে একটি লেসার বার্তা পৃথিবীতে পাঠিয়ে রেকর্ড গড়ল নাসার মহাকাশযান ‘সাইকি’। ঘটনাটি অনেকটা সাই-ফাই সিনেমার মতো। এতদিন মহাকাশ থেকে তথ্য পাঠানো হত রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে, যা বেশ ধীরগতির। কিন্তু নাসার এই ‘ডিপ স্পেস অপটিকাল কমিউনিকেশনস’ প্রযুক্তি আলোর গতিতে তথ্য পাঠাতে সক্ষম। সম্প্রতি তারা মহাকাশের অতল গহ্বর থেকে একটি হাই-ডেফিনিশন ভিডিও লেসার বিমের মাধ্যমে পৃথিবীতে স্ট্রিম করেছে। মজার বিষয় হল, ভিডিওটি ছিল ‘টেটার্স’ নামের এক বিড়ালের, যে কিনা একটি লেসার লাইটের পেছনে ছুটছে! বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রযুক্তি সফল হলে ভবিষ্যতে মঙ্গলে বসে মানুষ পৃথিবীর টিভি শো লাইভ দেখতে পাবে। মহাকাশ যোগাযোগের ইতিহাসে এটি এক বৈপ্লবিক উল্লম্ফন।

ফুড পয়জনিং-এ অসুস্থ ১৮ ছাত্রী

কিশনগঞ্জ, ১৩ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জের সদর থানা এলাকার মহিষবাথনা গ্রামের দলিত কন্যা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হস্টেলের ১৮ জন ছাত্রী শুক্রবার রাতে ফুড পয়জনিং-এ আক্রান্ত হয়। এই ঘটনায় হস্টেলের ওয়ার্ডেন ও সুপার তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত ছাত্রীদের অ্যাম্বুল্যান্সে করে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে আসার পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের কর্তাদের জানান।

শনিবার জেলা শাসক বিশাল রাজ জানান, অসুস্থ ছাত্রীরা বর্তমানে ভালো আছে। ওদেরকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার পর জেলা কল্যাণ আধিকারিক ও জেলার প্রকল্প ও যোজনা আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হস্টেলের খাবার আগে সুপারভাইজার, হস্টেলের সুপার ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা খাবেন বা যাচাই করবেন। তারপর হস্টেলের আবাসিকদের পরিবেশন করা হবে। এর অন্যথা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

গাঁজা বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১৩ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের গলগলিয়া থানার পুলিশ শুক্রবার রাতে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং করার সময় আবগারি চেকপোস্টে পশ্চিমবঙ্গ নম্বরের পিকআপ ভ্যান থেকে ২১৩ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। গাঁজার আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৬ লাখ টাকা বলে শনিবার প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে পুলিশ জানিয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা সমেত পুলিশ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে। গাঁজা পাচারের অভিযোগে পুলিশ গাড়িচালক দীপক কুমার ও সোনু কুমার নামে বিহারের বৈশালী জেলার ফতেহপুর গ্রামের দুই বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিন কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : প্রতারণার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম রাজীব মিশ্র। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি ইস্টার্ন বাইপাসের এক অটোমোবাইল কোম্পানিতে কাজ করতেন।

বারের বিরুদ্ধে

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : পাব-বারের আড়ালে অশ্লীল কার্যকলাপের অভিযোগে শনিবার বিহারী সেবা সমিতির তরফে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এদিন ভেনাস মোড়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে এই আন্দোলনে নামেন বিহারী সেবা সমিতির সদস্যরা। বিহারী সেবা সমিতির সদস্য আইনজীবী মণীশ বারি বলেন, ‘ফ্রি ড্রিংকস ফর লেডিজ, ফ্রি এন্ট্রির নামে জিএসটি ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অশ্লীল ছবি দেওয়া হচ্ছে। যাকে কেন্দ্র করে শহরের সামাজিক পরিবেশের অবনমন ঘটানো হচ্ছে।’

ঝামেলা

শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : ভাড়াটিয়া ও দোকান মালিকের ঝামেলাকে ঘিরে শনিবার দুপুরে উত্তেজনা ছড়াল আলুপট্টি এলাকায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এলাকার একটি দোকান দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ অবস্থায় ছিল। এদিন দুপুরে সেই দোকান খুলতে আসেন ভাড়াটিয়া। এরপরেই ওই ভাড়াটিয়ার সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন দোকান মালিক।

দলের সদস্যাকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূলেই

পঞ্চায়েতের চেয়ারে বাংলাদেশি

সপ্তর্ষি সরকার

পঞ্চায়েত সদস্য আনিছা বেগম। তাঁকে নিয়েই যত বিতর্ক।

> তৃণমূলের অন্দরে এমন অনেক ধনরত্ন লুকোনো আছে যা নেতাদের পকেট এবং ইভিএম ভরাতে কাজে লাগে। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব, এটুকু কথা দিতেই পারি।
>
> **চন্দন দত্ত** সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি

ধূপগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : মালদার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান লাভলি বেগম বা হালফিল পূর্ব বর্ধমান জেলার হাটকলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান শ্রাবন্তী মণ্ডল। দুজনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ, বাংলাদেশ থেকে এপারে এসে শাসকদলের ছত্রছায়ায় ভোটার এবং জনপ্রতিনিধি হয়ে ক্ষমতা এবং অর্থের পাহাড়ে জাঁকিয়ে বসেছেন। দুজনের ক্ষেত্রেই ভিনদেশ থেকে অনুপ্রবেশ এবং এদেশে শাসকদলের মদতে ক্ষমতার অলিন্দে পৌঁছানোর অভিযোগ উঠেছিল, বিরোধীদের তরফ থেকেই। ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের অন্তর্গত ২৪ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির আসনে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে জয়ী বর্তমান সদস্যা আনিছা বেগমের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে এদেশে ঢুকে ভোটার হয়ে ক্ষমতায় জাঁকিয়ে বসার অভিযোগ উঠেছে খোদ তাঁর দল তৃণমূলের অন্দর থেকেই। ইতিমধ্যেই এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে।

ব্লকের খলাইগ্রাম এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা আবদুল রশিদের দায়ের করা অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, ১৫/২৩৫ নম্বর অংশের ১১০৩ নম্বর ভোটার আনিছা বেগম অবৈধ পথে বাংলাদেশ থেকে এসে ২০০৭ সাল নাগাদ ভোটার তালিকায় নাম তোলেন। রাজ্যে পালাবদলের পর শাসকদলের ঘনিষ্ঠতায় প্রথমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নানা দায়িত্ব, মহাসংঘের কর্মকর্তা নির্বাচিত হওয়া এবং তারপর ২০২৩ সালে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়ে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা হন। তাঁর স্বামী সাত্তার আলি সহ বাবা-মা সকলে এখনও বাংলাদেশের নাগরিক এবং বাসিন্দা। লিখিত অভিযোগের পাশাপাশি তদন্ত করে শাসকদলের নেত্রী তথা জনপ্রতিনিধির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবিও কমিশনের কাছে করেছেন আবদুল রশিদ।

আনিছা অবশ্য বলছেন, ‘আমার স্বামী ২০০৯ সালে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। আজ অবধি তাঁর খোঁজ মেলেনি। আমি মোটেই বাংলাদেশি নই। ২০০২ সালে চেষ্টা করেও ভোটার তালিকায় আমার নাম ওঠেনি। তবে ২০০৩ সালে আমার নাম ছিল। বর্তমানে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চলছে আমার বিরুদ্ধে।’ নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ২০০৩ সালের ভোটার তালিকা দেখাতে পারেননি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা। কমিশন সূত্রে খবর, এসআইআর পর্বে নিজের স্বামী সাত্তার আলির ফর্ম ফাঁকা জমা দেওয়ার পাশাপাশি নিরুদ্দেশ ক্যাটিগোরিতে নাম বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। তবে নিজের ফর্ম বিএলও-কে না দিয়ে অনলাইনেই জমা করেছেন আছিমা। সূত্রের খবর, অনলাইনে দায়ের নিজের এসআইআর ফর্মে বর্তমান ১৫/২৪০ নম্বর তথা ২০০২ সালে ১৫/১৪৪ নম্বর বুথের ৭৭৮ নম্বরে নথিভুক্ত ভোটপাড়া এলাকার বাসিন্দা রহমত আলিকে বাবা হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন আছিমা। ভোটপাড়া এলাকায় খোঁজ করে পাওয়া তথ্য অনুসারে, বছর পাঁচেক আগে মারা গিয়েছেন রহমত। তাঁর একমাত্র ছেলে নুর মহম্মদ বর্তমানে কেরলে শ্রমিক হিসেবে কর্মরত। রহমতের পাঁচ মেয়ে থাকলেও আছিমা নামে কেউই নেই।

এনিয়ে দীর্ঘদিন কানাঘুষো থাকলেও এলাকার শাসকদলের দাপুটে নেত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস পান না কেউই। খলাইগ্রাম এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন না জাপান থেকে, তা জানা নেই। তবে এই এলাকায় ২০০৫ সালের আগে এই মহিলাকে দেখা যায়নি। প্রথমে স্বামী সহ বাস করতে শুরু করেন। ছোট মেয়েটার জন্মের কিছুদিন পর থেকে স্বামীকে আর কোনওদিন এলাকায় দেখিনি। কোন বছর ভোটার হয়েছেন সেটা না জানলেও ২০০৫ সালের আগে হওয়া সম্ভব নয়।

শাসকদলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার বিরুদ্ধে দলের অন্দরেই ওঠা এমন গুরুতর অভিযোগ নিয়ে বিরোধী বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক চন্দন দত্তের বক্তব্য, ‘তৃণমূলের অন্দরে এমন অনেক ধনরত্ন লুকোনো আছে যা নেতাদের পকেট এবং ইভিএম ভরাতে কাজে লাগে। বিষয়টা কতটা গুরুতর এবং আশঙ্কাজনক তা বোঝার এবং স্বীকার করার ক্ষমতাও তৃণমূলের নেই। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব, এটুকু কথা দিতেই পারি।’

দলের অন্দর থেকেই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা আছিমাকে নিয়ে ওঠা ভিনদেশি হওয়ার গুরুতর অভিযোগে কিছুটা হলেও বেসামাল হয়ে পড়েছেন শাসক নেতারা। এনিয়ে স্থানীয় স্তরে মুখে কুলুপ আঁটা হলেও জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং বলেন, ‘গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অভিযোগ করাটা অধিকারের মধ্যে পড়ে। তবে এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে আগাগোড়া সব না জেনে বুঝে মন্তব্য না করাই ভালো। অভিযোগ নিয়ে কমিশন তথা সরকারি আধিকারিকরা নিশ্চয়ই খোঁজখবর করবেন। তবে উনি হাজার হাজার মানুষের সমর্থন এবং ভোটে জয়ী হয়েছেন যা প্রমাণ করে মানুষের মধ্যে ওঁর জনপ্রিয়তা এবং পরিচিতি রয়েছে।’

ছোড়া হল বোতল-চেয়ার

প্রথম পাতার পর

এমন পরিস্থিতিতে নিজের টিমের পরামর্শে দুই সতীর্থকে নিয়ে দ্রুত মাঠ ছাড়েন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানোর কথা ছিল সুয়ারেজদের। সেই কর্মসূচির পোশাকি নাম ছিল ‘মাস্টারক্লাস উইথ মেসি’। বিশৃঙ্খলার জেরে তা-ও ভেস্তে যায়।

একই মঞ্চে মেসির সঙ্গে থাকার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহরুখ খান ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। কিন্তু মেসি বেরিয়ে যাওয়ার পর মাঠের বাইরে গাড়িতে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর হোটেলে ফিরে যান শাহরুখ। ফিরতে হয় সৌরভকেও।

যুবভারতীতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হয়েছিল দিন। তারপর মোহনবাগান অলস্টার-ডায়মন্ড হারবার এফসি অলস্টার প্রদর্শনী ম্যাচ। কিন্তু মেসি মাঠ ছাড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁর অনুরাগীরা। শুরু হয় বোতল-বৃষ্টি। রেহাই পাননি পুলিশের কর্তা, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

গ্যালারির চেয়ার ভেঙে মাঠে ছুড়তে থাকেন ক্ষিপ্ত দর্শক। একসময় যুবভারতীর মাঠ দখলে নেন কয়েক হাজার মানুষ। ছিঁড়ে ফেলা হয় গোলপোস্টের জাল। ভাঙা হয় হোর্ডিং, টানেলের ছাদ। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় চেয়ারে। লুটপাট চালায় ক্ষুব্ধ জনতার একাংশ। কৃত্রিম ঘাস, দর্শকাসনের চেয়ার থেকে গাছের টব নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ান অনেকেই। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁদের রোখা সম্ভব হয়নি। একসময় হাল ছাড়ে পুলিশ। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্রীড়াঙ্গন।

২০১১ সালে এই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জার্সিতে খেলেছিলেন মেসি। তারপর ১৪ বছরের অপেক্ষা। আয়োজকদের তরফে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়ার পর থেকে প্রহর গুনতে শুরু করেন অগণিত ভক্ত। সীমিত টিকিট, চড়া দাম। শুক্রবার রাতে একবার স্বপ্নের নায়ককে দেখতে কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমান দমদম বিমানবন্দরের সামনে। বিমানবন্দর থেকে বিধাননগরের বিলাসবহুল হোটেল পর্যন্ত রাস্তার দু’ধারেও অপেক্ষায় ছিলেন অনেকে।

শীতের সকালে গায়ে মিঠে রোদ মেখে মেসিপ্রেমীরা ঢুকতে শুরু করেন স্টেডিয়ামে। কারও পরনে আর্জেন্টিনার ফুটবল দলের জার্সি। হাতে হাতে ভারত ও আর্জেন্টিনার জাতীয় পতাকা। পোস্টার, ব্যানারে ছয়লাপ চারদিক। সদ্যবিবাহিত দম্পতি মধুচন্দ্রিমা বাতিল করে, এদিন রাতে বিয়ে থাকা সত্ত্বেও সমস্ত আচার উপেক্ষা করে, হুইলচেয়ারে বসে, বাবার কোলে চড়ে, বাড়িতে-প্রেমিকাকে মিথ্যে বলে মাঠে যাওয়া। অনেকেই চড়া দরের টিকিট কিনতে দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। কেউ কেউ ওভারটাইমে ঘাম ঝড়িয়েছেন, কেউবা ধার নিয়েছেন বন্ধুর থেকে। এমন টুকরো টুকরো অজস্র গল্প দিয়ে বোনা চাদরে ঢেকে যায় দর্শকাসনের প্রতিটি কোনা। আবেগে আচ্ছন্ন ছিল সকলে।

কথা ছিল, মেসি পুরো মাঠ একপাক ঘুরবেন। আশা ছিল, ফুটবল পায়ে নিজের জাদু দেখাবেন বিশ্বকাপজয়ী তারকা। একটি কর্নার। পাশে বাদশাকে নিয়ে তাঁর চিরপরিচিত ঢঙে দুটো হাত ছড়িয়ে দেওয়া। খুব বেশি চাওয়া হল কি! ওয়ান চান্স ইন আ লাইফটাইম যে! কিন্তু তার সমাপয়েৎ যে মধুরেণ হবে না, তা বোধহয় ঠাহর করতে পারেননি কেউ।

প্রশ্ন উঠছে, সাধারণ ম্যাচে জলের বোতল নিয়ে যুবভারতীতে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয় না। বিক্রিও হয় না। এত বড় মাপের একটি অনুষ্ঠানে কীভাবে জল ও ঠান্ডা পানীয়ের বোতল বিক্রির অনুমতি মিলল?

অভিযোগ, প্রতিটি জলের বোতল বিক্রি হয়েছে দেড়শো থেকে আড়াইশো টাকায়। একদিন আগে থাকতেই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় যুবভারতীকে। গ্যালারিতে পৌঁছানোর আগে দু’বার চেকিং হয়েছে। তাহলে, দাহ্যবস্তু মাঠ পর্যন্ত কীভাবে পৌঁছাল?

স্টেডিয়ামের বাইরে বেরিয়ে মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে গ্রেপ্তারি, টিকিটের টাকা ফেরতের দাবি তোলেন বিক্ষুব্ধরা। ক্ষোভ উগরে দেন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। বিকেলের দিকে সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাজ্যের ডিজি রাজীব কুমার এবং এডিজি জাভেদ শামিম। রাজীবও টাকা ফেরতের সওয়াল করেন। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘সল্টলেক স্টেডিয়ামে শনিবার যে অব্যবস্থা দেখা গেল, তাতে আমি বিচলিত এবং স্তম্ভিত। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আমি লিওনেল মেসি, সকল ক্রীড়াপ্রেমী এবং তাঁর ভক্তদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এই বিশৃঙ্খলার তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হল। কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়। সদস্য হিসেবে থাকবেন মুখ্যসচিব ও অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র এবং পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ। এই ঘটনায় বিশদ অনুসন্ধান করবে কমিটি। যারা দায়ী, তাদের চিহ্নিত করা হবে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সুপারিশ করবে।’

তবে, মেসিকে ঘিরে যে মেস হল এদিন, সেই ক্ষতে প্রলেপ লাগানো মোটেই সহজ কম্ম নয়। আয়োজকদের পরিকল্পনায় খামতি, মাঠে এত লোকের ঢুকে পড়া, পুলিশ-প্রশাসনের সজাগ না থাকা ইত্যাদি কারণ প্রশ্ন তুলে দিল, তবে কি বড় আয়োজনের জন্য তৈরি নয় তিলোত্তমা?

মোগলকাটা ছাড়ল কর্তৃপক্ষ, কর্মহীন ১০৭৫ চা শ্রমিক

বানারহাট, ১৩ ডিসেম্বর : শীতের মরশুম পড়তেই ফের আরেকটি চা বাগান বন্ধ হল। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির দাবি উঠতেই চা বাগান ছেড়ে চলে গেল কর্তৃপক্ষ। ফের বন্ধের মুখে বানারহাট ব্লকের মোগলকাটা চা বাগান। বিনা নোটিশে বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়লেন চা বাগানের ১০৭৫ জন শ্রমিক। পরিচালন কর্তৃপক্ষের এহেন কর্মকাণ্ডে দিশেহারা তাঁরা। শনিবার সকালে বাগানে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন, বাগানে কর্তৃপক্ষ নেই। বেলা বাড়তেই শ্রমিকরা বুঝতে পারেন, বাগান ছেড়েছে মালিকপক্ষ। এরপরেই শ্রমিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

চা বাগানের শ্রমিক সরস্বতী গোপ বলেন, ‘আমরা বাগানে কাজ করেই দাবি জানিয়েছিলাম। এতে কী এমন অপরাধ হল, যে বাগান ছেড়ে চলে যেতে হল কর্তৃপক্ষকে।’ একই বক্তব্য ভাগমন্তী ওরাওঁ নামে আরেক শ্রমিকেরও।

ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার। চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার পাক্ষিক বকেয়া বেতন দেওয়ার কথা ছিল। সেদিন বেতন না পাওয়ায় শ্রমিকরা আরও দু’দিন অপেক্ষা করেন। এরপর শুক্রবার সকালে এক দফা বাগানে কাজ করে ম্যানেজারের অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন। টানা চার ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখালে ম্যানেজার ধৈর্য ধরার কথা বলেন। তা শুনে শ্রমিকরা বিকেলে বাগানে কাজে ফিরে যান। শ্রমিকদের দাবি ছিল, পাক্ষিক বকেয়া ও বকেয়া চার শতাংশ বোনাস কর্তৃপক্ষ মিটিয়ে দিক। শ্রমিকরা সেই দাবি জানিয়ে ফিরে যান। তাঁরা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি, রাত পোহালে এমন ঘটনা ঘটবে।

এদিন সকালে বাগান বন্ধের কথা শুনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতারা আসেন।

যদিও জলপাইগুড়ির সহকারী লেবার কমিশনার রাতুল ভট্টাচার্য বলেন, ‘কোনও কর্মবিরতির নোটিশ পাইনি। তবে বিষয়টি জানতে পেরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য সোমবার মালিকপক্ষ ও মঙ্গলবার শ্রমিক ইউনিয়নকে নিয়ে আলাদা করে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে।’ মোগলকাটা চা বাগানের ম্যানেজার লালন ঝা’র মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বানারহাট ব্লক সভাপতি বিধান সরকার বলেন, ‘বাগান কর্তৃপক্ষ বিনা নোটিশে বাগান ছেড়ে চলে গেল, তা দুর্ভাগ্যজনক। শ্রমিকরা নিজেদের বকেয়া মেটানোর দাবি জানিয়েছিলেন। তা ন্যায্য।’

বিজেপি সমর্থিত বিটিডব্লিউইউ-এর বানারহাট ব্লকে সভাপতি জয়রাজ বিশ্বকর্মার বক্তব্য, ‘শ্রম দপ্তর উদ্যোগ নিয়ে বাগান সচল করুক।’

মেসি কাণ্ডে রাজুর তোপ

নকশালবাড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : শনিবার নকশালবাড়িতে ‘সাংসদ খেলা মহোৎসব’-এর আসরে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। আদিবাসী ময়দানে এদিন এলাকার বিভিন্ন ক্লাব, স্কুল পড়ুয়া, তরুণ-তরুণী অংশ নেন। রাজু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ এবং ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। এছাড়াও ছিলেন এসএসবি শিলিগুড়ি ফ্রন্টিয়ারের আইজি বন্দনা সাক্সেনা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে এদিন সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের প্রসঙ্গ তোলেন সাংসদ রাজু। তিনি বলেন, ‘এদিনের চূড়ান্ত অরাজকতার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকারের মুখ পুড়েছে। এর মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল। আন্তর্জাতিকমানের একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের সঙ্গে যা ঘটল তার জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকার। তাঁর নেতা-মন্ত্রীরা মেসিকে ঘিরে ধরেছিলেন। সাধারণ মানুষ টিকিট কেটেও তারকা নায়ককে দেখতে পেলেন না। এই সরকারকে দ্রুত বিদায় করা আমাদের সকলের কর্তব্য।’

ভিড় বাড়াতে

প্রথম পাতার পর

আমাদের কষ্ট কতটা, সেটা সকলেরই বোঝা উচিত। অর্গানাইজাররা তো আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। বলা হয়েছিল, মেসি মাঠজুড়ে ঘুরবেন। বাচ্চাদের সঙ্গে ‘মাস্টার ক্লাস’ করবেন। সেসব কোথায় হল? নেতাদের ভিড়ের মধ্যে মেসি ঢুকলেন, কয়েক মিনিট পরেই ওই ভিড়ের মধ্যে দিয়েই চলে গেলেন। হাত নেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ভাগ্যক্রমে কিছুটা দেখতে পেলাম।

প্রাপ্তির খাতায় অবশ্য থাকল বন্দে মাতরম গান ও নৃত্য প্রদর্শনী। অথচ আমাদের কথা ভেবে, এই সবকিছুই সুন্দর করা যেতে পারত। এত বড় মাঠে একটু জায়গা শুধুমাত্র মেসির জন্য ডেডিকেট করতে পারত। একটা বলয় করা হলে মেসি তাতে একাই থাকতেন। এরপর পুলিশ দিয়ে একটা হিউম্যান শিল্ড তৈরি করে মেসিকে সারা মাঠ ঘোরানো যেতে পারত। তাহলে এই ধরনের কোনও পরিস্থিতি তৈরি হত না। কিন্তু কে আর শুনবে আমাদের কথা? নেতারা নিজেরাই সেলফি তুলতে ব্যস্ত থাকলেন। আমাদের জনসভায় ভিড় করানোর মতো ব্যবহার করা হল। কালো দাগ লেগে গেল গর্বের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। *(শিলিগুড়ির বাসিন্দা)*

অনুলিখন : শমিদীপ দত্ত

নেতা-মন্ত্রীরা ডিফেন্ডার, ড্যামেজ কন্ট্রোলে মমতা

প্রথম পাতার পর

যে যুবভারতীতে চা বা জলের পাউচ পর্যন্ত ঢুকতে দেন না ক্রীড়ামন্ত্রী, সেখানে গ্যালারিতে জলের বোতল ও ঠান্ডা পানীয় কীভাবে চড়া দামে বিক্রি হল?

এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার বা এডিজি জাভেদ শামিমের কাছে। রাজীব বলেন, ‘ইতিমধ্যে আমরা আয়োজককে আটক করেছি।’ পরে জাভেদ বলেন, ‘আয়োজককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যাঁরা টিকিট কেটে মেসিকে দেখতে পেলেন না, তাঁদের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য বলা হবে। এর বেশি বিস্তারিত বলা সম্ভব না।’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘আমি অসম্ভব বিরক্ত এবং ব্যথিত। আমি মেসির কাছে এবং তাঁর ভক্তদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে মুখ্যসচিব ও অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে নিয়ে কমিটি গঠন করা হচ্ছে গোটা বিষয়ের তদন্ত করার জন্য।’ প্রশ্ন উঠছে, তদন্ত কমিটি কি সেই ‘ভিআইপি’দের নাম প্রকাশ্যে আনবে, যাঁরা মেসিকে ঘিরে রেখেছিলেন?

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ কিন্তু সোজাসুজি নিশানা করেছেন আয়োজক ও মাঠে উপস্থিত হর্তাকর্তাদের। কুণালের প্রশ্ন, ‘কেন মেসিকে ঘিরে থাকল হ্যাংলামির ভিড়? কেন স্টেডিয়াম পরিক্রমার সময় মেসিকে একা এগিয়ে রাখা হল না? কেন গ্যালারির দর্শকদের বঞ্চিত করা হল?’ টিভি ক্যামেরার ছবিতে স্পষ্ট, দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মেসির গায়ে এমনভাবে সেঁটে ছিলেন, যাতে মনে হচ্ছিল তাঁরা প্রতিপক্ষ দলের ‘নাছোড়বান্দা ডিফেন্ডার’, যাঁরা মেসিকে কড়া মার্কিংয়ে রেখেছেন!

ফলে কুণাল যখন বলেন, ‘আয়োজক আর কিছু হ্যাংলার জন্য সবাই বঞ্চিত হল, কলকাতা লজ্জিত হল’, তখন তিনি পরোক্ষে কি নিজের দলের মন্ত্রীদের কাঠগড়ায় তুললেন না? তাঁর স্পষ্ট কথা, ‘দর্শকদের ক্ষোভ ন্যায্য।’ সরকার ও কুণালের তৎপরতায় মনে করা হচ্ছে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গিয়েছে বুঝতে পেরে একদিকে প্রশাসনিক স্তরে তদন্ত কমিটি গঠন করে ‘কঠোর পদক্ষেপ’-এর বার্তা দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে কুণালকে দিয়ে জনরোষের সপক্ষে কথা বলিয়ে মানুষের ক্ষোভে জল ঢালার চেষ্টা চলছে।

মন্ত্রীদের এই ‘লাইমলাইট’ চুরির চেষ্টা আসলে বুমেরাং হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে ফুটবল তীর্থে ফুটবলের রাজপুত্রকে এনেও সম্মান জানাতে না পারায় এবং তাঁর ভক্তদের সঙ্গে এই প্রতারণায় কলকাতা ফুটবলের ইতিহাসে কালো দাগ হয়ে রইল। রাজনৈতিক বিপক্ষ সরকার ও শাসকদলকে বেঁধার এই সুযোগ ছাড়ছে না।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের ভাষায়, ‘ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্ব মানেই চূড়ান্ত নৈরাজ্য এবং অব্যবস্থা।’ তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ দাবি করেন। এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর যুক্তি, ‘পুলিশ ও প্রশাসনের যাবতীয় পরিকল্পনাহীনতা এবং অব্যবস্থার দায় মুখ্যমন্ত্রীর উপরেই বর্তায়।’

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুর ব্যবসা, দর্শকদের দুরবস্থা।’

তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘মেসির গায়ে জোঁকের মতো চিটে রইলেন নেতা, মন্ত্রী, তারকারা। আর যাঁদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে মেসিকে দেখার লোভ দেখিয়ে হাজার হাজার টাকার টিকিট কাটানো হল, সেই ফুটবলপ্রেমীদের ভাগ্যে জুটল ৫-৭ মিনিটের জায়েন্ট স্ক্রিনের দর্শন।’ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘ক্ষমা চাওয়া যথেষ্ট নয়। আয়োজক, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা না নিলে এমন ঘটনা রোখা যাবে না।’

ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছেটা কী? এটা কি পুলিশের সঠিক ব্যবহার? এই পরিস্থিতির জন্য পুলিশ দায়ী। এখনই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এরকম ঘটনা ভবিষ্যতে না ঘটাই বাঞ্ছনীয়।’ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, ‘তৃণমূল এভাবে টাকা তোলার কারবার করেছিল।’

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের মন্তব্য, ‘উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি রাজ্য সরকার, প্রশাসন, ক্রীড়ামন্ত্রী, দমকলমন্ত্রী- সকলেই দায়ী।’ শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, ‘এজন্য এই সরকারের বিসর্জন দরকার।’ তবে গোটা ঘটনায় ষড়যন্ত্র দেখছে তৃণমূল। যাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক, সেই অরূপ বিশ্বাস বলেন, ‘তদন্ত চলাকালীন কোনও মন্তব্য করব না।’ দলের অফিশিয়াল সমাজমাধ্যমের পোস্টে, ‘বিশৃঙ্খলা ও ভাঙচুরের মধ্যে গেরুয়া পতাকা ও স্লোগান তোলা হয় বলে উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয়েছে, ‘বাংলাকে কালিমালিপ্ত ও বদনাম করতে ইচ্ছাকৃতভাবে এই নোংরা প্রচেষ্টা।’

সংঘর্ষের মাঝে

প্রথম পাতার পর

হাসপাতাল চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। তাঁর কথায়, ‘আমার চোখের সামনে মেয়েকে গুলি করে মেরে ফেলল।’

জেলা তৃণমূলের প্রথম সারির এক নেতা বলেছেন, ‘রফিক ও নুরের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই এলাকায় কার ক্ষমতা বেশি, তা নিয়ে ঝামেলা চলছিল। ইদানীং তা জটিল আকার ধারণ করে। তারই খেসারত দিতে হল স্কুল পড়ুয়াকে।’ প্রসঙ্গত, ঝলঝলি এলাকা গোলাবারুদের ব্যবহারের কারণে বরাবরই কুখ্যাত। এদিনকার ঘটনা ফের একবার ঝলঝলির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে তৃণমূল নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েও।

ব্লক তৃণমূল সভাপতি জাকির হুসেন বলেন, ‘ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়ার এভাবে মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে এই ঘটনা গ্রাম্য বিবাদের জেরে ঘটেছে। গোষ্ঠী কাজিয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন।’ জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল বলেন, ‘গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনা দুঃখজনক। পুলিশ তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে।’

রংদার রোববার

15 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ পনেরো

দিনকয়েক আগে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভারতে এসেছিলেন। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সুবাদে বন্ধুত্ব আরও একবার চর্চায় এল। এই সম্পর্ক অবশ্য আজকের নয়। বরাবরের। আমাদের রোজকার জীবনের পাশাপাশি সাহিত্য থেকে সিনেমা, সমানে এর সাক্ষী থেকেছে। 'ইয়ে দোস্তি হম নেহি তোড়েঙ্গে' বলে বার্তা দিয়ে আগামীতেও থাকবে।

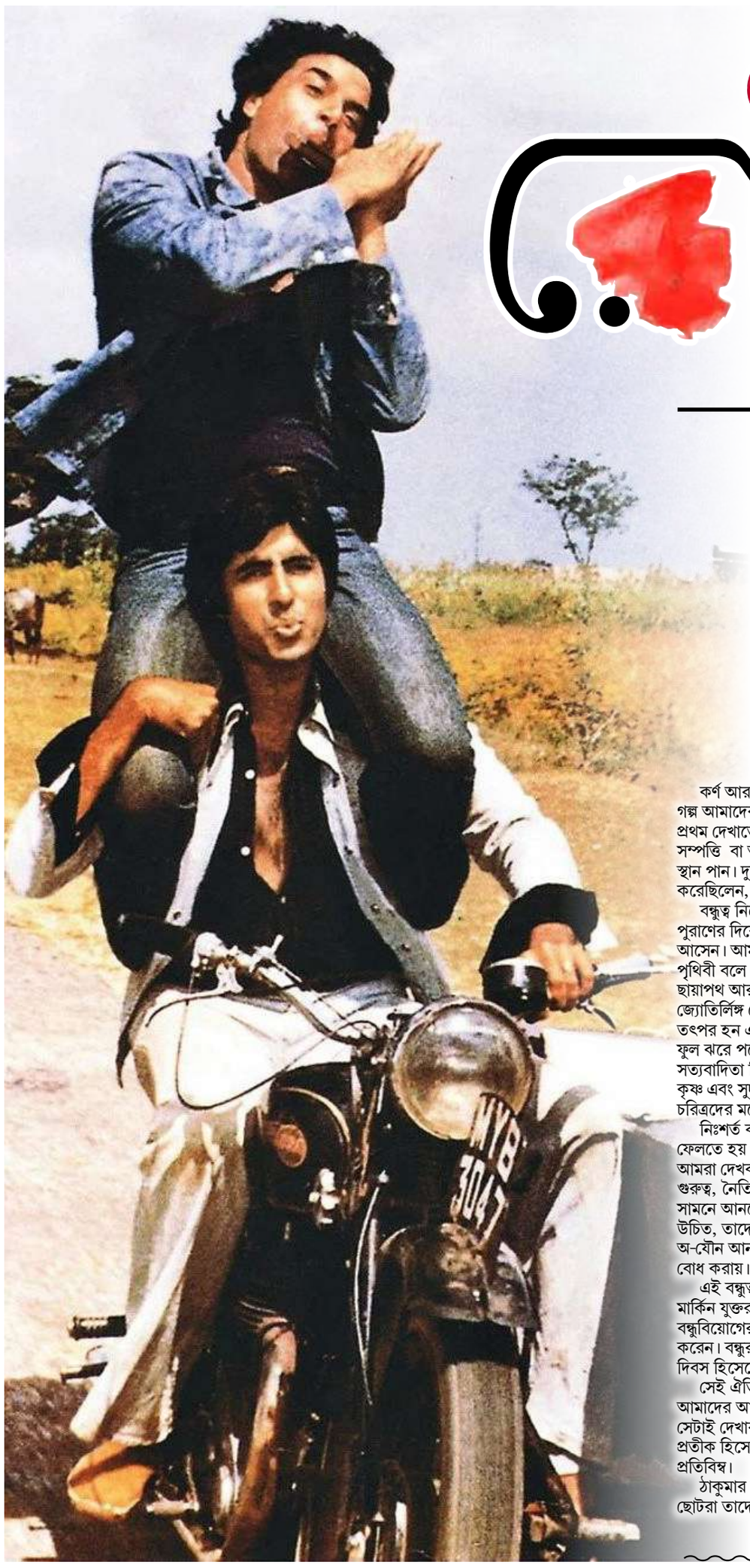

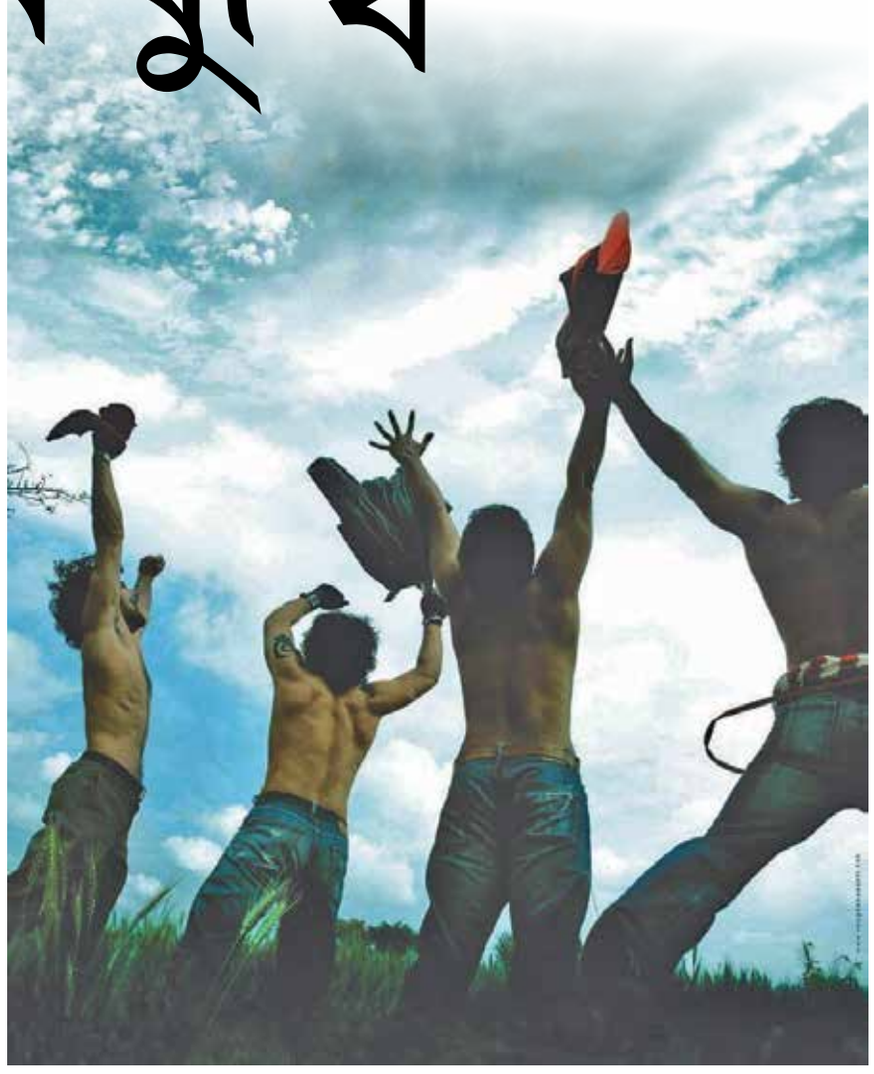

বন্ধুত্ব

দুর্যোধনের জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে

শ্রেয়সী দে

কর্ণ আর দুর্যোধনের একটা গল্প দিয়ে লেখাটা শুরু করা যাক। এই দুই চরিত্রের গল্প আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, কোনও পরিস্থিতিতেই বন্ধুকে ছাড়া যায় না। কর্ণকে প্রথম দেখাতেই দুর্যোধন তাঁকে অঙ্গরাজ্য দান করেন। সেই দুর্যোধন যিনি কখনোই সম্পত্তি বা অধিকার ছাড়তে নারাজ ছিলেন। তাঁর বন্ধুত্বেই কর্ণ অভিজাত সমাজে স্থান পান। দুর্যোধনের সিদ্ধান্ত ভুল জেনেও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ তাঁর হয়ে লড়াই করেছিলেন, প্রাণও দেন।

বন্ধুত্ব নিয়ে কথা বলতে গেলে তাই একেবারে প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করতে হয়। পুরাণের দিকে তাকাতে হয়। এবং অবশ্যই বিষ্ণু আর শিব সেক্ষেত্রে স্পটলাইটে আসেন। আমরা জানি যে, শিব প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে। সেসময় পৃথিবী বলে কোনও গ্রহ বা কোনও ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ছিল না। মাথার উপরে একটা ছায়াপথ আর পায়ের নীচে জলখণ্ড-- এই তো সৃষ্টির অবস্থা। এমন একটি অনন্ত জ্যোতির্লিঙ্গ দেখে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু কৌতূহলী হয়ে পড়েন। শেষপর্যন্ত রহস্যভেদে তৎপর হন এবং ব্রহ্মার সঙ্গে কেতকীর দেখা হওয়ার পর লিঙ্গের মাথা থেকে যখন ফুল ঝরে পড়ে, তখন স্বমূর্তিতে শিব দেখা দেন। তারপর থেকেই বিষ্ণুর নম্র স্বভাব, সত্যবাদিতা শিবকে মুগ্ধ করে এবং দুজন বন্ধু হয়ে ওঠেন। এছাড়াও আমরা দেখেছি কৃষ্ণ এবং সুদামাকে। কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে। কৃষ্ণ আর দ্রৌপদীকে। ঐতিহাসিক চরিত্রদের মধ্যে শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার বন্ধুত্ব আমরা বিস্মৃত হতে পারি না।

নিঃশর্ত বন্ধুত্বের জন্য পরিবারকে ত্যাগ করা যায়, নতুন করে বন্ধুকেই বানিয়ে ফেলতে হয় পরিবার। এই বন্ধুত্বকে যদি আমরা কয়েকটা স্তরে দেখতে চাই, তাহলে আমরা দেখব যে, প্রাচীন যুগে বন্ধুত্বের দর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল : সামাজিক গুরুত্ব, নৈতিক ভিত্তি এবং নিয়ম। অ্যারিস্টটল অবশ্য তাঁর তিন বন্ধুত্বের ধরনকে সামনে আনছেন। তিনি বলছেন একজন মানুষের জীবনে যে তিন ধরনের বন্ধু পাওয়া উচিত, তাদের একজন হচ্ছে যে কেবল ব্যবহারের কাজে লাগে। অন্যজন যে অ-যৌন আনন্দ দিতে পারে এবং শেষজন বা প্রকৃত বন্ধু, আমাদের ভালো বা বিশেষ বোধ করায়। শেষজনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই বন্ধুত্ব উদযাপনের জন্য একটি বিশেষ দিন নির্ধারিত আছে। ১৯৩৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন ব্যক্তি নিহত হন, সেটা ছিল অগাস্টের প্রথম শনিবার। বন্ধুবিয়োগের এই ঘটনা সহ্য না করতে পেরে সেই ব্যক্তির এক বন্ধু আত্মহত্যা করেন। বন্ধুর জন্য বন্ধুর যে আত্মত্যাগ, তাকে সম্মতি জানিয়ে এই দিনকে বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

সেই ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক চরিত্রের এক্সটেন্ডেড অংশ হিসেবে আমাদের, আমাদের আগের জেনারেশনের বন্ধুত্বের সংজ্ঞার, স্তরের পরিবর্তন হয়, কীভাবে সেটাই দেখার। কিন্তু যা থেকে যায়, সেটা হল প্রতিশ্রুতি, ভরসা। তাই বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয় হলুদ গোলাপ। হলুদ প্রতিশ্রুতির রং, ভরসার প্রতিবিম্ব।

ঠাকুমার মুখে শুনেছি, আমাদের পুরোনো বাড়িতেই এককালে সে এলাকার ছোটরা তাদের শৈশব কাটিয়েছে। বাবার বন্ধু, কাকার বন্ধু, জেঠুর বন্ধু, পিসির বন্ধু।

এরপর ষোলোর পাতায়

স্কুল, কলেজের বন্ধুর কাছে নেই ভালো সাজার দায়, নেই মুখোশের আড়ালে মিথ্যে অভিনয়ের রোজনামচা, নেই পলিটিকালি কারেক্ট থাকার বোকা বোকা ডায়ালগ। আছে শুধু দীর্ঘদিনের জমিয়ে রাখা ক্ষুদ্রতাকে পুড়িয়ে ফেলার আগুন, ইচ্ছেমতো গান গাওয়া আর মাতাল হাওয়ায় এলোমেলো নৌকা বাওয়া।

সেই সম্পর্ক যা পুনর্জন্ম নেয় বারবার

অরুণাভ রাহারায়

'তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে/ তোমাকে বন্ধু আমি লোকায়তে বাঁধি।' সেই কবে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় পড়েছিলাম, বন্ধুকে লোকায়তে নিয়ে যেতে বলার আহ্বান। যেন বন্ধুতাই আমাদের চেনা পরিসর পেরিয়ে নিয়ে যেতে পারে অচিন দেশে। বন্ধুত্বের মধ্যে যেমন মিশে থাকে বোঝাপড়া, তেমনই থাকে ভালোবাসা। জগন্নাথ বিশ্বাস যেমন কবিতায় লিখেছিলেন, 'কেউ যেখানে পারে না পৌঁছাতে, ভালোবাসা সেখানে পৌঁছায়'। মনে পড়ছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র কথা। একদল বন্ধু চলেছে জঙ্গল ভ্রমণে। অসীম কর্পোরেটে কর্মরত, সঞ্জয় লেখক, হরি খেলোয়াড় এবং শেখর পূর্ণ বেকার। চার বন্ধুর পালামৌ সফর হয়ে উঠেছে সাম্যবাদের প্রতীক! গতমাসে আন্তর্জাতিক কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে নন্দনের বড় পর্দায় আবার দেখলাম সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিটি। স্ক্রিপ্ট বানানোর সময় মূল উপন্যাসের কিছু অংশে অদলবদল করেছিলেন পরিচালক।

এ নিয়ে সুনীল নিজেই বলেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে যে, আমাদের বন্ধুদের পকেটে পয়সা থাকত না। তাই বিনা টিকিটে ট্রেনে উঠে পড়তাম আমরা। কিন্তু সত্যজিৎবাবু ছবিতে দেখিয়েছেন, নিজের গাড়ি চালিয়ে একদল বন্ধু বেড়াতে যাচ্ছে জঙ্গলে। এ দৃশ্য আমাদের কল্পনারও অতীত। গাড়ি চলতে চলতে শেখরের হাত থেকে পকেট বুক ছুড়ে ফেলে দেয় হরি। অনেকটা একই দৃশ্য আমরা দেখেছি 'জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা'য়। কবীরের নির্দেশে কাজপাগল অর্জুনের মোবাইল ফোনটি গাড়ির জানলা দিয়ে পাহাড়ের খাদে ফেলে দেয় ইমরান। এ কর্ম কেবল বন্ধুকেই মানায়! বলিউডের 'থ্রি ইডিয়টস' হোক বা 'ককটেল', 'দিল চাহতা হ্যায়' কিংবা 'রং দে বসন্তী'-- বন্ধুত্বের উদযাপন কিংবদন্তি হয়ে আছে নানা সিনেমায়।

বন্ধুর প্রসঙ্গ এসেছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায়। গল্পটা বলেছিলেন এক অগ্রজ কবি। ষাটের দশকে সুনীল যখন আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন লেখক কর্মশালায় যোগ দিতে, পালটে গেল লেখকের জীবন! দেখা হল মার্গারিটের সঙ্গে। প্রথম বিশ্বের নানা দেশ থেকে আসা আরও লেখকের সঙ্গে। সারাদিন কালো কোট পরে থাকতে হয়। সেখানে কলকাতার ধুলো নেই। আইওয়ার শীর্ণ নদীর পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে গলা থেকে খুলে রাস্তায় ফেলে দিলেন টাই। উচ্চারণ করলেন : 'আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ'। এই এলোমেলো লেখক-জীবন দেখে যাওয়ার জন্য প্রাণের বন্ধু ছাড়া আর কাকেই-বা আহ্বান জানাতে পারি আমরা!

ইংরেজ কবি বায়রন ও শেলির বন্ধুত্বের কথা আমাদের জানা। ১৮১৬ সালে জেনেভা হ্রদে বেরিয়ে পড়তেন দুই বন্ধু। 'ডন জুয়ান' নামের বজরায় ভেসে বেড়াতে বেড়াতে দুজনের সৃজনশীল ভাবনার জন্ম হত, যা আজও ঋদ্ধ করে চলেছে বিশ্বসাহিত্য। বায়রনের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ডন জুয়ানে চেপে বাড়ি ফেরার পথেই ঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যু হয় শেলির। বাংলা কবিতার নব্বই দশকের কবি আবীর সিংহ লিখেছিলেন : 'বন্ধুর মৃত্যু নেই, পুনর্জন্ম আছে'। আজ মৃত্যুর এত বছর পরেও কবিতায় পুনর্জন্ম হচ্ছে শেলি-বায়রনের।

হলিউডের 'কাস্ট অ্যাওয়ে' মুভিটির কথা ভাবি। একটি জাহাজ মাঝসমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়ল আর দিক হারিয়ে ভিড়ল জনমানবশূন্য এক সৈকতে। একমাত্র বেঁচে থাকা যাত্রীটির জীবনে নেমে এল ঘোর অন্ধকার। চারপাশে কোনও মানুষ নেই, খাবার নেই। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মতো অনুকূল রসদ নেই। এই অবস্থায় সেই যাত্রী একটা ভলিবলের উপর মানুষের মুখ আঁকে পাথর দিয়ে। নিষ্প্রাণ বন্ধুটির সঙ্গে সে উৎসাহ ভরে কথা বলত সারাদিনমান! ভাগ করে নিত আনন্দ ও বিষাদ। আমরা তো বিভুঁইয়ে এভাবেই বন্ধু খুঁজি। বছর দুয়েক আগে ঢাকা থেকে আচমকা কলকাতায় হাজির লেখক-বন্ধু মাসউদ আহমাদ। আমি তখন আলিপুরদুয়ারের বাড়িতে নিরিবিলিতে নিজের বইয়ের পাণ্ডুলিপি সাজাচ্ছি। সব কাজ ফেলে অগত্যা বন্ধুর টানে ৭২০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আসতে হল মহানগরে। এসে দেখি আমার জন্য অপেক্ষা করছে বিরাট সারপ্রাইজ! জে ডব্লিউ ম্যারিয়ট হোটেলে দেখা হতেই আমার হাতে মাসউদ ভাই ধরিয়ে দিলেন এক টিভি চ্যানেলের 'সেরা বাঙালি' অনুষ্ঠানের গেস্ট কার্ড।

এরপর ষোলোর পাতায়

ইংরেজ কবি বায়রন ও শেলির বন্ধুত্বের কথা আমাদের জানা। ১৮১৬ সালে জেনেভা হ্রদে বেরিয়ে পড়তেন দুই বন্ধু। 'ডন জুয়ান' নামের বজরায় ভেসে বেড়াতে বেড়াতে দুজনের সৃজনশীল ভাবনার জন্ম হত, যা আজও ঋদ্ধ করে চলেছে বিশ্বসাহিত্য।

সময় বদলে চলে, সমীকরণও

অনির্বাণ নাগ

হিম পড়া ভোরে এখন ঘুম ভাঙে দেরিতে। ঘুম ভেঙেই দেখি বিড়ালের মতো নিঃশব্দে এসে লুটিয়ে পড়ে আছে শীতের রোদ উঠোনজুড়ে। এই লুটিয়ে পড়া রোদের মতো একটা বড় মাঠ ঘিরে থাকা বিল্ডিং-এ এলিয়ে পড়ে থাকত আমাদের পাকা গমের মতো হলুদ রঙা ছেলেবেলার ট্রেজার আইল্যান্ড। আমাদের স্কুলবাড়ি।

সেখানে কী না ছিল! ছিল 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকার মলাট দেওয়া বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাসের টেক্সট বই, জ্যামিতি বক্সের কাঁটা কম্পাস, সুগন্ধি ইরেজার, মাথায় লাল রাবার লাগানো উড পেন্সিল (একদিক দিয়ে লেখা, অন্যদিক দিয়ে মোছা), কাগজ দিয়ে উড়োজাহাজ বানিয়ে আকাশপথে পাড়ি, ডানা গজানো বড় ক্লাসে স্কুল পালিয়ে দুই ঠোঁটের মাঝখানে প্লাজা বা ক্যাপস্টান শোভিত প্রথম পাপ এবং আরও কত কী! আর ছিল গা ঘেঁষটে থাকা বন্ধুরা। আমাদের নেভার ফেইলিং ফ্রেন্ডস। সেইসব দিন কবেই সেপিয়া কালারে কনভার্ট হয়ে গিয়েছে!

স্কুলবেলার বন্ধুত্বের ব্যাপারটা ঠিকুজিকুষ্ঠি করে হয় না। ক্লাসিক লিখব বলে যেমন ক্লাসিক লেখা যায় না, লিখতে লিখতেই ক্লাসিক নিজের অজান্তেই তৈরি হয়ে যায়, স্কুলের বন্ধুত্বও ঠিক তেমনি। হিসাব কষে হয় না এই গাঁটছড়া। পাশাপাশি বসা, অকারণ ঝগড়ার পরেই একটু কাঁধে হাত, ছেঁড়া বইয়ের পাতা জড়ানো আচার ভাগ করে নেওয়ার মতো দৈনন্দিন আপাত তুচ্ছ ঘটনাগুলোই এক অদৃশ্য সুতোর মতো জড়িয়ে ফেলে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে। তারপর সারাজীবন পকেটে রয়ে যায় সেই অমূল্য সুগন্ধি। বড় বয়সে মন খারাপের অন্ধকার গলিতে যখন বিষণ্ণ হয় মন, তখন আচমকাই খুলে যায় এই জমিয়ে রাখা সুগন্ধের জানলা। মন কেমনের বারান্দা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে দেদার রোদ্দুর।

স্কুলের বন্ধুরা থেকে যায় আজীবন। ভণিতাহীন, মুখোশহীন। জীবনের কঠিনতম মুহূর্তে যদি দেখা যায় নির্জনতম পথে একা চলছি, নিশ্চিত যে পিছনেই হাঁটছে স্কুলের বন্ধুরা, যারা প্রতি মুহূর্তে সতর্ক দৃষ্টিতে আগলে রাখছে আমার প্রতিটি পদক্ষেপ। তৃষ্ণার্ত হলে আঁজলা ভরা জল এনে দেবে, হোঁচট খেলে হাতটা এগিয়ে দেবে কিন্তু 'ভালোবাসি' বলে ভালো সাজবার চেষ্টাও করবে না। ভুল করলে গালি দিয়ে গুষ্টি উদ্ধার করবে, আবার পর মুহূর্তেই গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে হ্যাংলার মতো খাবারের ভাগ চাইবে।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু কে? যার কাছে আমার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, আমার কনফেশন বক্স, যার কাছে আমি নগ্নভাবে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারি, যার উপস্থিতি হাজার ওয়াটের আলো ফেলে অন্ধকারে, যার চলে যাওয়া হঠাৎ নেমে আসা গাঢ় সন্ধ্যা।

স্কুল, কলেজের বন্ধুর কাছে নেই ভালো সাজার দায়, নেই মুখোশের আড়ালে মিথ্যে অভিনয়ের রোজনামচা, নেই পলিটিকালি কারেক্ট থাকার বোকা বোকা ডায়ালগ। আছে শুধু দীর্ঘদিনের জমিয়ে রাখা ক্ষুদ্রতাকে পুড়িয়ে ফেলার আগুন, ইচ্ছেমতো গান গাওয়া আর মাতাল হাওয়ায় এলোমেলো নৌকা বাওয়া। আমি হস্টেলে থাকা বাউন্ডুলে জীবন কাটানো মহাসৌভাগ্যবান। ফেলে আসা হস্টেলের দিন এখনও রঙিন। প্রতিদিনের কেজো দিনরাত্রি থেকে দু'দিনের ছুটি নিয়ে বৎসরান্তে একবার বন্ধুদের সঙ্গে একটা দিন বা রাত কাটানো অক্সিমিটারে অক্সিজেনের স্যাচুরেশন লেভেল বাড়িয়ে দেয় হান্ড্রেড পারসেন্ট।

স্বার্থহীন সম্পর্কের বন্ধুরা থেকেই যায়। তিরিশ বা চল্লিশ বছরের ব্যবধান সম্পর্কের মাটিতে বিন্দুমাত্র আঁচড়ও কাটতে পারে না। তিরিশ বছর পরে দেখা হলেও মনে হয় তিরিশ মিনিট পরে দেখা হল।

সত্যজিৎ রায়ের 'দুই বন্ধু' গল্পটা মনে আছে? মহিম আর প্রতুল স্কুলের দুই বন্ধু।

এরপর ষোলোর পাতায়

হায়দরাবাদের শিল্পগ্রাম শিল্পরমামে

শৌভিক রায়

শহরের মধ্যে শহর থাকে। গ্রামের মধ্যে গ্রাম। কমবেশি এটাই জানতাম। কিন্তু শহরের মধ্যে গ্রাম! ভাবনাতেই ছিল না। হায়দরাবাদের শিল্পগ্রাম 'শিল্পরমাম'-এ এসে বিস্মিত হলাম তাই।

হায়দরাবাদে গিয়েছিলাম দিন কয়েক আগে। প্রথম দর্শনেই নিজামের শহর মন কেড়ে নেয়। একদা এই শহরের প্রবল প্রতাপশালী শাসক কুলি কুতুব শাহ, ভালোবেসে বিয়ে করেন বানজারা হিলসের নর্তকী, ভাগমতীকে। তাঁর নামেই শহরের নাম দেন ভাগ্যনগর। কোনও চাপ না থাকলেও, ভাগমতী নিজেই ধর্মান্তরিত হয়ে, নাম দিয়েছিলেন হায়দার মহল। কালক্রমে সেই নাম থেকেই ভাগ্যনগর হয়ে উঠল হায়দরাবাদ।

ঐতিহাসিকরা অবশ্য এই তত্ত্ব মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে, চারদিকের 'বাগ' বা বাগান থেকে ভাগনগর (বাগনগর) কিংবা নবাব পুত্র হায়দারের নাম থেকে 'হায়দরাবাদ' এসেছে। তত্ত্ব যা-ই হোক, আমার কাছে হায়দরাবাদ মানে তুফানি প্রেমের এমন এক শহর, যেখানে হাতে হাত ধরে চলেছে ইতিহাস আর আধুনিকতা। বিত্ত আর বৈভব। সঙ্গে যোগ হয়েছে রুচি। ফলে গোলকুন্ডা ফোর্ট, কুতুব শাহি সমাধি, হুসেন সাগর লেক, ওসমান সাগর, এনটিআর সমাধিক্ষেত্র, চারমিনার, মক্কা মসজিদ, সালার জং মিউজিয়াম, চৌমহলা, ফলকনুমা প্যালেস, রামোজি ফিল্ম সিটি ইত্যাদি দেখে প্রবল মুগ্ধ হয়েছি। চেখে নিয়েছি প্যারাডাইসের বিশ্ববিখ্যাত হায়দরাবাদি বিরিয়ানি ও করাচি বেকারির সুস্বাদু কেক। আর এখন শিল্পরমামে এসে মনে হচ্ছে, এমনটাও হয়!

হায়দরাবাদের হাইটেক সিটির হইচই থেকে ১৪ কিমি দূরে, মাধপুর এলাকায় তৈরি করা হয়েছে এই গ্রামটি। উদ্দেশ্য ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্যকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পীরা এসে সাজিয়ে গিয়েছেন গ্রামটিকে। কর্পোরেট দুনিয়ার দেখনদারির মাঝে, ৬৫ একর জমি নিয়ে, ১৯৯২ সালে নির্মিত কৃত্রিম গ্রামটিতে রয়েছে দুরন্ত সব শিল্পকর্ম। সঙ্গে নিজেদের সৃষ্ট জিনিসের পসরা নিয়ে বসেছেন স্থানীয় শিল্পীরা। চলছে বেচাকেনা। বছরভর লেগে আছে শিল্প প্রদর্শনী সহ লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নানা অনুষ্ঠান। উঁচুনীচু পাথর, ঝরনা, সবুজ প্রান্তরঘেরা শিল্পরমামের সর্বভারতীয় কলা ও হস্তশিল্প উৎসব ইতিমধ্যেই অত্যন্ত পরিচিত। প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হওয়া সেই উৎসবে ভাগ নেওয়া বোধহয় সব শিল্পীরই স্বপ্ন।

শিল্পরমামের প্রবেশপথেই 'রিক্রিয়েশনাল এরিয়া'। এথনিক মোটিফ, টেরাকোটা স্থাপত্যে সজ্জিত এলাকাটির শৈল্পিক ছাপে মুগ্ধ হলাম। সবকিছুই অত্যন্ত সুচারুভাবে রাখা হয়েছে। আর তাতেই ফুটে উঠেছে ঐতিহ্যের সঙ্গে আভিজাত্য। অনবদ্য লাগল ভিলেজ মিউজিয়ামটি। এখানে ভারতের চিরায়ত গ্রামীণ জীবনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে প্রমাণ সাইজের ১৫টি কুঁড়েঘর ও অদ্ভুত সুন্দর সব মূর্তি দিয়ে। গাছপালায় ঘেরা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সবকিছুই এতটা জীবন্ত যে, মনেই হয় না সেগুলি মানুষের হাতে তৈরি। এই এলাকাটি একঝলক দেখলেই, নিতান্ত অজ্ঞ মানুষও ভারতীয় গ্রাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন।

ভিলেজ মিউজিয়াম

আয় মন বেড়াতে যাবি

আধুনিক স্থাপত্যের অদ্ভুত সব কাজ রয়েছে রক মিউজিয়ামে। তবে চারদিকের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাথরগুলিও যেন নিজস্ব স্থাপত্য তৈরি করেছে। এই মিউজিয়ামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শান্তিনিকেতনের সুব্রত বসুর নাম। প্রদর্শিত হয়েছে বুদ্ধের মূর্তি থেকে মেটামরফোসিস। অদিতি গর্গ, রতন সিং, রাজীব মণ্ডলের মতো শিল্পীরা আপন খেয়ালে সাজিয়েছেন শিল্পরমামের এই অংশটি। তবে অনন্য হল স্কাল্পচার পার্কটি। যখন এই পার্কটি নির্মিত হয়, তখন ধারণাটি একদম নতুন ছিল। সেই হিসেবে এটি ভারতের মধ্যে প্রথম। নষ্ট হয়ে যাওয়া যন্ত্রাংশ নিয়ে যে কলা প্রদর্শিত হয়েছে, সেগুলি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আসলে কোনওকিছুই যে ফেলনা নয়, সেটা বোঝা যায় স্কাল্পচার পার্ক দেখে। রোমাঞ্চিত হলাম তাই। একই কথা বলব ১৫০০ আসনের অ্যাম্ফিথিয়েটারের ক্ষেত্রেও। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় খোলা আকাশের তলায় বসে কর্ণাটকি বা কুচিপুড়ি সংগীত ও নৃত্যের আসর।

স্কাল্পচার পার্ক

স্কাল্পচার পার্ক

দুর্গম চেরেভু

গোরুর গাড়িতে চেপে ঘুরে গ্রামীণ জীবনের আস্বাদ নেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে শিল্পরমামে। ভিড় দেখলাম ভারতীয় হস্তশিল্পের দোকানগুলিতে। মজুত কাঞ্জিভরম, টাঙ্গাইল, সম্বলপুরি, কাশ্মীরি, ধর্মাভরম ইত্যাদি নানা ধরনের সিল্কের শাড়ি ও সালোয়ার-কামিজ।

শিল্পরমাম থেকে ফিরবার পথে পড়ল পাহাড়ঘেরা প্রাকৃতিক লেক দুর্গম চেরেভু। সিক্রেট লেক নামেও এর পরিচিতি রয়েছে। তিরাশি একর এলাকাজুড়ে থাকা এই লেক, একসময় গোলকুন্ডা ফোর্টের পানীয় জলের উৎস ছিল। পরে হয়ে ওঠে মৎস্য শিকারিদের প্রিয় জায়গা। আর এখন তো কৃত্রিম ঝরনা, আলোকসজ্জা, রক ক্লাইম্বিং ইত্যাদি হায়দরাবাদের অন্যতম সেরা আকর্ষণ। লেকের চারপাশে ঘুরে বেড়ানোর সুন্দর পথ আর সুদৃশ্য সেতু চোখ টানতে বাধ্য। এই লেক পরিচিত ১৪৯ প্রজাতির পাখির জন্যও।

হায়দরাবাদের পরিচিত দ্রষ্টব্যগুলি থেকে কিছুটা আলাদা এই দুই জায়গা সত্যিই শহুরে কোলাহল থেকে মুক্তির টাটকা হাওয়া। গ্রাম ঘুরেছি অনেক। কিন্তু মহানগরের মধ্যে গ্রাম? এই প্রথম।

হস্তশিল্পের দোকান

দুর্যোধনের জন্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে

পনেরোর পাতার পর

আমার ঠাকুমা সক্কাল সক্কাল বড় ডেকচি সমান ভাত আর কড়াই ভর্তি মাছ, ডিম কিংবা সয়াবিনের ঝোল রেঁধে রাখতেন। একই বিছানায়, আমাদের বিস্তীর্ণ উঠোনে দালানে বন্ধু সহ বাবা-কাকাদের শৈশব কেটেছে। সেসব বন্ধুদের পায়ের ছাপ রোজ একটু করে ন্যাতা চেপে ফেলে আসতেন জেঠি। আমাদের বাড়ির সেই দেওয়ালে শ্যাওলার আস্তরণ ক্রমশ পুরু হয়েছে। গাঢ় সবুজ শ্যাওলা আর ততোধিক পুরু আস্তরণ বাবাদের বন্ধুত্বের দীর্ঘ পূর্বসূত্র বহন করে। এই বাড়ি থেকেই আমার বন্ধুত্বের সংজ্ঞার সঙ্গে পরিচিতি। আচার, বড়ি রোদে দেওয়া বিকেলগুলো ক্রমে বিষণ্ণ হতে শুরু করে। তারপর সেই বাড়িতেই আমার, বুনুর শৈশব পেরিয়ে কৈশোর হল। আমি, বুনু ইত্যাদি।

আমাদের এই জেনারেশনে খাপ খাওয়াটা খুব জরুরি। কারও সঙ্গে সারাজীবন বন্ধুত্ব রাখার প্রশ্ন উঠলেই আমরা ভেবে নিতে থাকি যে, আমরা উলটোদিকের মানুষটার সঙ্গে আদৌ কমপ্যাটিবল কি না, আমার পরিচিত গণ্ডিকে পার করে আমি তার সঙ্গে মিশতে পারছি কি না!

একটা ছবিতে দেখেছিলাম যে, একটা বয়সের পর গায়ের রং, আকর্ষণ, যৌনতা, শরীরের গুরুত্ব অনেকটাই কমতে শুরু করে। পৃথিবীর সমস্ত 'আমি'র তখন কেবলমাত্র একটা 'তুমি'র প্রয়োজন। এমনকি কাউকে ভালোবাসার আগেও তো আমাদের বন্ধুত্ব-ই প্রয়োজন, তাই না? আমি দেখেছি বন্ধু মানে এমন একজন, যার সামনে সহজ হওয়া যায়। বন্ধু আমাদের সহজতার পাঠ দেয়। যে বয়সের পর মানুষের হৃদয়ের ওপরের বর্মটা গলে জল হয়ে যায়, তখুনি বন্ধুকে মনে পড়ে।

আমাদের Gen Alpha-র ক্ষেত্রে একটা আপন করতে না পারা মন দেখা যায়, যা মূলত আমার বন্ধুত্বের উদযাপন। আমি যেভাবে আমার সামনের মানুষকে নিয়ে ভাবি, সেও ঠিক একই জিনিস অনুভব করে কি? একইরকম গুরুত্ব দেয় কি? দেখেছি কীভাবে আমার বন্ধুরা সমান্তরালতাকে ছাড়িয়ে কেমন বিপ্রতীপে চলে গেছে! আমার কলেজের বন্ধুদের ক্ষেত্রেও তাই দেখেছি। যে আগে আমার জন্য আস্ত একটা নদীর মতো বহমান ছিল, প্রেমিকের আবির্ভাবে সেই বন্ধু কেমন পাহাড় হয়ে গেল। আমি বিশ্বাস করি, বন্ধুরা কখনও খারাপ হয় না, আর যে খারাপ হয়, সে কখনও বন্ধু ছিল না। এখনও কথা বলি ওর সাথে, ওদের সঙ্গে। যাদের আগে বুকের বাঁদিকের দালানে বসতে দিয়েছিলাম, তাকে দূর করে দিই কীভাবে!! কষ্ট পেয়েছি, ওর জন্মদিনে উপহার না দিতে পারায় আমি আমার এক মাস্টারমশাইয়ের কাছে কেঁদেছি। বন্ধু নিজেকে বাঁচাতেই আমার সঙ্গে কিংবা উলটোটা এই দূরত্ব তৈরি হয়েছে। জানি, সবার জীবনেই এমনটা হয়। তবু আমাদের সময়ের বন্ধুত্ব বড় আপেক্ষিক। কখনও অদ্ভুত মন খারাপ কাউকে পেয়ে বসে ওই গানের শেষ সুরটুকুর মতো কিংবা কোনও বিশেষ খাবার : বিরিয়ানির আলু কিংবা কর্নেটোর নীচের শেষ চকোলেটটুকুর মতো। অর্থাৎ কনসিস্টেনসি কম।

একুশ শতকের আমরা অনলাইন বিভিন্ন মাধ্যমে বন্ধু খুঁজে নিই, চ্যাটজিপিটি-কে মনের কথা বলি। ৩০ সেকেন্ডের রিলসই আমাদের জীবন বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এআই আমাদের যাবতীয় দাবি পূরণ করে দেয়। কিন্তু আস্ত একটা মানুষকে? আমার বন্ধুকে কি জীবনে এনে দিতে পারে? পারে না...!! ইলেক্ট্রনিক্স সবটা পারে, অনুভূতিটুকুকে সত্যি করে দিতে পারে না।

তাই তো, বন্ধুর রদবদল হয়, বন্ধুর রকমফের হয়, বন্ধুরা ভুল বোঝে, বন্ধুত্বের সময় ক্ষীণতর হয় কিন্তু বন্ধুত্বের সংজ্ঞা বদলায় না, কিছুতেই না। ''বন্ধুত্বটুকু আসলে শাশ্বত, চিরকালীন, আবহমান। তাই না? বন্ধুত্ব নিয়ে লেখাও তাই কিছুতেই শেষ হতে চায় না। ওই 'আবহমান'-এর মতোই, 'নটেগাছটি বুড়িয়ে ওঠে, কিন্তু মুড়োয় না'।'

> অ্যারিস্টটল তিন বন্ধুত্বের ধরনকে সামনে আনছেন। তিনি বলছেন একজন মানুষের জীবনে যে তিন ধরনের বন্ধু পাওয়া উচিত, তাদের একজন হচ্ছে যে কেবল ব্যবহারের কাজে লাগে। অন্যজন যে অ-যৌন আনন্দ দিতে পারে এবং শেষজন বা প্রকৃত বন্ধু, আমাদের ভালো বা বিশেষ বোধ করায়। শেষজনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

সেই সম্পর্ক যা পুনর্জন্ম নেয় বারবার

পনেরোর পাতার পর

সন্ধ্যায় সে অনুষ্ঠানে গেলাম আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গল হোটেলে। অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরীর সঙ্গে বহুদিন পর দেখা। মঞ্চে গান গাইলেন শ্রেয়া ঘোষাল। অভিনেতা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে চিত্রকর সুব্রত চৌধুরী সেবার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। আমার দু'আসন আগে বসেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অতিথি হিসেবে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারার অভিজ্ঞতা অনবদ্য। পরদিন দেখি সমাজমাধ্যমের নানা রিলে ছড়িয়ে পড়েছে এইসব প্রবাদপ্রতিম কিংবদন্তির পাশে আমার বসে থাকার ছবি! বন্ধু-সহকর্মীরা তা দেখামাত্রই আমার হোয়াটসঅ্যাপে সে-লিংক পাঠাচ্ছে নিরন্তর। আর এ কেবল সম্ভব হয়েছিল মাসউদ আহমাদের মতো বন্ধুর সৌজন্যেই।

এরপরই শুরু হল অনুষ্ঠানের পরের 'মূল অনুষ্ঠান'। অর্থাৎ জাঁকজমকপূর্ণ পার্টি। আমরা আড্ডা দিতে বসেছি একটি ঘরে। অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ একটা গান ধরলেন—'এই সাগর পারে আইসা আমার মাতাল মাতাল লাগে'। চঞ্চল ভাই আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা আমেরিকান সিগারেট। আমারই অনুরোধে চঞ্চল ও লগ্নজিতা গেয়ে শোনালেন 'সর্বত মঙ্গল রাধে বিনোদিনী রাই'। অভিনেত্রী সোহিনী সরকার সেখানে যেমন আছেন, তেমনই আছেন বাদশা মৈত্র। সেই তারকাখচিত রাতে পার্টি থেকে একটু বেরিয়ে টয়লেটে যেতেই আলাপ হল প্রসূন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। খুবই চেনা মুখ কিন্তু ঠিক চিনতে পারছিলাম না তখন। বেসিনের ধারে দাঁড়িয়ে বললাম : আপনাকে খুব চেনা লাগছে, আমি কি আপনার অভিনয় দেখেছি? প্রত্যুত্তরে প্রসূন জানালেন, আমি একটি ছবির পরিচালক, নাম : দোস্তজী! আমি থ! কেননা এর কিছুদিন আগেই দেখেছি হাইল্যান্ড পার্কে এই প্রবল আলোচিত ছবিটি। দুই বালক-বন্ধুর মর্মস্পর্শী গল্প। আসলে তারা দুই সহপাঠী পলাশ আর সফিকুল। প্রত্যন্ত গ্রামের দুই খুদে-বন্ধুর দুষ্টুমি, খুনশুটি, ভাব-আড়ি পর্দায় ভারী সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন প্রসূন। এই দুই বন্ধুর কাহিনী খুবই প্রশংসিত হয়েছে ফিল্মি দুনিয়ায়। বাজ পড়ে এক বন্ধুর মৃত্যু আরেক বন্ধুকে পড়াশোনায় মনোযোগী করে তোলে। আর এখানেই মনে পড়ছে বুদ্ধদেব গুহর কিশোর উপন্যাস 'দূরের দুপুর'-এর কথা। পুঁটু আর বুসু নামের দুই বন্ধুর মিষ্টি কাহিনী।

এবারের ৩১তম কলকাতা ফিল্মোৎসবে টালিগঞ্জের রাধা স্টুডিওয় দেখেছি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘু মান্নার বরাত' গল্প অবলম্বনে রাজা চন্দ পরিচালিত 'হালুম' ছবিটি। বাঘুর সঙ্গে যখন বইয়ের পাতায় প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তখন ভাবতেই পারিনি তাঁর দেখা পাব প্রেক্ষাগৃহের বড় পর্দায়! বাঘুর ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন অভিনেতা সত্যম ভট্টাচার্য। গল্পটা আমরা অনেকেই জানি। কিছুটা দেবদাসের মতো বেহেড মাতাল বাঘু। কিন্তু তার ভেতরে একটা অন্যরকমের মন আছে। সে অনায়াসে বন্ধুদের বলতে পারে : চোলাই খেলে বুঝি ধোলাই খেতে হয়! দারুণ বাঁশি বাজায় বাঘু। বন্ধু বোঁদে সব সময় খেয়াল রাখে বাঘুর। সঠিক পরামর্শ দেয়। বিপদে পড়লে পাশে এসে দাঁড়ায়। ঠিক যেভাবে অরণ্যে একটি গাছের পাশে আজীবন দাঁড়িয়ে আরেকটি গাছ!

আমাদের কিশোরবেলায় 'জ্যাকপট' সিনেমায় শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠে শুনেছিলাম—'বন্ধু নামের কোনও পদবি নেই, বন্ধুর ঠিকানা হাত বাড়ালেই' গানটি। বন্ধুতার সত্যি কোনও পদবি হতে পারে না। বন্ধু মানে শুধু বন্ধুই, এর বাইরে কিছুই নয়। সাম্প্রতিক অতীতে নন্দনের বড় পর্দায় দেখেছিলাম শ্রীমন্ত সেনগুপ্ত পরিচালিত 'আবার বছর কুড়ি পরে' সিনেমাটি। পাহাড়ের কোলে বাংলোবাড়িতে চার পুরোনো বন্ধুর রিইউনিয়ন। পুরোনো দিনের স্মৃতি নিয়ে বেজে ওঠে এ ছবির গান : 'সেই কবেকার জানাশোনা/ মনের প্রান্তে আনাগোনা/ বন্ধু, তুই আমার চেনা'।

সময় বদলে চলে, সমীকরণও

পনেরোর পাতার পর

পড়াশোনায় মহিম মাঝামাঝি আর প্রতুল নীচের দিকে। কিন্তু দুজনেই ক্লাসের সবচাইতে বড় বিচ্ছু। বেশিরভাগ দিন দেখা যেত ক্লাসের সব ছেলে বসে আছে। কেবল মহিম আর প্রতুল বেঞ্চির উপর দাঁড়ানো। প্রতুলের বাবার রেলওয়েতে বদলির চাকরি। ১৯৬৯-এ তার বদলির নির্দেশ এল ধানবাদ যাওয়ার। দুই বন্ধু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ঠিক হল বন্ধুত্বের একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে। কী পরীক্ষা? যে যেখানেই থাকুক, ঠিক ২০ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৮৯ সালের ৭ অক্টোবর কলকাতার লাইটহাউস সিনেমা হলের সামনে দুজনে দেখা করবে। প্রতুল চলে যাওয়ার পর মহিম ক্রমশ বদলে যায় ভালোর দিকে। বড় সাহিত্যিক হয় সে। ২০ বছর পরে সেই দিন উপস্থিত। মহিম এসে দাঁড়ায় লাইটহাউসের সামনে ঠিক দুপুর বারোটায় যেমনটা কথা ছিল। সিনেমা হলের দরজার বাইরে হিন্দি সিনেমার বিরাট বিজ্ঞাপন, সেখানে জ্বলজ্বল করছে গোঁফওয়ালা ভিলেন কিশোরীলাল, যার জোরে ছবি হিট করেছে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর যখন মহিম চলে যেতে চায়, ঠিক তখনি একটা ছেলে এসে মহিমের হাতে একটা চিঠি দেয়, যে চিঠিতে প্রতুল লিখেছে সে আসতে পারবে না, মহিম যেন নিজের ঠিকানা লিখে ছেলেটির হাতে দেয়। চিঠিটা ছিল একটা খাতার পৃষ্ঠা ছেঁড়া কাগজে। তাহলে কি প্রতুলের দৈন্যদশা? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মহিম বাড়ি ফিরে আসে। পরের রবিবার প্রতুল আসে মহিমের বাড়িতে। প্রতুলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পিছনে বিরাট চিৎকার, হর্ষধ্বনি। মহিম বিরক্ত হয়ে পর্দা সরিয়ে দেখে প্রচুর লোক বাড়ির সামনে। এবার বন্ধুর দিকে ফিরতেই মহিমের মুখ হাঁ হয়ে গেল। প্রতুল নাকের নীচে একজোড়া পুরু গোঁফ লাগিয়ে মিটিমিটি হাসছে। 'কিশোরীলাল!' মহিম প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। প্রতুল গোঁফ খুলে পকেটে রেখে বলল, 'এবার বুঝতে পারছিস কেন লাইটহাউসে যেতে পারিনি? খ্যাতির বিড়ম্বনা। রাস্তাঘাটে বেরোনো অসম্ভব।'

এভাবেও ফিরে আসা যায়! এটাই স্কুলবেলার বন্ধুত্ব। কেউ কথা রাখেনি, এমনটা বলা যাবে না। কথা ছিল তারা আবার ফিরে আসবে। কথা রেখেছিল তারা, যেভাবে শীতের কুয়াশামাখা মেঠো পথ ধরে লাঙল কাঁধে গোধূলিবেলায় ঘরে ফেরে চাষা।

কোনও কোনও মন খারাপ করা বিকেলবেলায় মনে হয়, সবকিছু লাথ মেরে চলে যাই ছেড়ে আসা স্কুল-কলেজ– হস্টেলের বন্ধুর বাড়ি। কলিংবেল বাজিয়ে অবাক করে দিই আর বলি - বন্ধু কী খবর বল? কিন্তু পরের অ্যাসাইনমেন্ট, অফিসের কাজের চাপ, অনলাইন ভিসি আটকে দেয় সবকিছু। এখানেও যে সত্যিকারের বন্ধু নেই তা নয়। তবে সংখ্যায় খুব কম। কর্মজগতের বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকটাই কেজো, পলিটিকালি কারেক্ট। উষ্ণতা সেখানে যতটা, বন্ধুর ছদ্মবেশে গোপন ছুড়িতে শান দেওয়াও সেখানে চলে অবিরাম। তবুও বন্ধুত্বের অভিনয় সেখানে করে যেতেই হয়। নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়। এটাও একটা খেলা। নিত্যনতুন স্ট্র্যাটেজি, স্ট্রাগল ফর এগজিস্ট্যান্স। মাঝখান থেকে উবে যায় বিশ্বাস, উড়ে যাওয়া পাখির পালকের মতো পড়ে থাকে বিশুদ্ধ চালাকি আর টিকে থাকার লড়াই। আমার সব খারাপকে খাঁচা খোলা কবুতরের মতো উড়িয়ে দিয়ে বুকে টেনে নেওয়ার মতো বন্ধুর বড়ই অভাব এখানে। এখানে নেই শর্তহীন ভালোবাসা, নেই চোখ দেখে বুঝে নেওয়া বন্ধুর মনের মেঘ, নেই বেহিসেবি কথার আবোল-তাবোল, নেই অকারণ হাহাহিহি। আছে শুধু হিসেব মেলানোর খাতা আর হাতে পেন্সিল। হঠাৎ রাস্তায় অফিস অঞ্চলে হারিয়ে যাওয়া কোনও মুখ যদি চমকে দিয়ে বলে, বন্ধু কী খবর বল, কতদিন দেখা হয়নি, নিশ্চিত সে আপনার বেড়ে ওঠার সময়ের বন্ধু, যে বন্ধুত্বের সময় একটা আঁচড়ও কাটতে পারেনি। এমন বন্ধু আর কে আছে তোমার মতো মিস্টার!

মিথ্যেবাদী

অজিত ঘোষ

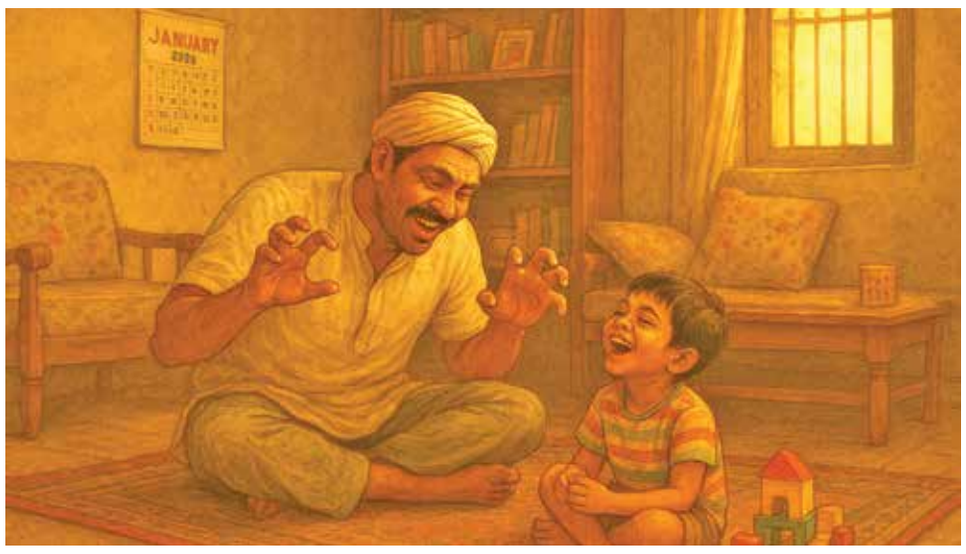

বাড়িতে অনেক আত্মীয়ের সমাগম। সবাইকে চেনে না সোনু। মা বলেছে, তুমি যাদের দেখছো তাদের ছাড়াও আরও দুজন আসছে, ছোট পিসি ও রাঙা মামা। ওরা অনেক দূরে থাকে। অনেক বছর পরপর আসে। সোনুর পৌনে তিন বছর বয়সে এখনও পর্যন্ত ওরা আসেনি! মা মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে ফোনে কথা বলিয়ে দিয়েছে। অল্প সময়ের দু'একটি কথায় ছোট পিসি, রাঙা মামাকে ঠিকঠাক চেনে না সোনু। বোঝে না ওদের আদর। ফোনে বেশিক্ষণ কথা বলতে সোনুর ভালোও লাগে না।

দুপুরে সোনু একটু ঘুমিয়েছিল। ঠাকুমার ডাকে ঘুম ভেঙে চোখ কচলে দেখল, একজন কোট, টাই পরা লম্বা লোক। কিছু না বলেই লোকটি তাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল। চুমুতে চুমুতে গাল ভরিয়ে তুলে বলল, 'বলো তো বাবা, আমি তোমার কে হই?'

কোনও কথা না বলে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সোনু। পারছে না, কিছুতেই চিনতে পারছে না! শেষমেশ লোকটিই নিজের পরিচয় দিল, 'আমি তোমার রাঙা মামা।'

সকালের রোদ্দুরের মতো সোনুর মুখে ঝকঝকে হাসি ফুটল।

রাঙা মামা তার জন্য অনেক কিছু এনেছে। সে যা যা পছন্দ করে সে-সবই নিয়ে এসেছে। বিশেষ করে চকোলেট। রাঙা মামা তার সামনে এক ঝুড়ি তুলে চকোলেট ধরতেই সে তুলে নিল ছোট হাতের থাবায় যতগুলি একবারে ধরা যায়। চকোলেট মুখে পুরে সোনু ভাবল, রাঙা মামা কী করে জানল সে চকোলেট পছন্দ করে? রাঙা মামা, ছোট পিসিকে ঘিরে ঠাকুমা, দাদু, দাদাভাই, ছোড়দির মাঝে মা। সোনুর ভয় হল, মা তাকে কিছুতেই একসঙ্গে এতগুলো চকোলেট খেতে দেবে না। বেশি চকোলেট খেলে দাঁত পড়ে যায়। ভয়ে সোনু বেশ কয়েকবার মায়ের দিকে তাকাল। নাহ, মা তাকে কিছু বলছে না! মুখেও না, চোখের ইশারাতেও না! কয়েকদিন হল সোনু খেয়াল করছে মা বকছে না। ঠিকমতো আদরও করছে না। মা কেমন যেন হয়ে গেছে! সব সময় চোখ লাল। বেশি কান্না করলে যেমন চোখ লাল হয় ঠিক তেমন। কিন্তু চেষ্টা করেও সোনু মায়ের কান্না দেখতে পাচ্ছে না! হতে পারে মা লুকিয়ে কাঁদছে। ভাবতে ভাবতে কখন যেন সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে।

রাঙা মামার কোল থেকে নেমে সোনু মেঝেতে পাতা বিছানায় খেলছে। খেলা বলতে একটি প্লাস্টিকের বল উপরে ছুড়ছে ও ধরছে। এমন অনেক খেলাই সে নিজে নিজে খেলে যেমন বাঘ-বকরি, লুডু। কোনও খেলারই নিয়ম সে জানে না। তার খেলার সঙ্গীও বিশেষ কেউ নেই। সেজন্য মাঝে মাঝে বাবা তার সঙ্গে খেলে। অফিস থেকে ফিরেই বাবা 'হালুম' করে ডাকে। সোনু অপেক্ষা করে থাকে সেই ডাক শোনার। কানে পৌঁছানো মাত্র সে দাদু-ঠাকুমার ঘর থেকে ছুটে চলে আসে তাদের ঘরে। যে ঘরে মা-বাবা আর সে থাকে। তারপর বিছানায় বাবার সঙ্গে চলে খেলা। এই মুহূর্তে খেলতে খেলতে সোনুর মনে হল ইস বাবা থাকলে খেলা জমে যেত। বাবার সঙ্গে খেলা জমে যায় এই কারণে যে, বাবা কোনওদিনই সোনুর কাছে জিততে পারে না। খেলায় বুদ্ধি লাগে। মা বলেছে, বাবার বুদ্ধি কম সেজন্য বারবার হেরে যায়। তেমনই একদিন খেলায় জিতে বাবার কোলে বসে সোনু বাবাকে বলেছিল, তুমি যে রোজ রোজ অফিস থেকে ফিরে হালুম করো, হালুম মানে কী? বাবা বলেছিল, 'হালুম' মানে কাছে আসা। প্রিয়জন যত দূরেই থাক না কেন হালুম করে ডাকলে ঠিক কাছে চলে আসে। যেমন তুমি আমার ডাক শুনলেই দাদু, ঠাকুমার ঘর থেকে আমার কাছে ছুটে চলে আসো, তেমন।

বাবা কোথায় যে গেছে! মা বলেছে, বাবা অফিসের কাজে বহুদূরে গেছে। কিছুদিন পরে ফিরে আসবে। বাবা প্রতিদিন অফিসে যায়। সোনু একদিন জেদ ধরেছিল বাবার সঙ্গে অফিসে যাবে। বাবা নিয়ে যায়নি। অফিসে নাকি অনেক দুষ্টু লোক থাকে। ছোট ছোট বাচ্চা যারা পড়াশোনা করে না তাদের ধরে। সে যদি ভালো করে পড়ে তবে বাবা তাকে একদিন অফিসে নিয়ে যাবে। কিন্তু পড়তে যে সোনুর ভালো লাগে না। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় বাবা ফেরার কিছু আগে মা তাকে পড়তে বসাতে চাইলে সোনু একছুটে চলে যায় দাদু-ঠাকুমার ঘরে। সোজা গিয়ে ক্যাঙারুর মতো বসে পড়ে দাদুর কোলে। আগে সোনু ক্যাঙারু চিনত না! দাদু চিনিয়েছে। দাদুর হাতে থাকা রিমোটের বোতাম টিপলে টিভির সিরিয়াল পালটে যায়— জঙ্গল, বাঘ, সিংহ, কুমির চলে আসে। কখনো-সখনো আসে ক্যাঙারু।

দাদুর কথা মনে পড়তেই সোনু ছুটল দাদুর ঘরে। দেখল, দাদু একজনের সঙ্গে কথা বলছে। প্রথমে সোনু বুঝতে না পারলেও পরে বুঝল দাদু কথা বলছে সেই লোকটার সঙ্গে যে লোকটা উঠোনে বাঁশ পুঁতে ভেতর বাড়িটাকে সাদা কাপড়ে ঘিরে দিয়েছে। সুন্দর দেখাচ্ছে উঠোনটাকে। সোনু এই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, এখন তো কোনও পুজো নেই তাহলে উঠোনে কী হবে? লোকটা বাঁশে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে বলেছিল, 'ছেরাদ্দ'। কথাটা জ্যাঠামণির কানে যায়। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে জ্যাঠামণি ধমক দিয়ে বলেছিল, 'বাচ্চাদের সামনে ওসব বলতে আছে? হতচ্ছাড়া কোথাকার!'

খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে দাদু। সোনু দাদুকে ধরে খাটে ওঠার চেষ্টা করতে দাদুই মেঝেতে নেমে বলল, 'এই তো সোনা। আর দুটো দিন মেনে চলো, তারপর যেমন ইচ্ছে জামা পরবে, যা ইচ্ছে খাবে। বিছানায় উঠবে।'

কথাগুলো শুনে মনে হল দাদুর গলা বসে গেছে! মাঝে মাঝে ঠান্ডা লেগে তারও গলা বসে যায়। দাদুর নিশ্চয় ঠান্ডা লেগেছে। কিন্তু কথাগুলো বলার সময় দাদুর চোখে জল এল কেন? সোনু খেয়াল করছে বাবা অফিসের কাজে বাইরে যাবার পর থেকে সবাই কেমন যেন পালটে গেছে! কেউ ভালো করে কথা বলছে না। কেউ হাসছে না। সবসময় সবার চোখে কেমন যেন কান্না-কান্না ভাব। তাছাড়া ঠাকুমাকে দেখতে বারবার বাড়িতে ডাক্তারকাকু আসছে। তবে হ্যাঁ সবাই তাকে আদর করছে। আগেও সবাই তাকে আদর করত কিন্তু এখনকার আদর কেমন যেন বেশি বেশি মনে হচ্ছে! আবার আদর খেয়ে জেদ করলেও কেউ তাকে বিছানায় উঠতে দিতে চাইছে না। ভালো জামা পরতে দিচ্ছে না। ক'দিন হল সোনু সবসময় পরে আছে সাদা রঙের পাতলা একটা জামা আর ধুতির মতো কিছু একটা! ধুতি তো দাদু পরে! তবে কি সে-ও দাদুর মতো বুড়ো হয়ে গেছে?

নতুন জামা পরলে আয়নাতে সোনু বারবার নিজেকে দেখে। ভালো না লাগলে পরে না। এই সাদা জামাটা পরেও সে আয়নাতে নিজেকে দেখেছিল। নাহ, ভালো লাগেনি। সে জামাটা যতবার খুলে ফেলতে চেষ্টা করেছে ততবারই কেউ না কেউ তাকে বাধা দিয়ে বলেছে, এই জামাটাই কিছুদিন তাকে পরে থাকতে হবে! সে প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু সবাই যখন বলেছে কথা না শুনলে বাবা দুঃখ পাবে তখন সে রাজি হয়েছে। জামাটা পরে আছে মন না চাইলেও। বাবা দুঃখ পাবে এমন কোনও কাজই সে করবে না। মা-ও একটা সাদা শাড়ি পরে আছে। মাকেও ভালো দেখাচ্ছে না। মা-র তো অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি আছে। মা কেন যে সেসব শাড়ি পরছে না? মা সাজছেও না! বাবা অফিস থেকে ফেরার সময় হলে মা যেমন সেজে থাকত। কারণটা সে জানতে চায় কিন্তু মা-র কাছে তো যাওয়াই যাচ্ছে না। অনেকে ঘিরে থাকছে মাকে। সবারই চোখ লাল। ফোলা ফোলা। তবে কী সবাই কান্না করছে? আচ্ছা, ছোটরা তো বায়না ধরে কান্না করে। বড়রা কান্না করছে কেন? কী তাদের দুঃখ!

বড়দের দুঃখ বুঝে তার কাজ নেই। সে এখন টিভি দেখবে। মুশকিল হল দাদুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানেই ছিল, গেল কোথায়? দাদুর সন্ধানে দাদুর ঘরের পেছনের দরজা খুলে বাগানের দিকের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখল বকুল গাছের তলার চেয়ারে বসে আছে। পায়ের কাছে মাটিতে বসে ছোট পিসি কাঁদছে। দাদু চেয়ারে বসে পিসির মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সোনু ছোট পিসিকে আগে দেখেনি। আজ দুপুরেই প্রথম দেখল। রাঙা মামার সঙ্গে এসেছে। ছোট পিসিও রাঙা মামার মতো তাকে খুব আদর করেছে। দুজনে একটি সুন্দর গাড়িতে করে এসেছে। গাড়িটা নাকি রাঙা মামার নিজের। মামা বলেছে গাড়িতে একদিন ঘুরতে নিয়ে যাবে। খুব মজা হবে তাহলে। কে যেন বলছিল, ছোট পিসি তার জন্য সোনার চেন এনেছে। কিন্তু সোনুর গলার চেন পছন্দ না। সব সময় কেমন যেন বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে। বিরক্তিকর। তার চেয়ে একটি সোনার আংটি হলে ভালো হত। সে সুজয়কে আংটি পরতে দেখেছে। সুজয় তার বন্ধু। পাশের বাড়িতে ভাড়া এসেছে। সুজয় বলেছে বাড়িওয়ালি জেঠিমার সঙ্গে মাঝে মাঝে তার মায়ের ঝগড়া বাধে। শুনে সোনু অবাক হয়েছিল। ঝগড়া আবার কীভাবে বাধে? একদিন মাছ খেতে তার গলায় কাঁটা বিঁধেছিল। কই কোনও দিন তো গলায় ঝগড়া বাধেনি! তবে কি ঝগড়া বড়দের গলায় বাঁধার জিনিস! সে বড় হলে তার গলাতেও কি ঝগড়া বিঁধবে?

সোনু বারান্দায় দাঁড়িয়েই দেখছিল দুজনকে। কেউ এসে পেছন থেকে ডাক দিল। ফিরে দেখল দাদাভাই। সবে মাত্র স্কুল থেকে এসেছে। দাদাভাই তার থেকে বড়। রোজ স্কুলে যায়। মা বলেছে, দাদাভাইয়ের মতো বড় হলে সে-ও স্কুলে যাবে। সকালে স্কুলের গাড়ি আসবে তাকে নিতে।

সেদিন দাদাভাই বলছিল, বাড়িতে কাউকে বলতে শুনেছে ছোটপিসি অনেক দিন আগে রাঙা মামার সঙ্গে ভেগে গেছে। তারপর আর এ বাড়িতে আসেনি। অনেক বছর পর এবার আসছে। দাদাভাই এ-ও শুনেছে ছোটপিসি ছোড়দা মানে সোনুর বাবাকে খুব ভালোবাসত। খুব মিল ছিল দু'-ভাইবোনের। সোনুকেও এ বাড়ির সকলে খুব ভালোবাসে। সোনু ভালোবাসা একটু একটু বোঝে। ভালোবাসা মানে খুব আদর করা। বিকেলে পার্কে ঘুরতে যাওয়া। যা খেতে ভালোবাসে তা কিনে দেওয়া। কিন্তু ভেগে যাওয়ার অর্থ বোঝে না! হবে হয়তো ভালোবাসারই মতো কিছু। এ সময় বাবা কাছে থাকলে সে-ও বাবার হাত ধরে ভেগে যেত। দাদাভাইকে সে বলল, 'চ্যালেঞ্জ নিবি।' দাদাভাই বলল, 'না, নেব না।' এমন কথা তাদের মধ্যে প্রায়ই হয়। দুজনে চ্যালেঞ্জ-চ্যালেঞ্জ খেলে। তারা টিভিতে অনেকবার 'চ্যালেঞ্জ নিবি না শালা... চ্যালেঞ্জ...' শুনেছে। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে গানটি। তবে গান আলাদা। আর চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ খেলাটা আলাদা।

দাদাভাইয়ের সঙ্গে সোনু অন্য খেলায় মাতল। বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। দাদা ভাইয়ের ঘুম পাচ্ছে। সন্ধে হলেই এমন ঘুম পায়। 'ভালো মা' বকা দেন, কাজ হয় না। সন্ধে হলেই দাদাভাইয়ের ঘুম পাবে কী পাবেই! সন্ধের কথা মনে আসতেই সোনুর মনে পড়ল বাবা তো সন্ধেতেই বাড়ি আসে। তারপরই বাবার সঙ্গে তার খেলা শুরু হয়। সন্ধে হলেই সোনু বাবার ফেরার অপেক্ষায় থাকে কিন্তু অফিসের কাজে বাবা বাইরে যাবার পর থেকেই তাদের খেলা বন্ধ হয়েছে।

বাবা কি সত্যিই অফিসের কাজে বাইরে গেছে? খুব জানতে ইচ্ছে হয় সোনুর। কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। আর বলবেই বা কেমন করে, সবাই যে বাবার কথা শুনলেই কাঁদছে। কেন যে সবাই কাঁদছে। মনে পড়ে এই তো সেদিন বাবা অফিসে যাচ্ছিল। তারপর কী যে একটা হল বাবার! ঠিকমতো বুঝতে পারেনি সে। অনেকবার বোঝার চেষ্টা করেছে। পারেনি। সেদিন কোনও গাড়ি যেন খাদে না কোথায় পড়ে গেছিল! সেই গাড়িতে বাবা ছিল। তারপর বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে বাবা বাড়ি এসেছিল। ফুল দিয়ে সাজানো গাড়ি করে। গাড়িটাকে আসতে দেখেই সবাই খুব কাঁদছিল। সবাই এখনও কাঁদছে! তারপর বাবাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে সে-ও গেছে জ্যাঠামণির কোলে করে। তবে বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে ভালো লাগেনি সোনুর। সেখান থেকে ফেরার পর তাকে স্নান করিয়ে সাদা জামা আর ধুতির মতো ড্রেসটা পরানো হয়েছে। সেদিনের পর থেকেই বাবা আর বাড়ি আসে না! সবাই বলছে আসবে, আসবে।

যাহ, বাবার কথা মনে পড়তেই খুব একা লাগছে সোনুর। আগেও এমন হয়েছে। তবে সন্ধে হলেই তার একা লাগার মুহূর্তে বাবা অফিস থেকে ফেরে। বাবা ফিরলেই সোনুর সব ভালো হয়ে যায়। বাবা এসেই ডাক দেয় 'হালুম।' মন ভালো করা, দুঃখ দূর করা ডাক। বাবা বলেছে দূরে থাকা প্রিয়জনদের হালুম বলে ডাকলেই কাছে চলে আসে। বাবাই তো ওর প্রিয়জন। আচ্ছা এখন হালুম বলে ডাকলে বাবা কি কাছে চলে আসবে? নিশ্চয়ই আসবে। বাবা তো মিথ্যে বলে না।

সবার চোখের আড়ালে সোনু সাদা কাপড় ঘেরা উঠোনের এককোণে আস্তে করে ডাকল 'হালুম।' ডেকে চুপ করে অপেক্ষা করল। বাবা এল না! সে ভাবল এত আস্তের ডাক বাবার কাছে পৌঁছায়নি। আগের চেয়ে একটু জোরে ডাকল, হালুম। অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, না, এবারও বাবা এল না! দু'তিনবারের পর সোনু শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে ডাকতে লাগল। ডাকতেই থাকল। বাবা এল না! এই প্রথম সোনুর মুখে অন্ধকার নেমে এল। এই প্রথম ওর কান্না পেল। এই প্রথম ওর মনে হল, বাবা একটা মিথ্যেবাদী।

ছোটগল্প

বাবা কি সত্যিই অফিসের কাজে বাইরে গেছে? খুব জানতে ইচ্ছে হয় সোনুর। কিন্তু কাউকে কিছু বলে না। আর বলবেই বা কেমন করে, সবাই যে বাবার কথা শুনলেই কাঁদছে। কেন যে সবাই কাঁদছে। মনে পড়ে এই তো সেদিন বাবা অফিসে যাচ্ছিল। তারপর কী যে একটা হল বাবার!

উত্তরের ছড়াকার

গৌতমেন্দু রায়

বাংলা সাহিত্যের মঞ্চে ছড়ার বর্তমান অবস্থানকে এই খেদোক্তির সঙ্গেই বর্ণনা করেন ছড়াকার গৌতমেন্দু রায়। যদিও ছড়াই তাঁর 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।' জন্ম দার্জিলিং শহরে, সেখানে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ১৪/১৫ বয়স পর্যন্ত বেড়ে ওঠা। তারপর বাবার চাকরি সূত্রে শিলিগুড়িতে বসবাস। পড়াশোনা। কলেজ জীবন থেকেই কবিতার প্রতি তীব্র আসক্তি। সে সময়ের বহু বিখ্যাত কবির সংস্পর্শে এসে কবিতা লেখা শুরু। ছড়া লেখার সূত্রপাত হয় সাংবাদিক হিসেবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে যোগদানের পর। কাগজটির তৎকালীন বার্তা সম্পাদক পান্নালাল ঘোষের প্রেরণায়। অসংখ্য ছড়া লিখেছেন এ যাবৎ। যেগুলি ছড়িয়ে রয়েছে নানা পত্রপত্রিকায়। লিখেছেন প্রথম সারির সব দৈনিকে ও সাময়িকীতে। দূরদর্শনের উদ্যোগে ছোটদের জন্য করেছেন ছড়া লেখার কর্মশালা। রম্যরচনা লিখেছেন অর্ধশতাধিক। 'হাসির মঞ্চ' শীর্ষক বইতে তার কিছু গ্রন্থিত হয়েছে।

আজ সারাদিন

আজকে আকাশ ভীষণ স্বচ্ছ
গয়ংগচ্ছ ভঙ্গিতে
বেরিয়ে পরি, তুলব ছবি
তিস্তা এবং রঙ্গিতের।

চালায় গাড়ি বংশীবদন
মদন ছেত্রী আসল নাম
যতই বলি, আস্তে চালাও
রাখছে না সে কথার দাম।

চিরহরিৎ গাছের ছায়ায়
মায়ায় মোড়া প্রাচীন বন
ধনেশ, টিয়া, চড়াইপাখি
সবাই যেন আপনজন।

থামল গাড়ি নদীর ধারে
তিস্তা পাড়ে কাটবে দিন
তুলব ছবি ইচ্ছে মতো
মনের সুখে, অন্তহীন।

অণুগল্প

তৃষার স্বপ্ন

বিদ্যুৎ রাজগুরু

সুবিনয় মায়াপুরে ছেড়েছে বহুদিন। শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে একটি গ্রামীণ বিদ্যালয়ে কর্মরত। একেবারে কৃষক পরিবারের সন্তান সুবিনয় নম্র বিনয়ী। সংবৎসর শীতের ছুটিতে মেয়ে তৃষার পরীক্ষার পর গাঁয়ের বাড়িতে সপরিবারে হাজির হয়। শীতের সর্ষেভরা খেত আর ভোরের খেজুর রসের অফুরন্ত মাদকতায় ফি বছর শীতাবকাশের কয়েকটা দিন বেশ কাটে মায়াপুর গ্রামে। মেয়ে তৃষাকে নিয়ে শীতের দুপুরে মাঠঘাট, পুকুর, জমি দেখাতে বার হয় সুবিনয়। তৃষার কত অজানা প্রশ্নের উত্তর মিলে যায় এমন নির্ভেজাল গ্রামীণ ঘোরাঘুরিতে। আসলে একদা সুবিনয়ের বাবা ছিলেন তেভাগা আন্দোলনের কর্মী। বাবার কাছে শোনা বহু কাহিনী, যা তাঁর মেয়েকে শুনিয়েছে। কিছু স্মৃতি আজও জ্বলজ্বল করছে। এমনই একটি কাহিনী হল, তাঁর বাবা নাদুরাম গভীর রাতে গাঁয়ের মাঠে গাছের মগডালে ওঠে শিঙা ফুঁকত আর চিৎকার করে বলত 'জাগরে কৃষক ভাই, হাল যার জমি তার'। গভীর রাতে শিঙা ফুঁকার আওয়াজে গা ছমছম পরিবেশে বহুবার সুবিনয়ের ঘুম ভেঙেছে। এমন সত্যি গল্প বাবার মুখেই শুনেছে তৃষা। মায়াবাঁধের মাঠ-পাথারে বাবার মুখে শোনা সব কথা পইপই করে মিলিয়ে নেয় সে। ছুটি ফুরিয়ে যায় তবুও যেন গাঁয়ের বাড়ির ঘোর কাটে না। যা সত্যিকারের ঘুমের স্বপ্নে উঁকি দেয়। তৃষা ভাবতে থাকে নতুন কিছু। 'সত্যি যদি মানুষ ভাঙার এমন দিনে আমিও দাদুর মতো শিঙা ফুঁকে চিৎকার করে বলতে পারতাম কবিগুরুর কয়েকটা পঙক্তি, 'সে লড়াই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই/ যে যুদ্ধে ভাইকে মারে ভাই'।

মহাকাব্য

গোবিন্দ সরকার

বেশ ভালোই কাটছে স্বপনবাবুর অবসরজীবন। তাঁর আইসোলেটেড মন হুইলচেয়ারে বসে রোজ রোজ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী সব ভাবেন! কখনও মুচকি হাসেন, আবার কখনও বিস্ময়ে অভিভূত হন।

পাশের পাড়ার দিনবন্ধু জিগ্যেস করে, 'রোজ আকাশের দিকে তাকিয়ে কী করেন স্বপনবাবু?'

— 'বই পড়ছি, দিনো! মহাকাব্য। পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও এই মহাকাব্য পড়ে শেষ করতে পারিনি। এমন বিস্ময় মহাকাব্য আর দুটি নেই। বেশ ইন্টারেস্টিং।'

— 'কৈ হাতে কোনও বই দেখছি না তো?' দিনবন্ধু ভ্রূ কুঁচকে বলল।

— 'আছে আছে। আকাশের দিকে তাকাও। অক্ষরগুলো তারাদের মতো মিটমিট করছে।'

তৎক্ষণাৎ বিরক্ত হয়ে স্বপনবাবু বললেন, 'এই বেশি কথা বাড়িও না তো! কথার ভিড়ে আমি খেই হারিয়ে ফেলছি।'

'আগে শুনেছিলাম একটু পাগল। এখন দেখছি পুরোই পাগল।' — এই ভেবে দিনবন্ধু হনহন করে স্থান পরিত্যাগ করল।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

কবিতা

পদাতিক

ঋষভ চক্রবর্তী

এই শহরে যারা ঘুম থেকে উঠে
কফির কাপে চুমুক দিতে পারে না,
তারা কাকভোরে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকে
তারপর ট্র্যাপিজের খেলায় মেতে ওঠে;

আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে হাততালি দিই
তারপর পাশ কাটিয়ে চলে যাই।

এই ট্র্যাপিজের খেলা কিন্তু থামে না,
শুধু কেউ কেউ দলছুট হতে শিখে নেয়।
অবলীলায় সমস্ত নীল আকাশের মোহ ভুলে
হারিয়ে ফেলে তাদের ফিনিশীয় সত্তা;

অবিরত ডিজেলের ধোঁয়ায় শ্বাস নেওয়াটা
অজান্তেই বড্ড প্রিয় হয়ে ওঠে।

শহর কখনও তাদের দূরে পাঠায় না
ঘুম ভাঙতেই তারা নিজেদের স্টেশনে পায়
আসলে তারা কেউই কলম্বাস নয়,
এই শহরে সবাই পদাতিক!

বন্দিশ

জবা ভট্টাচার্য

ঘুলঘুলির আলপনায় পাড়ি দেয় ঘুমহীন চোখ
ইমনে বেজে ওঠে শত শত জুনি পোকা
প্রত্যাশিত আলোগুলো দপদপ করে নিভে যায়

কখনও ক্যানসারের মতো নিঃশব্দ খনন
কখনও বিরক্তিকর তীব্র স্বাদ জিভে লেগে থাকে
অনিদ্রাপ্রবণ রাতে, আত্মরতির গোপন উৎসারে।

অস্থির স্পর্শ জুড়ে অখণ্ড নিভৃতির ঋণ
অবারিত জেগে থাকা বিচ্ছেদের নুনে
গুঁড়ো গুঁড়ো হতে হতে শুনি

মেঘ এ বাঁধা ত্রিতালের বিপন্ন বন্দিশ।

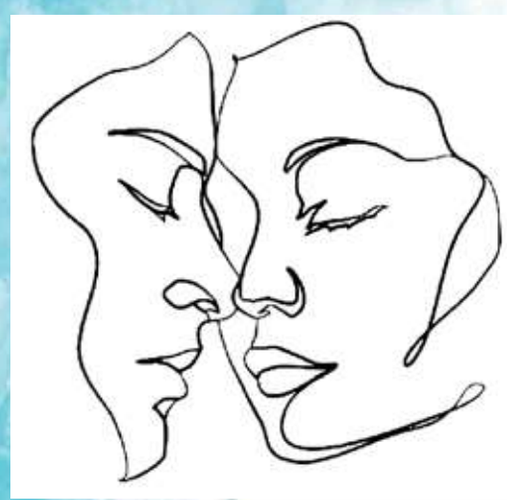

পথিকের সঞ্চয়

স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়

তোমার প্রাঙ্গণে ফেলে এসেছি আমি পথিকের সঞ্চয়। এই যে এত আলো, নীল অতল রাত নয়নানন্দ প্রান্তরে জেগে আছে। কোন গহ্বরে জলের ধারা বইছে যেন সময়ের মতো। আমি শুনতে পাই, কে যেন আসছে, অচ্ছেদ্য কুহক যেমন আসে শৈশবের স্মৃতিতে। তোমার স্বাদ জাগে না দীপনীয় আলিঙ্গনে দোঁহা মুছে যেতে? দূরে কত তারকা ঝিনুকের মতো ভেসে আসে অন্তরীক্ষ সৈকতে। সময়ের মাত্রা ওরা জানে না।

সাপ শরীর

গণেশচন্দ্র রায়

সময়টাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেউ
আমি তাঁর সামনে চলা দেখি
পিছনে দেখি একটি নদীকে জল খেতে
পাশে কোনও ছায়ার নগ্নতা
জ্যোৎস্নার গুহাপথ দিয়ে চাঁদ উঠে আসে
বরফগলা মেয়েটির মতো
যে রকম শীতের হাত ধরে ফাগুন এনেছিলে তুমি
ঘুমের ভেতর স্বপ্ন নয়, বাস্তবের মাটিতে স্বপ্ন নিয়ে খেলা করে
কয়েকফোঁটা স্বেদবিন্দু বাতাস
দীর্ঘ রোদের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে ভাঙা অন্ধকার
হয় হয় হয়, হয় না এমন কথা যখন মনে পড়ে
ভীষণ ভাবে তোমার অনুপস্থিতির কথা লিখি
সাপ শরীর নিয়ে তোমার শার্সি খুলে
শীত তাপ নিয়ে আগুন আগুন খেলি
একটি ফুলবৃন্তের উপর একটি প্রজাপতির
পূর্বজন্ম ও মৃত্যু জন্ম দেখি।

বিশ্বমঞ্চেও কলঙ্কিত কলকাতা

কে এই শতদ্রু দত্ত?

ফুটবল-বাণিজ্যের ‘ম্যাজিশিয়ান’ নাকি বিশৃঙ্খলার ‘মাস্টারমাইন্ড’? লিওনেল মেসির কলকাতা সফর ঘিরে যে চরম বিশৃঙ্খলা ও হতাশা তৈরি হয়েছে, তার ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন একটি নাম—শতদ্রু দত্ত। সাধারণ দর্শকদের ক্ষোভ আর সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রোলের মুখে এখন বারবার উঠে আসছে এই ক্রীড়া উদ্যোগপতির নাম। কিন্তু কে এই শতদ্রু দত্ত? কী তার পরিচয়? কীভাবে তিনি একের পর এক বিশ্বখ্যাত তারকাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন?

শতদ্রু দত্ত পেশায় একজন ক্রীড়া উদ্যোগপতি বা স্পোর্টস প্রোমোটার এবং ‘সেভেন ডি ভেঞ্চার্স’-এর কর্ণধার। তিনি নিজে কোনো পেশাদার ফুটবলার ছিলেন না, কিন্তু বিশ্ব ফুটবলের রথী-মহারথীদের হাতের মুঠোয় এনে কলকাতাবাসীকে চমকে দেওয়াই তার ইউএসপি । তার উত্থান মূলত গত এক দশকে, যখন তিনি একের পর এক আন্তর্জাতিক ফুটবল আইকনকে কলকাতায় এনে খবরের শিরোনামে উঠে আসেন।

তারকা আমদানির ট্র্যাক রেকর্ড শতদ্রু দত্তের ‘লিস্ট অফ অ্যাচিভমেন্ট’ বা সাফল্যের তালিকা নেহাত ছোট নয়। কলকাতাকে তারকার ছোঁয়া পাইয়ে দিতে তার জুড়ি মেলা ভার। তার হাত ধরেই তিলোত্তমায় পা রেখেছেন: ১. পেলে

(২০১৫): ৪৭ বছর পর ফুটবল সম্রাটকে ফের কলকাতায় এনেছিলেন তিনি। ২. দিয়েগো মারাদোনা (২০১৭): প্রিন্স অফ ক্যালকাটার সঙ্গে আর্জেন্তাইন জাদুকরের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিলেন। ৩. কাফু ও ভালদরামা: ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক এবং কলম্বিয়ান কিংবদন্তিকেও এনেছেন। ৪. রোনাল্ডিনহো: ব্রাজিলীয় জাদুককে এনেও চমক দিয়েছিলেন। ৫. এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (২০২৩): বিশ্বকাপ জয়ের ঠিক পরেই আর্জেন্তিনার গোলকিপার ‘দিবু’কে কলকাতায় এনে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। ৬. লিওনেল মেসি (২০২৫): এবং সবশেষে তার তুরুপের তাস ছিল মেসি।

শতদ্রু দত্তের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো তার অসামান্য ‘নেটওয়ার্কিং’ ক্ষমতা। তিনি শুধু একজন ব্যবসায়ী নন, তিনি জানেন কীভাবে কর্পোরেট স্পন্সরশিপ এবং রাজনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগাতে হয়।

রাজনৈতিক সখ্যতা : রাজ্যের শাসক দলের একাধিক প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং নেতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ ওঠাবসা। সুজিত বসু থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে তার ‘গুডবুক’ কানেকশন তাকে বড় ইভেন্ট অর্গানাইজ করতে সাহায্য করে।

ক্লাব কানেকশন : মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল—দুই প্রধান ক্লাবের সঙ্গেই তার সুসম্পর্ক। তারকাদের ক্লাবে নিয়ে গিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া তার ইভেন্টের একটি প্রধান অংশ।

বিতর্ক ও সমালোচনা তারকাদের আনা যদি তার কৃতিত্ব হয়, তবে সেই ইভেন্টগুলোকে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল করে তোলাই তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। সমালোচকদের মতে, শতদ্রু দত্ত ফুটবল তারকাদের ‘সার্কাসের শো-পিস’-এর মতো ব্যবহার করেন।

মার্টিনেজ বিতর্ক : ২০২৩ সালে এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে যখন এনেছিলেন, তখনও চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা হয়েছিল। মিলনমেলা প্রাঙ্গণে মার্টিনেজের গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জনতা, পুলিশি নিরাপত্তা ছিল ঠুনকো। মার্টিনেজকে জোর করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া এবং তাকে দিয়ে জোর করে বাংলা বলা বা অদ্ভুত কাজ করানোর জন্য তখনও শতদ্রু সমালোচিত হয়েছিলেন।

মেসি সফরের ব্যর্থতা : এবারের মেসি সফরেও সেই একই অভিযোগ। অভিযোগ, তিনি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের চেয়ে ‘ভিআইপি তোষণ’ এবং স্পন্সরদের খুশি করতেই বেশি ব্যস্ত থাকেন। ফুটবল ফ্যানদের আবেগের চেয়ে তার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায় তার নিজের ব্র্যান্ডিং এবং নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে তারকাদের ছবি তোলানো। জনরোষের কেন্দ্রে মেসিকে আনার জন্য শতদ্রু দত্ত শুরুতে প্রশংসিত হলেও, ইভেন্টের অব্যবস্থাপনা তাকে এখন ভিলেনে পরিণত করেছে। অনেকেই বলছেন, তিনি বিশ্বসেরা তারকাদের আনেন ঠিকই, কিন্তু তাদের সম্মান জানাতে জানেন না। তার আয়োজিত অনুষ্ঠানে ‘ফুটবল’ থাকে না, থাকে কেবল ‘ফটো-সেশন’ আর ‘হ্যাংলামো’।

সুশোভন সরকার

শনিবারের সকালটা শুরু হয়েছিল এক বুক স্বপ্ন নিয়ে, আর শেষ হলো এক রাশ লজ্জা, ক্ষোভ আর ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে। বিশ্ব ফুটবলের জাদুকর লিওনেল মেসি এসেছিলেন ফুটবলের মক্কা কলকাতায়। কথা ছিল, এই শহর তার আবেগের সবটুকু উজাড় করে বরণ করে নেবে রাজপুত্রকে। কিন্তু দিন শেষে যা পড়ে রইল, তা হলো এক ভাঙা স্বপ্ন, প্রতারিত জনতা এবং বিশ্বমঞ্চে কলকাতার কালিমা লিপ্ত মুখ। আজকের দিনটি বাংলার ক্রীড়া ইতিহাসের পাতায় কেবল একটি ‘কালো দিন’ হিসেবেই নয়, বরং প্রশাসনিক ব্যর্থতা আর রাজনৈতিক ‘হ্যাংলামো’র এক জঘন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে খোদাই হয়ে থাকবে।

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মাঝে নগ্ন ব্যবধান

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন—যে মাঠ দেখেছে পেলে, রবার্তো কার্লোস, জিকো, রজার মিল্লা, অলিভার কানের মতো কিংবদন্তিদের—সেই মাঠ আজ দেখল এক অদ্ভুত প্রহসন। হাজার হাজার মানুষ, যারা পকেটের টাকা খরচ করে, এমনকি ধার করে টিকিট কেটেছিলেন মেসির এক ঝলক দেখবেন বলে, তারা পেলেন শুধুই ধুলো আর ধোঁকা। সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে মেসির কনভয় যখন স্টেডিয়ামে ঢুকল, তখন গ্যালারিতে গর্জন। কিন্তু সেই গর্জন নিমেষেই হাহাকারে পরিণত হলো। কারণ? মেসির গাড়ি থেকে নামার পর তাকে ঘিরে ধরল একদল ‘ভিভিআইপি’। অভিযোগ, এরা কোনো নিরাপত্তারক্ষী নন, এরা রাজ্যের মন্ত্রী, নেতা এবং আয়োজক সংস্থার কর্তাব্যক্তি।

মেসিকে দেখার জন্য যারা টিকিট কেটেছিলেন, তাদের দৃষ্টির সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ালেন এই ‘নেতা’রা। লুইস সুয়ারেজ বা রদ্রিগো ডি’পলদের কথা বাদই দিলাম, স্বয়ং মেসিকেই মনে হচ্ছিল এক অসহায় বন্দি। তাকে ঘিরে সেলফি তোলার, তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার যে নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা দেখা গেল, তা দেখে মনে হচ্ছিল—ইনি কোনো বিশ্বজয়ী ফুটবলার নন, বরং কোনো নির্বাচনী প্রচারের ‘শো-পিস’। মাত্র ২২ মিনিটের মধ্যে এই প্রহসনের সমাপ্তি। ১১টা ৫২ মিনিটে মেসিকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হলো। সাধারণ দর্শক? তারা জানতেই পারলেন না, কখন তাদের স্বপ্নের নায়ক এলেন আর কখন চলে গেলেন।

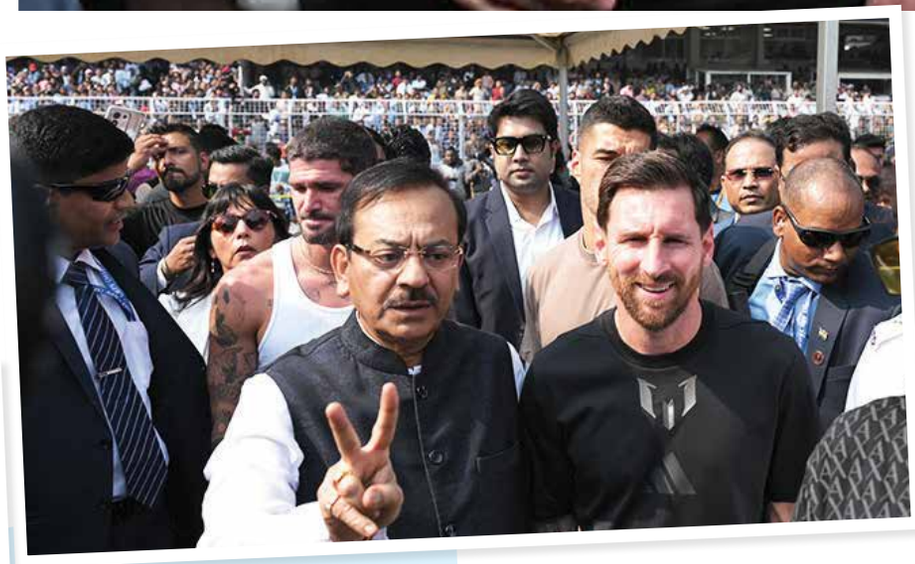

ক্ষোভের আগুন ও সরকারি ড্যামেজ কন্ট্রোল

মেসি চলে যাওয়ার পর স্টেডিয়ামে যা ঘটল, তা অনভিপ্রেত হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। প্রতারিত মানুষ যখন দেখেন তাদের আবেগের মূল্য কানাকড়িও নেই, তখন তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। চেয়ার ভাঙচুর, বোতল ছোড়া—এসব কিছুই সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু এই ক্ষোভের উৎস কোথায়? ৪,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে যদি মানুষ দেখেন যে, তাদের টাকার বিনিময়ে মন্ত্রীরা ফুর্তি করছেন, তখন তাদের মাথা ঠিক থাকার কথা নয়।

আর ঠিক এখানেই শুরু হলো সরকারের ‘ড্যামেজ কন্ট্রোল’। ঘটনা হাতের বাইরে চলে যেতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘মর্মাহত’ হয়ে টুইট করলেন, ক্ষমা চাইলেন এবং তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। তিনি নিজে মাঝপথ থেকে ফিরে গেলেন। এটা কি শুধুই কাকতালীয়? নাকি পরিস্থিতি বেগতিক দেখে নিজের ভাবমূর্তি বাঁচাতে এই কৌশলগত পশ্চাদপসরণ?

সরকার এখন বলছে, এটি একটি ‘বেসরকারি অনুষ্ঠান’। কিন্তু এই যুক্তি কি ধোপে টেকে? যদি এটি সত্যিই একান্তই বেসরকারি অনুষ্ঠান হতো, তবে রাজ্যের মন্ত্রীরা কেন সেখানে সামনের সারিতে? কেন পুলিশ প্রশাসন পুরো স্টেডিয়াম মুড়ে ফেলেছিল? সাফল্যের সময় নেতারা কৃতিত্ব নিতে সামনে থাকবেন, আর ব্যর্থতার সময় ‘বেসরকারি’ তকমা দিয়ে দায় ঝেড়ে ফেলবেন—এই দ্বিচারিতা মানুষ ধরে ফেলেছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন—এই কমিটি কি পারবে সেই সব প্রভাবশালী নেতাদের নাম রিপোর্টে আনতে, যারা আজ মাঠের শৃঙ্খলা ভেঙেছিলেন?

হ্যাংলামো যখন সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায়

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ আজ যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন—‘হ্যাংলামো’—তা আজকের পরিস্থিতির এক নির্মম কিন্তু সঠিক বিশ্লেষণ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ‘হ্যাংলামো’ করল কারা? ক্যামেরার ফুটেজ মিথ্যা বলে না। সেখানে দেখা গিয়েছে রাজ্যের হেভিওয়েট মন্ত্রীদের, যারা নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে, প্রোটোকল ভেঙে মেসির গায়ে পড়ার চেষ্টা করছেন। যখন একজন অতিথিকে সম্মান জানানোর বদলে তাকে নিজেদের প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, তখন তা আর ‘অতিথি দেবো ভব’ থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় ‘অতিথি পণ্য ভব’।

এই ভিআইপি সংস্কৃতির কারণেই সাধারণ মানুষ আজ বঞ্চিত। যে জনতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে থাকল, তাদের আবেগ আর ভালোবাসাকে পদদলিত করে নেতারা চাইলেন নিজেদের ফেসবুক প্রোফাইলের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ ছবি। এই মানসিকতাই আজ কলকাতাকে ছোট করল। মেসি হয়তো ভাবলেন, তিনি কোনো ফুটবল-প্রেমী শহরে আসেননি, এসেছেন এমন এক জায়গায় যেখানে বিশৃঙ্খলা আর আত্মপ্রচারই শেষ কথা।

নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সমীকরণ

সামনেই নির্বাচন। আর এই সময়ে ফুটবলপাগল বাঙালির আবেগে আঘাত লাগা শাসক দলের জন্য এক অশনি সংকেত। তৃণমূল কংগ্রেস ভালোই জানে, কলকাতার মানুষ ভাত না খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ফুটবলের অপমান সহ্য করে না। তাই আজ কুণাল ঘোষকে দিয়ে দলের একাংশের বিরুদ্ধে তোপ দাগানো হলো। কুণালের প্রশ্নগুলো—‘কেন মেসিকে একা ঘুরতে দেওয়া হলো না?’, ‘কেন গ্যালারির দর্শকদের বঞ্চিত করা হলো?’—এগুলো আসলে সাধারণ মানুষের মনের কথা। দলকে বাঁচাতে এখন আয়োজক সংস্থা এবং কিছু অতি-উৎসাহী নেতার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে মূল নেতৃত্বকে স্বচ্ছ রাখার চেষ্টা চলছে।

কিন্তু এই রাজনৈতিক দাবার চালে কি মানুষের ক্ষোভ প্রশমিত হবে? আয়োজকরা যদি ‘অপদার্থ’ হয়, তবে সেই অপদার্থদের হাতে এমন হাই-প্রোফাইল ইভেন্টের অনুমতি দিল কারা? পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ কি জানত না যে এমন বিশৃঙ্খলা হতে পারে? নাকি জেনেও ‘উপরতলার’ চাপে তারা ছিল নীরব দর্শক?

কলকাতার ঐতিহ্যে কুঠারাঘাত

কলকাতা মানেই ফুটবলের প্রতি এক নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। ১৯৭৭ সালে পেলে যখন এসেছিলেন, তখন ইডেন গার্ডেন্স ছিল কানায় কানায় পূর্ণ, কিন্তু বিশৃঙ্খলা হয়নি। ২০০৮ সালে মারাদোনা যখন এসেছিলেন, তখনও আবেগ ছিল বাঁধভাঙা, কিন্তু সম্মান ছিল অটুট। আজ সেই কলকাতায় মেসি এলেন, আর আমরা তাকে উপহার দিলাম একরাশ বিশৃঙ্খলা।

আজকের এই ঘটনা প্রমাণ করল, আমাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং মানসিকতা—দুটিই আজ তলানিতে। আমরা বিশ্বমানের ইভেন্ট আয়োজন করতে চাই, কিন্তু আমাদের মানসিকতা এখনো সেই পাড়ার জলসার স্তরেই রয়ে গেছে, যেখানে ‘দাদা’রাই সব, আর সাধারণ মানুষ কেবল দর্শক।

আজকের দিনটি আমাদের জন্য শিক্ষার। এই লজ্জা শুধু সরকারের নয়, বাংলার প্রতিটি নাগরিকের। আমরা আমাদের প্রিয় তারকাকে সম্মান জানাতে ব্যর্থ হয়েছি। মেসি হয়তো আর কোনোদিন এই শহরে ফিরবেন না। কিন্তু তিনি যে স্মৃতি নিয়ে গেলেন, তা হলো—এক বিশৃঙ্খল জনসমুদ্র এবং একদল স্বার্থপর ভিআইপি। তদন্ত হবে, হয়তো রিপোর্টে কিছু চুনোপুঁটির নাম উঠে আসবে, কিন্তু আসল সত্যটা—ক্ষমতার দম্ভ এবং অপরিকল্পিত আবেগের জাঁতাকলে পিষে মরেছে সাধারণ মানুষের স্বপ্ন। সরকারের ‘সরি’ বা ‘তদন্ত কমিটি’ সেই ভাঙা স্বপ্ন জোড়া লাগাতে পারবে না।

পারল না কলকাতা, দেখল হায়দরাবাদ

লিওকে দেখতে না পেয়ে লুটপাট যুবভারতীতে

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : লন্ডভন্ড যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। গোটা দেশ, এমনকি গোটা বিশ্বের কাছেও মাথা হেট হল বাংলার। এখানেই শেষ নয়। লিওনেল মেসিকে দেখতে না পেয়ে স্টেডিয়ামে লুটপাট করল একদল দর্শক।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর যেমন তাঁর 'গণভবন' থেকে জিনিসপত্র লুট হয়েছিল, কিছুটা সেভাবেই যুবভারতী থেকে কেউ তুলে নিয়ে গেলেন ফুলের টব, কেউ কার্পেট আবার কেউ ছিঁড়ে নিয়ে গেলেন মাঠের ঘাস।

স্টেডিয়ামের মূল গেটের বাইরে চারপাশে রাখা রয়েছে ফুলের টব। এক মহিলা সেই টব তুলে নেন। একজন আবার মাঠের ডাগআউটে যে কার্পেট পাতা থাকে তার একটা কাঁধে তুলে চললেন। স্টেডিয়ামের বাকেট চেয়ার তুলে মাঠ ছাড়লেন এক তরুণ। কারণ কী? ওই তরুণ বললেন, 'কিছু তো পেলাম না, তাই কিছু নিয়ে গেলাম।'

এ কোন ফুটবল ভক্ত? লিওনেল মেসিকে ভালোভাবে না দেখতেপেরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বাকেট সিট নিয়ে বাড়ির পথে এক 'অনুরাগী'।

যাঁকে দেখতে এসেছিলেন তাঁর ছবি দেওয়া ব্যানারই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারি থেকে টেনে নামালেন ভক্তরা।

'মেসি কাণ্ডে' বাতিল বাগানের অনুশীলন

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : বিশ্বের সেরা ফুটবলার পা রাখলেন কলকাতায়। আর তাঁকে ঘিরে এমন বিশৃঙ্খলা তৈরি হল, যার জেরে শনিবার বাতিল হয়ে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন।

লিওনেল মেসির কলকাতায় আগমনকে ঘিরে আবেগে ভেসে গিয়েছিলেন বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা। বাদ যাননি মোহনবাগান ফুটবলাররাও। তাঁরাও পরিচিত সাংবাদিকদের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকার কলকাতা সফরের খুঁটিনাটি সম্পর্কে। শনিবার সকালে মেসির কাছ থেকে তাঁর সই করা আর্জেন্টিনার জার্সি নিয়েছেন সবুজ-মেরুনের তিন বিদেশি জেসন কামিন্স, দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও টম অ্যালড্রেড। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কাও আর্জেন্টাইন মহাতারকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সবকিছুই যখন ঠিকঠাকভাবে চলছিল, তখনই ছন্দপতন। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তৈরি চরম বিশৃঙ্খলার কারণে অল্প সময় পর মাঠ থেকে বেরিয়ে যান লিওনেল মেসি। তিনি মাঠ ছাড়তেই মেসিভক্তদের তাণ্ডবে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত দেশের অন্যতম সেরা ফুটবল স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়াম সংলগ্ন ট্রেনিং গ্রাউন্ডে বিকালে অনুশীলনের কথা ছিল মোহনবাগানের। কিন্তু সেই অনুশীলনও শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। মেসি-মায়ায় আচ্ছন্ন বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা গভীর রাত থেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন যুবভারতীর আশপাশে। শনিবার সকাল থেকেই দেখা গিয়েছিল স্টেডিয়ামের আশপাশের রাস্তা কার্যত মেসিভক্তদের দখলে। দেখে মনে হতেই পারে, সল্টলেক স্টেডিয়াম ঘিরে আর্জেন্টিনার একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ তৈরি হয়েছে।

আসলে লিওনেল মেসি শুধু একটা নাম নয়, একটা চিরকালীন ফুটবল আবেগ। যে আবেগের জন্য রাতের পর রাত জেগে থাকেন ফুটবলপ্রেমীরা। যাঁর বাঁ পায়ের জাদুতে মোহিত হয়ে যান আট থেকে আশি সকলে। তাই টিকিটের দাম চড়া হলেও মেসিভক্তদের আগ্রহে এতটুকু ভাটা পড়েনি। যাঁরা টিকিট পাননি, তাঁরাও হোটেলের সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন একঝলক মেসিকে দেখার আশায়। শুধু বাংলা নয় অসম, কেরল থেকেও ফুটবলপ্রেমীরা ছুটে এসেছেন মেসির টানে। তাঁদের কারও হাতে ছিল মেসির ফোটোফ্রেম, কারও হাতে আবার মেসির ব্যানার। একজন সমর্থক আবার গায়ে আর্জেন্টিনার পতাকা এঁকে মাঠে আসেন।

এদিন লেকটাউনে সশরীরে নিজের ৭০ ফুটের মূর্তি উদ্বোধন করার কথা ছিল মেসির। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে সেটা সম্ভব না হওয়ায় হোটেল থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। সেইসময় লেকটাউনে মেসির মূর্তির সামনেও মেসিভক্তদের বেশ ভিড় দেখা গিয়েছিল। যাঁদের বেশিরভাগই আবার টিকিট জোগাড় করতে পারেননি। ফলে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বড় পর্দায় মেসিকে দেখে তাঁরা 'দুধের স্বাদ ঘোলে' মিটিয়েছেন।

কিন্তু এতকিছুর পর দিনের শেষে মেসিভক্তদের প্রাপ্তি কেবল একরাশ হতাশা। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এদিন স্টেডিয়ামে। এই ঘটনায় ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী ফুটবলপ্রেমীদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'অনেকেই তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে মাঠে এসেছিলেন মেসির টানে। কিন্তু যা আশা করেছিলাম, সেটা হয়নি। আমি এইসব ভক্তদের পাশে রয়েছি।' আরেক ফুটবলার দেবজিৎ মজুমদার অবশ্য এই ঘটনার জন্য ম্যানেজমেন্টের ব্যর্থতাকে দায়ি করেছেন।

সবমিলিয়ে শনিবার মেসিভক্তদের জন্য একটা কালো দিন হয়ে থেকে গেল।

অনুশীলন ভুলে শনিবার মেসির ভক্ত তাঁরাও। আর্জেন্টাইন মহাতারকার সই করা জার্সি হাতে জেসন কামিন্স, দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও টম অ্যালড্রেড।

গোল-জাগলিং দেখিয়ে মন জয় 'গোট' মেসির

হায়দরাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। আশঙ্কা ছিল হায়দরাবাদে দিনের দ্বিতীয় পর্বে সব ভালোয় ভালোয় মিটবে তো!

আশঙ্কা দূর করে শনিবার সন্ধ্যায় রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামের উপচে পড়া গ্যালারি আর মাঠে লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও রডরিগো ডি পলদের উপস্থিতিতে উৎসবের আমেজ নিজামের শহরে। আর্জেন্টাইন মহাতারকা শুধু যে মাঠে নামলেন তাই নয়, বল পায়ে ঝলকও দেখালেন। পেনাল্টি শুটআউটে গ্যালারির মন ভরিয়ে দিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

ঠিক সন্ধ্যা ৭.৫৭ মিনিটে হায়দরাবাদের স্টেডিয়ামে পৌঁছায় মেসির গাড়ি। নিরাপত্তারক্ষীদের ঘেরাটোপে তিনি ঢুকে যান স্টেডিয়ামে। তখন মাঠে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ চলছিল। দুই ক্লাব সতীর্থ সুয়ারেজ ও ডি পলকে নিয়ে ভিভিআইপি বক্সে বসে কিছুক্ষণ ম্যাচ দেখেন মেসি। মেসি মাঠে ঢুকতেই দর্শকদের গগনভেদী চিৎকার। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মেসি আসার পরই মাঠে নামেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। তাঁর সঙ্গে হালকা মেজাজে ফুটবল খেললেন মেসি-সুয়ারেজরা।

রাত ৮.১০ মিনিট নাগাদ মাঠে নামেন মেসি। তাঁকে উৎসাহ দিতে স্টেডিয়ামে বাজতে থাকে লাতিন ভাষায় গান। মাঠের মাঝে গিয়ে রেবন্ত, সুয়ারেজ এবং ডি পলের সঙ্গে 'পাসিং দ্য বল' খেললেন 'গোট' মেসি। দুইবার তাঁকে দেখা যায় লম্বা শট মেরে গোল করতে। বল পায়ে জাগলিং দেখিয়েও তিনি মন জয় করেন। এর পর মাঠ প্রদক্ষিণ করেন মেসি। মাঝখানে লম্বা শট মেরে বল গ্যালারিতেও পাঠান কয়েক বার।

হায়দরাবাদে বল জাগলিংয়ে মেসি।

বিশৃঙ্খলার খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **নিউ ইয়র্ক টাইমস** লিখেছে, 'অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। বিশৃঙ্খলার পর লিওনেল মেসির ভারত সফরের আয়োজক আটক।'

ইংল্যান্ডের **বিবিসি** লিখেছে, 'বিশৃঙ্খলায় শুরু লিওনেল মেসির ভারত সফর। কর্মকর্তা-রাজনৈতিক নেতারা এমনভাবে ঘিরে রেখেছিলেন যে কিছুক্ষণ পরই তিনি বিরক্ত হয়ে যান।'

গ্রেট ব্রিটেনের **গার্ডিয়ান**-এর কথায়, 'অব্যবস্থাই দায়ী যুবভারতীর ঘটনার জন্য।'

স্পেনের **মার্কা** লিখেছে, 'চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। ইন্টার মায়ামির ফুটবলার মাঠে ঢুকেই ২২ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে যান। অথচ সমর্থকরা হাজার হাজার টাকা খরচ করে এসেছিলেন তাঁকে দেখবেন বলে।'

ফ্রান্সের **লে ক্যুইপ** লিখেছে, 'মেসিকে ঘিরে থাকা মানুষদের জন্যই দর্শকদের হতাশা চরমে পৌঁছায়। মাঠের অভিজ্ঞতা দর্শকদের জন্য মমান্তিক।'

'সব পজিশনে খেলতে প্রস্তুত আমরা'

অক্ষর বিতর্কে কোচ গম্ভীরের পাশে তিলক

ধরমশালা, ১৩ ডিসেম্বর : দুরন্ত ফিল্ডিং। চোখধাঁধানো ক্যাচ। ব্যাট হাতেও দাপট অব্যাহত। বৃহস্পতিবার ৩৪ বলে ৬২ রানের ইনিংসে চেষ্টা চালিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেননি। ট্র্যাজিক নায়ক হয়েই ফিরতে হয়েছে তিলক ভার্মাকে। সিরিজ আপাতত ১-১। রবিবার টাই ভাঙার ম্যাচে যে আক্ষেপ মেটাতে চান। লক্ষ্যপূরণে অবশ্য একাধিক যদি, কিন্তু রয়েছে।

ব্যাটিং পজিশনে মিউজিক্যাল চেয়ার, বিশেষত গত ম্যাচে তিন নম্বরে অক্ষর প্যাটেলকে খেলানো নিয়ে প্রাক্তনদের নিশানায় হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে যে ইস্যুতে কোচের হয়ে সাফাই দিলেন তিলক। যুক্তির জাল বিছিয়ে দাবি করলেন, যে কোনও পজিশনে ব্যাটিংয়ের জন্য প্রস্তুত ব্যাটাররা।

অক্ষর ইস্যুতে তিলক আরও বলেছেন, '২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপে এই দায়িত্বটা (তিন নম্বরে ব্যাটিং) দারুণভাবে সামলেছিল অক্ষর প্যাটেল। অনেক সময় সবকিছু ঠিকঠাক হয় না। পরিকল্পনা কাজে আসে না।' অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিলক বলেছেন, 'ওপেনার ছাড়া বাকিদের কোনও নির্দিষ্ট ব্যাটিং অর্ডার নেই। পরিস্থিতি অনুযায়ী তা ঠিক হবে। ব্যাটাররা সবাই জানে। প্রত্যেকেই যে কোনও পজিশনে খেলতে প্রস্তুত। আমিও যেমন তিন হোক বা চার, পাঁচ কিংবা ছয় নম্বর, দল যেখানে চাইবে, সেখানে খেলতে রাজি। আর মানসিকভাবে যদি তুমি শক্তিশালী হও, তাহলে যে কোনও ব্যাটিং পজিশনে সাফল্য সম্ভব।'

তিলকের দাবি, দলের জন্য যা সঠিক মনে হবে, সেই পদক্ষেপই করা হবে। ক্রিকেটারদের কাছেও দল আগে, তারপর ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া। দল চাইলে তিনি নিজেও যে কোনও পজিশনে খেলতে প্রস্তুত। বাকিদের ভাবনাও এক। যদিও সমালোচকদের অভিযোগ, এর ফলে ক্রিকেটারদের কার কী ভূমিকা, সেটাই ঘেঁটে যাচ্ছে। খেসারত দিচ্ছে দল।

দ্বিতীয় ম্যাচে ২১৪ রানের জয়লক্ষ্যে শুভমান গিল শুরুতে ফেরার পর অক্ষরকে ক্রিজে দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। আগুনে ঘি ঢালে গম্ভীরদের সেই পরিকল্পনা ফ্লপ হওয়ায়। আস্কিং রেট বাড়িয়ে দেন। তিলক (৩৪ বলে ৬২) ছাড়া যে চাপ আর কোনও ব্যাটার সামলাতে পারেননি।

বিতর্ক ঝেড়ে আপাতত রবিবাসরীয় টক্করে ফোকাস। টিম ইন্ডিয়ার মিডল অর্ডার তারকা তিলক বলেছেন, 'অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে ধরমশালায় আগে খেলেছি। এখানে হওয়া বেশ কিছু ম্যাচ দেখেওছি। আমার ধারণা হাইস্কোরিং ম্যাচ হতে যাচ্ছে।' টস নিয়ে মাথাব্যথায় নারাজ তিলক। যুক্তি, টসে কী হবে, কারও হাতে নেই।

অনুশীলনের পথে তিলক ভার্মা।

শিশিরের সমস্যা মোকাবিলায় ভেজা বলে বিশেষ প্রস্তুতির কথা জানালেন। পাশাপাশি তিলক আরও জানান, কনকনে ঠান্ডা ধরমশালায়। যার মোকাবিলায় মানসিক ও শারীরিকভাবে তৈরি থাকতে হবে। ভুলভ্রান্তি শুধরে নিতে ক্রিকেট বেসিকেই জোর দিচ্ছেন। একইভাবে গত ১৫-২০টি ম্যাচে যে তাগিদ নিয়ে খেলেছেন, আগামীকালও তার ব্যতিক্রম হবে না। তিলকের বিশ্বাস, ধরমশালায় যার সুফল মিলবে। সিরিজে শেষ হাসি হাসবেন তাঁরাই।

'পাড়ার ফুটবলেও এমন অব্যবস্থা দেখা যায় না'

নিউজ ব্যুরো

১৩ ডিসেম্বর : ১৪ বছর পর কলকাতায় লিওনেল মেসি। সামনে থেকে তাঁকে দেখতে উত্তরবঙ্গ থেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শনিবার সকালে হাজির হয়েছিলেন অর্কপ্রভ দত্ত, রমন থাপা, স্তুতি ঘোষরা। 'ভগবান' দর্শনে চড়া দক্ষিণাও তাঁদের আটকাতে পারেনি। তারপরও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে উত্তরের মেসি-ভক্তদের। সেই হতাশা থেকে ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন ধূপগুড়ির অর্কপ্রভ। বলেছেন, 'ঠিক সাড়ে এগারোটায় লুইস সুয়ারেজ, রডরিগো ডি পলদের নিয়ে ফুটবলের ঈশ্বর মাঠে পা রাখতেই বদলে যায় পরিস্থিতি। নেতা, মন্ত্রী, পুলিশ এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের ভিড় ঘিরে ফেলে স্বপ্নের নায়ককে। প্রায় কুড়ি মিনিট স্টেডিয়ামে থাকলেও দর্শকরা দশ সেকেন্ডের বেশি দর্শন পাননি মেসির।' এরপরই তাঁর সংযোজন, 'আয়োজকদের যতটা অপদার্থ মনে হয়েছে তার চাইতেও বেশি অপ্রস্তুত ও অসহায় লেগেছে পুলিশকে। যার সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামতো বোতল, চেয়ার ছোড়া হয় মাঠে। এমন অসভ্যতা-অব্যবস্থা পাড়ার ক্লাবের অনুষ্ঠানেও দেখা যায় না।' ডাঃ পঙ্কজ ঘোষের ক্ষোভ, তাঁর স্বপ্নের নায়ককে নেতা-মন্ত্রীরা ঘিরে রাখায়। সেই রাগ থেকেই তিনি বললেন, 'মেসিকে একবার অন্তত স্টেডিয়াম পাক দেওয়াতে পারত। এমনকি হুড খোলা গাড়ি করেও স্টেডিয়াম ঘোরাতে পারত। হাজার হাজার মানুষকে বঞ্চিত করা হল। আমরা কি নেতা-মন্ত্রী-সেলেব্রেটিদের দেখতে গিয়েছিলাম?' রাজকুমার জালান মেসির জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন দিনাজপুরের মুখোশ। তাঁর হাতে তা তুলে না দিতে পেরে প্রবল হতাশা থেকে রাজকুমার বললেন, 'কাতারে মেসির জন্য নিয়ে যাই দিনাজপুরের তুলাইপাঞ্জি চাল। শনিবার কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলাম দিনাজপুরের মুখোশ। ইচ্ছে ছিল মুখোশ তুলে দেব প্রিয় ফুটবলারের হাতে। কিন্তু কিছুই হল না। চরম বিশৃঙ্খলায় কোনওক্রমে স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে এলাম।'

হতাশ স্তুতিও। বলেছেন, 'চূড়ান্ত হতাশ। যতটা আনন্দ, উত্তেজনা নিয়ে গিয়েছিলাম তার চার গুণ দুঃখ নিয়ে হোটেলে ফিরতে হল। ওই এক ঝলক দর্শনকে দেখা বলে কিনা আমার জানা নেই।'

মেসিকে দেখতে এসে তাঁর ভক্ত আর পুলিশের সংঘর্ষ দেখতে হবে ভাবেননি মেটেলি বাজারের রমন। সেই রাগ থেকেই তিনি বলে দেন, 'অনেক আশায় দিন গুনছিলাম, আজ ছিল আমাদের কাছে স্বপ্নের দিন। বহু প্রতীক্ষার পর কাছ থেকে স্বপ্নের নায়ককে দেখব। কিন্তু স্টেডিয়ামে বসে মনে হল দুঃস্বপ্ন দেখছি। আয়োজকদের চরম-অব্যবস্থার জন্যই এই পরিস্থিতি হয়েছে।'

এভাবেই লিওনেল মেসিকে কলকাতায় দেখতে চেয়েছিলেন তাঁর ভক্তরা। সেই আশা পূরণ হয়নি। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে লুইস সুয়ারেজ, রডরিগো ডি পলকে নিয়ে মাঠ পরিদর্শনে আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

আজ অঙ্ক মেলানোর ম্যাচ গম্ভীরদের

চিন্তা বাড়াচ্ছে সূর্য-গিলদের ফর্ম

ধরমশালা, ১৩ ডিসেম্বর : দেখতে দেখতে দশ বছর পার।

২০১৫ সালের ২ অক্টোবর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছিল ধরমশালা। টি২০ ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা। রোহিত শর্মার বিস্ফোরক শতরানের পরও হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। চোখজুড়োনো ধওলাধর পর্বতশ্রেণির কোলে যে ধরমশালায় রবিবার ফের মুখোমুখি ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা।

পরিস্থিতি অবশ্য ভিন্ন। পাহাড়ের হাতছানি সরিয়ে সিরিজে এগিয়ে যাওয়ার দ্বৈরথ। রাঁচিতে প্রোটিয়া ব্রিগেডকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। নিউ চণ্ডীগড়ের দ্বিতীয় ম্যাচে পালটা জবাব আইডেন মার্করামদের। আগামীকাল? জঘন্য বোলিং, ততোধিক খারাপ ব্যাটিং, সমালোচনার চাপ সরিয়ে 'সানডে স্পেশালে' নিজেদের সেরাটা বের করে আনার চ্যালেঞ্জ। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, সহ অধিনায়ক শুভমান গিলের ফর্ম বেশ কিছুদিন ধরেই রক্তচাপ বাড়াচ্ছে।

দাবি উঠছে শুভমানের বদলে সঞ্জু স্যামসনকে ফেরানোও। বাস্তব হল, হাতে বিকল্প থাকলেও সূর্য, শুভমানদের ওপর কোপ পড়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। অতএব, দুইজন অফফর্মে থাকা ব্যাটারকে আড়াল করার চাপ বাকিদের ওপর। প্রশ্ন হল দায়িত্বটা কে নেবে? তারুণ্যের তেজ, ভয়ডরহীন ক্রিকেটের বাজার গরম করা কথাবার্তা শোনা গেলেও বাস্তব অস্বীকার করার নেই।

এগিয়ে যাওয়ার ম্যাচে আগামীকাল মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডি, ওটনিল বার্টম্যানরা যে সুযোগ নেওয়ার জন্য আবারও মুখিয়ে থাকবেন। ধরমশালার বাইশ গজ মূলত পেস-সহায়ক হয়ে থাকে। যা পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। তবে রাতের শিশির নিশ্চিতভাবে ফের ফ্যাক্টর হতে চলেছে। টস আবারও গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস আবার বলছে, রান ডিফেন্ড করা কঠিন ধরমশালায়। সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে অবশ্য টস ফ্যাক্টর হয়নি। টসে হারা দলই জিতেছে।

দ্বিতীয় ম্যাচে জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং, হার্দিক পান্ডিয়াদের হতশ্রী বোলিং অবাক করেছে। এক ওভারে চার-পাঁচটা ফুলটস, তাও আবার বুমরাহর হাত থেকে! কুইন্টন ডি ককের মারের মুখে খেই হারানো অর্শদীপ আবার এক ওভারে ৭টি ওয়াইডের রেকর্ড গড়েছেন। ডোনোভান ফেরেইরাদের স্লগ ব্যাটিং আটকানোর জন্য ছিল না কোনও প্ল্যান 'বি'। ম্যাচের পর যা স্বীকার করে নেন সূর্য। জানান, প্রতিপক্ষের থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথাও। আগামীকাল সেই শিক্ষার সুফল কতটা মেলে, তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে ধরমশালা দ্বৈরথে টিম ইন্ডিয়ার ভাগ্য।

কম্বিনেশন, পরিকল্পনার ভুলভ্রান্তিরও বা কী হবে? প্রশ্ন অনেক, উত্তর নেই। সমালোচনার ঝড় বইলেও নিজের অবস্থান থেকে সরতে নারাজ। ব্যাটিং কম্বিনেশনে 'নমনীয়তার' অজুহাতে যেভাবে 'মিউজিক্যাল চেয়ারের' খেলা চলছে, পরিস্থিতি দ্রুত না বদলালে গৌতম গম্ভীরের 'চেয়ার' নিয়ে টানাটানির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল।

আতশকাচের নীচে অধিনায়ক সূর্যও। টিম কম্বিনেশন তৈরি, এমনকি মাঠের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণেও শেষ কথা গম্ভীর। সূর্যও কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তাকিয়ে থাকেন ডাগআউটে বসা হেডকোচের দিকে! স্কাইয়ের দাবি, এটা দুইজনের মধ্যে বোঝাপড়া। যদিও সূর্যকে প্রাক্তনদের পরামর্শ, যথার্থ অর্থে অধিনায়ক হয়ে ওঠো।

সূর্যদের নিয়ে টানাপোড়েন ঘেঁটে দিচ্ছে বিশ্বকাপ প্রস্তুতিও। কাপযুদ্ধের আগে হাতে ৮টি ম্যাচ। চলতি সিরিজে বাকি তিনটি। পরবর্তী নিউজিল্যান্ড সিরিজে আরও পাঁচ। তার মধ্যেই সঠিক উইনিং কম্বিনেশন গড়ে নিতে হবে। একই নৌকোয় দক্ষিণ আফ্রিকাও। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারতেই বসছে বিশ্বকাপের আসর। ফলে প্রোটিয়া থিংকট্যাংকের কাছে চলতি সিরিজ বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে।

মার্করামের কথায়, ভারত সিরিজে সাফল্য বিশ্বকাপে মানসিক রসদ জোগাবে। আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। ফলে দ্বিতীয় ম্যাচের মতো আগামীকাল ধরমশালার বাইশ গজে দাপট বজায় রাখার তাগিদ প্রত্যাশিত। লক্ষ্যপূরণে ব্যাটিং গভীরতা, বোলিং বৈচিত্র্য প্রোটিয়া শিবিরের তুরুপের তাস। আগামীকাল মার্করামরা নামবেন যে দক্ষতায় আরও একবার শান দিয়ে নিতে।

ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা

তৃতীয় টি২০ আজ

সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : ধরমশালা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

দ্বিতীয় ম্যাচের ছন্দপতনের ধাক্কা কাটিয়ে জবাব দেওয়ার পালা ভারতের। সমর্থকদের চোখ সেদিকে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর ধাক্কায় গত ৮ মে ধরমশালায় অনুষ্ঠিত আইপিএল ম্যাচ মাঝপথে ভেস্তে যায়। বিমানহানা, ড্রোন হামলা পরিস্থিতিতে একপ্রকার প্রাণ হাতে নিয়ে ফেরা। আগামীকাল সেখানে নির্ভেজাল ক্রিকেট উৎসবে ডুব দেওয়ার হাতছানি। প্রার্থনা অভিষেক ঝড়, সূর্য ক্লাসিক, বুমরাহ হাত ধরে প্রিয় দলের জয় দেখার।

এখন দেখার আগামীকাল প্রার্থনা মেলে কি না।

বিপর্যয় ভুলে সামনে চোখ গৌতম গম্ভীরের। ধরমশালায় শনিবার।

আজ শুরু বিএসএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : রবিবার থেকে বেঙ্গল সুপার লিগের (বিএসএল) ঢাকে কাঠি পড়ে যাচ্ছে। মালদা জেলা

ক্রীড়া সংস্থার মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে উত্তরের দুইটি দল মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি রয়্যাল সিটি এফসি এবং নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড। প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে বাংলার আটটি দল। এরমধ্যে উত্তরের দুইটি দলকে বাদ দিলে বীরভূম কোপা টাইগার্স, হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স এফসি, এফসি মেদিনীপুর, বর্ধমান ব্লাস্টার্স, নর্থ ২৪ পরগনা এফসি, সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি খেলবে।

এবার নর্থবেঙ্গলের দায়িত্বে রয়েছেন কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। দলে রাজা বর্মন, অমিত চক্রবর্তীর মতো ফুটবলাররা রয়েছেন। উলটোদিকে শাহিদ রামনের প্রশিক্ষণাধীন রয়্যাল সিটি এফসি-র ভরসা রবি হাঁসদা ও ব্রাজিলিয় ফুটবলার আলে জুনিয়ার। প্রথম ম্যাচেই উপভোগ্য ফুটবলের অপেক্ষায় বাংলার ফুটবল মহল।

সাফে ইস্টবেঙ্গলের সামনে নাসরিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর : রবিবার মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের নাসরিন স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। প্রথম দুইটি ম্যাচে জয় পেয়েছে লাল-হলুদ। রবিবার ড্র করলেই ফাইনালে চলে যাবে তারা। তবে কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ জানিয়েছেন, জিতেই ফাইনালে যেতে চায় ইস্টবেঙ্গল।

ট্রফি জয়ের পর তাইকোনডোয় সফলদের সঙ্গে কর্মকর্তারা।

সেরা মাইকেলস, টেকনো

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের আন্তঃস্কুল তাইকোনডোতে ছেলেদের বিভাগে সার্বিক চ্যাম্পিয়ন হল সেন্ট মাইকেলস স্কুল। রানার্স টেকনো। মেয়েদের বিভাগে সার্বিক চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স যথাক্রমে টেকনো এবং সেন্ট মাইকেলস। ছেলেদের ব্যক্তিগত স্প্যারিংয়ে বিভিন্ন বিভাগে প্রথম যথাক্রমে সৌম্যজিৎ নাথ (১৮ ঊর্ধ্ব, ৬০-৬৫ কেজি), তুষির ধর (১৬-১৮ বছর, ৫০-৫৭ কেজি) ও লক্ষ্য রাজ (১৪-১৬ বছর, ৫৫-৬০ বছর)। মেয়েদের ব্যক্তিগত স্প্যারিংয়ে বিভিন্ন বিভাগে প্রথম যথাক্রমে ভূমি দত্ত (ওপেন), মান্যতা ঘালে (১৪-১৬ বছর, অনূর্ধ্ব-৬৮ কেজি), রীতিকা বর্মন (১২-১৪ বছর, ৫৮-৬৩ কেজি) ও মৌসুমী বর্মন (১৪-১৬ বছর, ৪৬-৫১ কেজি)।

জয়ী ওয়াইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে শনিবার ওয়াইএমএ ৪-৩ গোলে হারিয়েছে মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ওয়াইএমএ-র অভিজিৎ সরকার, কিরণ গুরুং, দীপ বিশ্বাস ও অরিজিৎ বিশ্বাস গোল করেন। ম্যাচের সেরা মহীতোষ রায় মহানন্দার জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি সৌরভ বিশ্বাসের।

১২ পদক শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়িতে রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স মিটে শনিবার মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখার ঘরে ১২টি পদক এসেছে। পাপ্পু দাস ৩০ ঊর্ধ্ব বিভাগে লং জাম্পে প্রথম হয়েছেন। সুদিন মণ্ডল ৩৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে ১০ হাজার মিটারে হয়েছেন প্রথম। এই বয়স বিভাগে বিজয় মণ্ডল ৮০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। দীপক পাল ৬৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে ২০০ মিটারে হয়েছেন প্রথম। তুহিনকুমার বিশ্বাস ৫০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ২০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। তপন সেনগুপ্ত ৭০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ২০০ মিটারে হয়েছেন প্রথম। দিলীপ হোড় ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে লং জাম্পে দ্বিতীয় হয়েছেন। বিনয় বিশ্বাস ৮০ ঊর্ধ্ব বিভাগে শট পাট ও জ্যাভলিন থ্রোয়ে হয়েছেন তৃতীয়। মহিলাদের ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ৩ হাজার মিটার হাঁটায় তৃতীয় ও ৮০০ মিটারে দ্বিতীয় দীপ্তি পাল। একই বয়স বিভাগে শতদল দে শট পাটে দ্বিতীয় হয়েছেন।

৪ উইকেট কিশোরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ১০৩ রানে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে হেরে দেশবন্ধু ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৯ রান তোলে। তপোব্রত মণ্ডল ৫৩ ও কিশোর ভগৎ ৩৪ রান করেন। দিব্যাংশ শর্মা ১৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে কিশোর ৩৫.১ ওভারে ১০৬ রানে অল আউট হয়। অরিত্র চট্টোপাধ্যায় ৪২ রান করেন। ম্যাচের সেরা কিশোর ২৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন শুভঙ্কর ভট্টাচার্যও (১৯/৩)। রবিবার খেলবে অগ্রগামী সংঘ ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ।